সহীহ হাদীসের আলোকে-

( )

সঞ্চয়নেঃ-
আব্দুল হামীদ মাদানী

প্রকাশনায় ঃ দাওয়াত অফিস, আল-মাজমাআহ
পোঃ বক্স নং- ১০২, টেলিফোনঃ- ০৬ ৪৩২ ৩৯৪৯ ও ফ্যাক্সঃ- ০৬ ৪৩১১৯৯৬

ভূমিকা

:   .

সহীহ সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা শুদ্ধ আমল ও ইবাদত করতে বাংলার মুসলিম সমাজকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে এটি একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। যেহেতু সন্দিগ্ধ যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে কোন আমল করার চেয়ে সহীহ হাদীসকেই ভিত্তি করে নিঃসন্দেহে নিশ্চিতরূপে আমল করাটাই উত্তম। কারণ যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল 'বিদআত' বলে পরিগণিত।

বাংলাভাষায় লিখিত অধিকাংশ দুআ ও যিক্‌রের বই-পুস্তকগুলিতে অনেক যয়ীফ হাদীস থেকে দুআ ও যিক্‌র সংকলিত হয়েছে। যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে -আমার জানা মতে -বিশুদ্ধ হাদীস থেকে বিশুদ্ধ দুআগুলি অত্র পুস্তিকায় সংকলন করেছি। এ প্রয়াস আল-মাজমাআর সমবায় ইসলামী দাওয়াত অফিসের কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যক্ত হলে তাঁরা বইটিকে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর জন্য আমি নিজের এবং তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদানের আশা রাখি।

অর্থ-হৃদয়ঙ্গম সহ নামায, দুআ ও যিকর আদি করাই উত্তম ও আবশ্যিক ভেবে এ পুস্তিকায় প্রত্যেক দুআর শেষে তার অর্থ সংযোজিত হয়েছে। আরবী জানেন না এমন বাঙালী-পাঠকের জন্য দুআর বাংলা উচ্চারণও তার সহিত যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আরবী ভিন্ন কোন অন্য ভাষায় কুরআন কারীমের আয়াত লিখা ওলামাদের ফতোয়া মতে অবৈধ বলে কোন কুরআনী দুআর উচ্চারণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আশা করি আল্লাহ ও তাঁর যিক্‌র-ভক্ত মুসলিম পাঠক কোন কারী আলেমের নিকট মৌখিক মুখস্ত করে নেবেন। অথবা নিজে আরবী শিখে সৃষ্টিকর্তা সুমহান প্রভুর বাণী নিজে পড়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন। কারণ ভক্তি-ভাজনের বচনামৃতে পরিতৃপ্ত না হতে পারলে ভক্তের ভক্তি অপূর্ণই থেকে যায়।

সংক্ষেপ করতে চেয়ে পুস্তিকার হাওয়ালায় কোথাও কোথাও সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রিয় পাঠক-পাঠিকা অনায়াসে বুঝে নেবেন বলে আশা রাখি। যেমন কুঃ= কুরআন মাজীদ এবং তার পর সূরা ও আয়াত নং, বুঃ= বুখারী, মুঃ= মুসলিম, আঃদাঃ= আবু দাঊদ, তিঃ= তিরমিযী, নাঃ= নাসাঈ, ইঃমাঃ=

ইবনে মাজাহ, আঃ = আহমাদ, জাঃ= জামে’, মাঃ= মাজমাউ, ইঃগঃ= ইরওয়াউল গালীল, সঃ= সহীহ ইত্যাদিকে বুঝিয়েছি।

বিশেষ কতকগুলো আরবী অক্ষর উচ্চারণের প্রয়াসে বিশেষ বানান প্রদত্ত হয়েছে। যেমন, =শ, = স্ব, =য্ব, =ত্ব, =ক্ব, =অ, ওয়া, ব, ও তে জযম বুঝাতে= ’ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন তাশদীদের নিচে জের ব্যবহার করা হয়েছে হরফের উপরেই, যা খেয়াল করে পড়া একান্ত জরুরী।

যাঁরা প্রতিনিয়ত আল্লাহ তাআলার স্মরণ চান এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্ভেজাল অনুসরণ চান তাঁরা অত্র পুস্তিকা দ্বারা প্রভূত উপকৃত হবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিশুদ্ধ অনুসরণের সাথে তাঁকে সর্বদা স্মরণকারীদের দলভুক্ত করুন। আমীন।

আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব
৩০/ ১০/৯৪
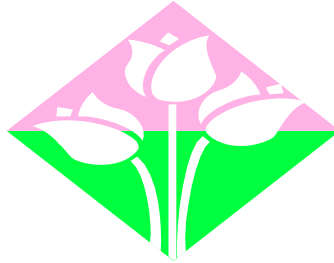
যিক্‌রের ফযীলত

'যিক্‌র'এর অর্থ স্মরণ। মুমিন সর্বদা আল্লাহর রহমত ছায়ায় প্রতিপালিত, তার জীবন আল্লাহর দয়াবারিতে সদা সিক্ত। তার জীবনের সকল কিছুই আল্লাহর দান। প্রতি পদে তাকে আল্লাহরই আনুগত্য করতে হয়। আল্লাহই তার স্রষ্টা, মালিক, বিধানকর্তা এবংএকমাত্র উপাস্য। তাই তার নিকটে আল্লাহ সদা স্মরণীয়। অন্তরে, মুখে ও কর্মে তাঁর যিক্‌র করা মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর যিক্‌র(স্মরণ)ই সবচেয়ে বড়।' *(সূরা আনকাবূত ৪৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ ﴾

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো না।' *(সূরা বাক্বারাহ ১৫২)*
তিনি অন্যত্রে বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর।' *(সূরা আহযাব ৪১)*

তিনি আরো বলেন, '---এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারিণী নারী এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রেখেছেন।" *(সূরা আহযাব ৩৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "হে মুমিনগণ তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" *(সূরা মুনাফিক্বূন ৯)*

তিনি আরো বলেন, "সেই সমস্ত গৃহে - যে সমস্ত গৃহকে আল্লাহ নির্মাণ ও সম্মান করতে এবং তাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে সে সব লোক, যাদেরকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায পড়া ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখেনা। তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে।" *(সূরা নূর ৩৬-৩৭)*

"তুমি তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না।" *(সূরা আ'রাফ ২০৫)*

তিনি অন্যত্র বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাক এবং আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।" *(সূরা আনফাল ৪৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "অতঃপর যখন তোমরা হজ্জ সম্পন্ন করে নেবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে।" *(সূরা বাক্বারাহ ২০০আয়াত)*

তিনি বলেন, "অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা জুমুআহ ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "সে (ইউনুস) যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে সে পুনরুত্থান-দিবস পর্যন্ত সেথায় (মৎসগর্ভে) অবস্থান করত।" *(সূরা স্বা-ফ্‌ফা-ত ১৪৩-১৪৪)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন সম্প্রদায় যখন আল্লাহর যিক্‌র করতে বসে তখন ফিরিশ্তামন্ডল তাদেরকে বেষ্টিত করেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ছেয়ে নেয়, তাদের উপর শান্তি বর্ষণ হয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন।" *(মুসলিম ৪/২০৭৪)*

"আল্লাহর ভ্রমণরত অতিরিক্ত ফিরিশ্তাদল আছেন, যাঁরা যিক্‌রের মজলিস অনুসন্ধান করে থাকেন।" *(বুখারী ৭/১৬৮ ও মুসলিম ৪/২০৬৯)*

"যে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে করে না উভয়ের উপমা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।" *(বুখারী৭/১৬৮, মুসলিম১/৫৩৯)*

"আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম কাজের সন্ধান দেব না? যা তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদায় সব চেয়ে উচ্চ, সোনা-চাঁদি দান করার চেয়ে উত্তম এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়ে গর্দান কাটা ও কাটানোর চেয়ে শ্রেয়।" সকলে বললেন, 'নিশ্চয় বলে দিন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার যিক্‌র।" *(তিরমিযী ৫/৪৫৮, ইবনে মাযাহ ২/১২৪৫, সহীহুল জা-মে'২৬২৯নং)*

"আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তাহলে তাকেও আমি আমার অন্তরে স্মরণ করি, যদি সে আমাকে কোন সভায় স্মরণ করে তবে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সভায় স্মরণ করে থাকি--।" *(বুখারী ৮/১৭১, মুসলিম ৪/২০৬১নং)*

"মুফার্রিদগণ আগে বেড়ে গেছে।" সকলে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! 'মুফার্রিদ কারা?' তিনি বললেন, "আল্লাহর অধিক অধিক যিক্‌রকারী পুরুষ ও

নারী।” *(মুসলিম ৪/২০৬২নং)*

এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! কল্যাণের দরজা তো অনেক। তার সবটা পালন করতে আমি সক্ষম নই। অতএব আমাকে এমন কাজের সন্ধান দিন যাকে আমি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকব, আর অধিক ভার দিবেন না যাতে আমি ভুলে না যাই (যেহেতু আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি)।’ তিনি বললেন, “তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকে।” *(তিরমিযী ৫/৪৫৮ ইবনে মাজাহ ২/ ১২৪৬)*

“যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে সে আল্লাহর যিক্‌র করে না (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ আসবে।” *(আবুদাঊদ ৪/২৬৪, সহীহুল জা-মে’ ৫/৩৪২)*

যিক্‌রের উপকারিতা

আল্লাহর যিক্‌র ও স্মরণে শতাধিক উপকার ও লাভ রয়েছে। যেমন, যিক্‌র শয়তান দূর করে, রহমানকে সন্তুষ্ট করে, অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে ও অশান্তি অপসারণ করে, হৃদয়ে প্রশান্তি ও উৎফুল্লতা আনে, দেহ-মনকে সবল করে, চিত্তকে জ্যোতির্ময় করে, মুখমন্ডলকে দীপ্তিময় করে, রুজী আনয়ন করে, আল্লাহর ভালোবাসা দান করে, জীবনে আল্লাহর ভীতি আনে, মুমিনকে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করায়, আল্লাহর সামীপ্য প্রদান করে , মা’রেফাতের দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহর স্মরণ দান করে, অন্তর জীবিত করে, আত্মা ও অন্তরকে আহার প্রদান করে, পাপমুক্ত করে, বহু উদ্বেগ দূরীভূত করে, আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে নিস্তার দেয়, শান্তি ও রহমত আনে, পরচর্চা, গীবত, চুগলী, গালিমন্দ, মিথ্যা, অশ্লীলতা, বাজে ও অসার কথা থেকে দূরে রাখে, কিয়ামতে পরিতাপ থেকে নিষ্কৃতি দেয়, নির্জনে ক্রন্দনের সাথে যিক্‌রকারীকে ছায়াহীন কিয়ামতে আল্লার আরশ তলে ছায়া দান করে, হৃদয়ের শূন্যতা ও প্রয়োজন দূর করে, মুমিনকে সতর্ক ও সংযমী করে, বন্ধুত্ব, প্রেম, সাহায্য ও প্রেরণার মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গতা দান করে, অত্যাধিক নেকী ও পুরস্কারের অধিকারী করে, হৃদয়ের কঠোরতা দূর করে, মনের রোগ নিরাময় করে।

যিক্‌রকারীর জন্য ফিরিশ্তা দুআ করেন, যিক্‌রের মজলিস ফিরিশ্তাবর্গের মজলিস, যিক্‌রকারীদের নিয়ে আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন।

যিক্‌র শুক্‌রের মস্তক, যিক্‌র দুআকে কবুলের যোগ্য করে, মুমিনকে আল্লাহর আনুগত্যে সহায়তা করে, মুশকিল আসান করে, বিপদ ও বালা দূর করে, অন্তর

থেকে সৃষ্টির ভয় দূর করে, মেহনতের কাজে শক্তি প্রদান করে, যিক্‌রে আছে মিষ্ট স্বাদ, আল্লাহর প্রেম ইত্যাদি। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, আল-ওয়া-বিলুস স্বইয়িব, ইবনুল কাইয়েম)*

যিকরের প্রকার

যিক্‌র দুই প্রকার ;

১ - আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নামাবলী এবং মহত্তম গুণাবলীর যিক্‌র করা, এসব দ্বারা তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করা এবং আল্লাহর জন্য যা উপযুক্ত নয় তা থেকে তাঁকে পাক ও পবিত্র মনে করা।

এই যিকরও আবার দুই প্রকারের ;

ক - আল্লাহর নাম ও গুণাবলী দ্বারা তাঁর প্রশংসা রচনা করা। যেমন 'সুবহা-নাল্লা-হ', 'আলহামদু লিল্লা-হ', 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ', 'আল্লা-হু আকবার' প্রভৃতি।

খ - আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অর্থ ও আহকাম উল্লেখ করা। যেমন বলা যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার সমস্ত শব্দ শুনেন, সকল স্পন্দন দেখেন তাঁর নিকট কোন কর্মই গুপ্ত থাকে না, বান্দার মাতা-পিতা অপেক্ষা তিনিই বান্দার উপর অধিক দয়াশীল। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান --ইত্যাদি।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সতর্কতার বিষয় এই যে, যিক্‌রকারী যেন সেই নাম ও গুণের কথাই উল্লেখ করে যার দ্বারা আল্লাহ পাক নিজের প্রশংসা করেছেন অথবা তাঁর রসূল ﷺ যার দ্বারা তাঁর গুণগান করেছেন। এতে যেন কোন প্রকারের হেরফের ও দৃষ্টান্ত বা উপমা বর্ণনা না করা হয় এবং গুণের দলীলকে নিরর্থক বা আল্লাহকে ঐ গুণহীন মনে না করা হয়। যেমন ঐ সকল নাম ও সিফাতের কোন দূর-ব্যাখ্যা করাও বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে এই যিক্‌র আবার তিন প্রকারের; হাম্‌দ, সানা এবং মাজ্‌দ। সন্তোষ ও ভক্তির সাথে আল্লাহর সিফাতে-কামাল উল্লেখ করে প্রশংসা করাকে হাম্‌দ বলা হয়। গুণের পর আরো গুণগ্রামের উল্লেখ করে প্রশংসা করাকে সানা বলা হয় এবং আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য ও শান-শওকত এবং মহিমা ও সার্বভৌমত্বের গুণাবলী দ্বারা প্রশংসা করাকে মাজ্‌দ বলা হয়। এই তিন প্রকার প্রশংসা সূরা ফাতেহার প্রারম্ভে একত্রিত হয়েছে। অতএব বান্দা যখন নামাযে বলে

﴿ ﴾ অর্থাৎ, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক

আল্লাহর নিমিত্তে' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার প্রশংসা করল।' যখন বলে, ﴿ ﴾ অর্থাৎ 'যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আর বান্দা যখন বলে, ﴿ ﴾ অর্থাৎ 'বিচার দিনের অধিপতি' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন,'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।' *(মুসলিম ৩৯৫)*

২ - আল্লাহর আদেশ, নিষেধ এবং বিভিন্ন অনুশাসনের যিক্‌র (স্মরণ) করা। এটিও দুই রকম;

ক - আল্লাহর বিধান উল্লেখ ও জ্ঞাপন করে তাঁর স্মরণ করা। যেমন বলা যে, আল্লাহ এই করতে আদেশ করেছেন, অমুক করতে নিষেধ করেছেন, তিনি এই কাজে সন্তুষ্ট, ঐ কাজে রাগান্বিত ইত্যাদি।

খ - তাঁর বিধান ও অনুশাসন পালন করে তাঁর যিক্‌র (স্মরণ করা, যেমন, যে কাজ তিনি আদেশ করেছেন সত্বর তা পালন করে তাঁর যিক্‌র করা, যা নিষেধ করেছেন সত্বর তা বর্জন করে তাঁর স্মরণ করা। এই সকল যিক্‌র যদি যিক্‌রকারীর নিকট একত্রিত হয়, তবে তার যিক্‌র শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র।

যিক্‌রের আরো এক প্রকার যিক্‌র; আল্লাহ পাকের দেওয়া সম্পদ, দান অনুগ্রহ, সাহায্য ইত্যাদির স্থান ও কাল প্রভৃতি উল্লেখ করে যিক্‌র (শুক্‌র) করা। এটাও এক উত্তম যিকর।

সুতরাং উক্ত পাঁচ প্রকার যিকর যা কখনো অন্তর ও রসনা দ্বারা হয় এবং এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। আবার কখনো কেবল অন্তর দ্বারা হয় যা দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং কখনো বা কেবল রসনা দ্বারা হয় যা তৃতীয় পর্যায়ের। ২ নং যিক্‌র হলে অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা কার্যে পরিণত করাও যিক্‌র হয়। অতএব মুমিনের সারা জীবন ও জীবনের প্রতি মুহূর্তটাই যিক্‌রের স্থল। যেমন রসূল ﷺ এর যিক্‌রে আমরা বুঝতে পারব।

উল্লেখ্য যে, দুআ অপেক্ষা যিক্‌র উত্তম। যেহেতু যিক্‌রে আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নাম, মহিমময় গুণ ইত্যাদির সাথে তাঁর প্রশংসা করা হয়, কিন্তু দুআতে বান্দা নিজের প্রয়োজন আল্লাহর নিকট জানিয়ে তার পূরণভিক্ষা করে থাকে। যে দু-এর মাঝে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। আবার যিক্‌র অপেক্ষা কুরআন তেলাঅত উত্তম। কিন্তু যথোপযুক্ত সময়কালে তেলাঅত, যিক্‌র ও দুআ স্ব-স্ব স্থানে শ্রেষ্ঠ। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য আল ওয়াবিলুস সইয়্যেব)*

তেলাঅতের ফযীলত

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করবে সে এর বিনিময়ে একটি নেকী অর্জন করবে। আর একটি নেকী দশগুণ করা হবে। (অর্থাৎ একটি অক্ষর তেলাঅতের প্রতিদানে ১০টি নেকীর অধিকারী হবে।) আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর। (বরং এতে রয়েছে তিনটি অক্ষর।)" *(তিরমিযী ৫/ ১৭৫, সহীহুল জামে ৫/৩৪০)*

❖ "তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ তা কিয়ামতের দিন পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী রূপে আবির্ভূত হবে।" *(মুসলিম)*

❖ "যে ব্যক্তি দশটি আয়াত পাঠ করবে সে উদাসীনদের মধ্যে লিখিত হবে না, যে ব্যক্তি একশ'টি আয়াত পাঠ করবে সে অনুগতদের মধ্যে লিখিত হবে আর যে ব্যক্তি এক হাজারটি আয়াত পাঠ করবে সে (অশেষ সওয়াবের) ধনপতিদের মধ্যে লিখিত হবে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৪২)*

❖ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ৬/ ১০৮)*

❖ "মসজিদে গিয়ে একটি আয়াত শিক্ষা করা বা মুখস্ত করা একটি বৃহদাকার উঁট লাভ করার চেয়েও উত্তম।" *(মুসলিম)*

❖ "যে ব্যক্তি কষ্ট করেও কুরআন শুদ্ধ করে পড়ার চেষ্টা করে তার ডবল সওয়াব।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

❖ "কুরআন ওয়ালারাই আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর বিশিষ্ট বান্দা।" *(সহীহুল জামে ২ ১৬৫)*

❖ "কুরআন তেলাঅতকারী পরকালে সম্মানের মুকুট ও চোগা পরিধান করবে। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং আয়াতের সংখ্যা পরিমাণে সে উচ্চ দর্জায় উন্নীত হবে।" *(সহীহুল জামে,৮০৩০, ৮০২২, ৮০২ ১)*

❖ "মর্যাদায় সব চেয়ে বড় সূরা হল সূরা ফাতেহা।" *(বুখারী)*

- ❖ "যে গৃহে সূরা বাক্বারাহ তেলাঅত হয় সে গৃহে শয়তান (জিন) প্রবেশ করে না।" *(মুসলিম)*
- ❖ "মর্যাদায় সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত আয়াতুল কুরসী।" *(মুসলিম)*
- ❖ "রাত্রে সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করলে তা সব কিছু হতে যথেষ্ট হবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*
- ❖ "সূরা বাক্বারাহ ও আলে-ইমরান উভয় সূরাই তেলাঅতকারীর জন্য কিয়ামতে আল্লাহর নিকট হুজ্জত করবে।" *(মুসলিম)*
- ❖ "সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করলে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে।" *(মুসলিম)*
- ❖ "জুমআর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করলে দুই জুমআর মধ্যবর্তী জীবন আলোকময় হবে।" *(সহীহুল জামে ৬৪৭০)*
- ❖ "সূরা মুল্‌ক তার তেলাঅতকারীর জন্য সুপারিশ করে পাপক্ষালন করবে।" *(আবুদাঊদ, তিরমিযী)*
- ❖ "চার বার সূরা 'কা-ফেরূন' পাঠ করলে এক খতমের সমান সওয়াব লাভ হয়।" *(সহীহুল জামে ৬৪৬৬)*
- ❖ "সূরা 'ইখলাস' তিনবার পাঠ করলে এক খতমের সমান নেকীলাভ হয়।" *(বুখারী, মুসলিম)*
- ❖ "যে সূরা ইখলাস ভালোবাসে, সে আল্লাহর ভালোবাসা এবং জান্নাত লাভ করবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*
- ❖ "উক্ত সূরা দশবার পাঠ করলে পাঠকারীর জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়।" *(সহীহুল জামে ৬৪৭২)*
- ❖ "কোন সম্প্রদায় আল্লাহর গৃহসমূহের কোন গৃহে সমবেত হয়ে যখনই কুরআন তেলাঅত করে এবং আপোসে তার শিক্ষা গ্রহণ করে তখনই তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে ছেয়ে নেয়, ফিরিশ্তামন্ডলী তাদেরকে বেষ্টিত করে রাখেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন।" *(মুসলিম)*

দুআর ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক (আমার নিকট দুআ কর) আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব (আমি তোমাদের দুআ কবুল করব।) যারা অহংকারে আমার উপাসনায় (আমার কাছে দুআ করা হতে) বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(সূরা গাফের/৬০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন তুমি বল,) আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমার কাছে প্রার্থনা জানায়, তখন আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করি।" *(সূরা বাকারাহ ১৮৬)*

রসূল ﷺ বলেন, "দুআই তো ইবাদত।" *(আবু দাউদ ২/৭৮, তিরমিযী ৫/২১১)*

"নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জা করেন।" *(আবুদাউদ ২/৭৮, তিরমিযী ৫/৫৫৭)*

"যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন।" *(তিরমিযী ৫/৪৫৬, ইবনে মাযাহ ২/১২৫৮)*

দুআ অন্যান্য ইবাদতের মত এক ইবাদত। যা আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট। তাই গায়রুল্লাহর নিকট দুআ ও প্রার্থনা করলে বা কিছু চাইলে অথবা গায়রুল্লাহকে ডাকলে তা অবশ্যই শির্ক হয়। তাই যাবতীয় দুআ ও প্রার্থনা কেবল আল্লাহরই নিকট করতে হয় এবং যত কিছু চাওয়া কেবল তাঁরই নিকট চাইতে হয়। সর্বপ্রকার, সর্বভাষায় এবং একই সময় অসংখ্য ডাক কেবল তিনিই শুনতে ও

বুঝতে পারেন এবং সর্বপ্রকার দান কেবল তিনিই করতে পারেন।

দুআর আদব

সাধারণভাবে দুআ করার কয়েকটি আদব ও নিয়ম রয়েছে, যা পালন করা বাঞ্ছনীয়;

১- ইখলাস বা একনিষ্ঠতা। এটি সর্বাপেক্ষা বড় আদব। আল্লাহ পাক বলেন,

"সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে তাঁকে ডাক, যদিও কাফেরগণ এ অপছন্দ করে।" *(কুঃ ৪০/১৪)*

"তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁরই উপাসনা করতে----।" *(সূরা বাইয়িনাহ ৫ আয়াত)*

২ - দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা ও দুআ করা এবং আল্লাহ মঞ্জুর করবেন এই কথার উপর দৃঢ় প্রত্যয় রাখা। রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন না বলে, 'হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও, তাহলে আমাকে দয়া কর।' বরং দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে প্রার্থনা করা উচিত। যেহেতু আল্লাহকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ বাধ্য করতে পারে না। *(বুখারী ১১/১৩৯, মুসলিম ৪/২০৬৩)*

৩ - আগ্রহাতিশয্যে নাছোড় বান্দা হয়ে বার-বার দুআ করা, দুআর ফল লাভে শীঘ্রতা না করা এবং অন্তরকে উপস্থিত রেখে প্রার্থনা করা।

রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কারো দুআ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। বলে, দুআ করলাম কিন্তু কবুল হল না।" *(বুখারী ১১/১৪০, মুসলিম ৪/২০৯৫)*

"বান্দার দুআ কবুল হয়েই থাকে যতক্ষণ সে কোন পাপের অথবা জ্ঞাতিবন্ধন টুটার জন্য দুআ না করে এবং (দুআর ফল লাভে) শীঘ্রতা না করে। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! শীঘ্রতা কেমন? বললেন, এই বলা যে, 'দুআ করলাম,

আরো দুআ করলাম। অথচ কবুল হতে দেখলাম না।' ফলে সে তখন আক্ষেপ করে এবং দুআ করাই ত্যাগ করে বসে।" *(মুসলিম ৪/২০৯৬)*

"তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ কর কবুল হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় রেখে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ উদাসীন ও অন্যমনস্কের হৃদয় থেকে দুআ মঞ্জুর করেন না।" *(তিরমিযী ৫/৫১৭)*

মোট কথা দুআ করার সময় মনকে সজাগ রাখতে হবে, তার দুআ কবুল হবে এই একীন রাখতে হবে এবং কি চাইছে তাও জানতে হবে।

সুতরাং যারা অভ্যাসগতভাবে দুআ করে থাকে অথবা দুআয় কি চায় তা তারা নিজেই না জেনে তোতার বুলি আওড়ানোর মত আরবীতে দুআ আওড়ে থাকে, তাদের দুআ মঞ্জুর হবে কি?

৪ - সুখে -দুঃখে ও নিরাপদে-বিপদে সর্বদা প্রার্থনা করা।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, দুঃখে ও বিপদে আল্লাহ তার দুআ কবুল করবেন, সেই ব্যক্তির উচিত, সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অধিক অধিক দুআ করা।" *(তিরমিযী ৫/৪৬২)*

৫ - নিজের পরিবার ও সম্পদের উপর বদ্‌ দুআ না করা।

আনসারদের এক ব্যক্তির সেচক উঁট চলতে চলতে থেমে গেলে ধমক দিয়ে বলল, 'চল, আল্লাহ তোকে অভিশাপ করুক।' তা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, 'কে তার উঁটকে অভিশাপ দিচ্ছে?' লোকটি বলল, আমি, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, নেমে যাও ওর পিঠ থেকে, অভিশপ্ত উঁট নিয়ে আমাদের সঙ্গে এস না। তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর বদ্দুআ করো না, তোমাদের সন্তানদের উপর বদ্দুআ করো না, আর তোমাদের সম্পদের উপরও বদ্দুআ করো না। যাতে আল্লাহর তরফ থেকে এমন মুহূর্তের সমন্বয় না হয়ে যায়, যে মুহূর্তে দান চাওয়া হলে মঞ্জুর (প্রদান) করা হয়।" *(মুসলিম ৪/২৩০৪)*

৬ - কেবল আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করা।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর নিকটই চাও, যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর নিকটেই সাহায্য চাও।" *(তিরমিযী ৪/৬৬৭, মুসলিম ১/২৯৩)*

যেহেতু প্রার্থনা এক ইবাদত। অন্যের কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহর ইবাদতে শির্ক করা হয়।

৭ - উচ্চ ও নিঃশব্দের মধ্যবর্তী চাপা স্বরে সংগোপনে প্রার্থনা করা।

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" *(সূরা আনআম ৫৫ আয়াত)*

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমরা কোন সফরে নবী ﷺ এর সাথে ছিলাম। লোকেরা জোরে-শোরে তকবীর পড়তে শুরু করল। তখন নবী ﷺ বললেন, হে লোক সকল! নিজেদের উপর কৃপা কর। নিশ্চয় তোমরা কোন বধির অথবা কোন (দূরবর্তী) অনুপস্থিতকে আহ্বান করছো না বরং তোমরা সর্বশ্রোতা নিকটবর্তীকে আহ্বান করছ। তিনি (তাঁর ইলমসহ) তোমাদের সঙ্গে আছেন।" *(বুখারী ৫/৭৫, মুসলিম ৪/২০৭৬)*

৮- আল্লাহর সুন্দরতম নাম এবং মহত্তম গুণাবলীর অসীলায় অথবা কোন নেক আমলের অসীলায় দুআ করা। আর এ ছাড়া কোন সৃষ্টি (যেমন, নবী, ওলী, আরশ, কুর্সী প্রভৃতির) অসীলা ধরে দুআ না করা।

৯- আল্লাহ তাআলার ইসমে আ'যম দিয়ে দুআ শুরু করলে তিনি তা কবুল করেন। এই ইসমে আ'যম দ্বারা দুআ করার বর্ণনা হাদীস শরীফে কয়েক রকম এসেছে ;

ক-

.

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আন্তাল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লা আন্তাল আহাদুস স্বামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ, অলাম য়্যাকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।"

অর্থ, আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমি একক, ভরসাস্থল, যিনি জনক নন জাতকও নন এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই -এই অসীলায় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি।" *(আবু দাউদ ১৪৯৩, তিরমিযী ৩৪৭৫, ইবনে মাজাহ ৩৮৫৭, আহমাদ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)*

খ -

.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইয়া-ল্লা-হু বিআন্নাকাল ওয়া-হিদুল আহাদুস স্বামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ, আন তাগ্‌ফিরা লী যুনূবী, ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, হে এক, একক,

ভরসাস্থল আল্লাহ! যিনি জনক নন জাতকও নন এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তুমি আমার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।" *(সহীহ নাসাঈ ১২৩৪ নং)*

গ -

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হাম্‌দ, লা ইলা-হা ইল্লা আন্তাল মান্না-নু বাদীউস সামা-ওয়া-তি অল আরয্‌, ইয়া যাল জালা-লি অল ইকরা-ম, ইয়্যা হাইয়্যু ইয়া কায়্যুম।"

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এই অসীলায় যে, সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমি পরম অনুগ্রহদাতা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আবিস্কর্তা, হে মহিমাময় এবং মহানুভব, হে চিরঞ্জীব অবিনশ্বর।" *(আবূ দাঊদ ১৪৯৫, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩৮৫৮, আহমাদ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)*

ঘ - ﴿ ﴾

অর্থ, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র মহান! অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারী।"

﴿ ﴾

অর্থ, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের অপরাধসমূহ মার্জনা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা কর।" *(সূরা আলে ইমরান ১৬আয়াত)*

৯ - আল্লাহর প্রশংসা (হাম্‌দ ও সানা) দিয়ে অতঃপর নবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করে দুআ শুরু করা এবং অনুরূপ শেষ করা।

রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ দুআ করবে তখন তার উচিত আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা দিয়ে শুরু করা, অতঃপর নবীর উপর দরূদ পড়া, অতঃপর ইচ্ছা মত দুআ করা।" *(আবু দাঊদ ২/৭৭, তিরমিযী ৫/৫১৬, নাসাঈ ৩/৪৪)*

১০ - কাকুতি-মিনতি, বিনয়, আশা আগ্রহ, মুখাপেক্ষিতা ও ভীতির সহিত দুআ করা। একান্ত 'ফকীর' হয়ে আল্লাহর দরবারে অক্ষমতা, সঙ্কীর্ণতা ও দুরবস্থার অভিযোগ করা। যেভাবে আয়্যুব নবী ব্যাধিগ্রস্ত হলে, যাকারিয়া নবী নিঃসন্তান

হলে, ইউনুস নবী মাছের পেটে গেলে আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেন, যার অর্থ, "তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না।" *(সূরা আনআম ২০৫)*

"তারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করত, আশা ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।" *(সূরা আম্বিয়া ৯০ আয়াত)*

বান্দার যতই সুখ থাক, স্বাচ্ছন্দ্যের সাগরে ডুবে থাকলেও সে সর্বদা আল্লাহর রহমতের ভিখারী ও মুখাপেক্ষী। মিসকিন বান্দার যা আছে তা কাল চলে যেতে পারে। সব আছে বা সব পেয়েছি বলে দুআ বন্ধ করা মূর্খতা। সব কিছু থাকলেও যা আছে তা যাতে চলে না যায় তার জন্যও দুআ করতে হবে। তাছাড়া পরজীবনের কথা তার অজানা। পরকালে সুখ পাবে কি না -সে বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। অতএব পরকালের সুখও তাকে চেয়ে নিতে হবে এবং সে প্রার্থনা হবে অনুনয়-বিনয় সহকারে, ঔদ্ধত্যের সাথে নয়।

১১- নিজের অপরাধ ও আল্লাহর অনুগ্রহকে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন-পূর্বক দুআ করা। এ বিষয়ে 'সাইয়েদুল ইস্তিগফার' দুআ ইস্তিগফারের অনুচ্ছেদে আসবে।

১২- কষ্ট-কল্পনার সাথে ছন্দ বানিয়ে দুআ না করা। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক জুমআ (সপ্তাহে) লোকদেরকে মাত্র একবার ওয়ায কর। যদি না মানো তবে দুইবার। তাও যদি না মানো তবে তিনবার। লোকেদেরকে এই কুরআনের উপর বিরক্ত করো না। আর আমি যেন তোমাকে না (দেখতে) পাই যে, কোন সম্প্রদায় তাদের নিজেদের কোন কথায় ব্যাপৃত থাকলে তুমি তাদের নিকট গিয়ে নিজের বয়ান শুরু করে দাও এবং তাদের কথা কেটে তাদেরকে বিরক্ত কর। বরং তুমি সেখানে উপস্থিত হয়ে চুপ থাক; অতঃপর তারা সাগ্রহে আদেশ করলে তুমি বয়ান কর। খেয়াল করে ছন্দযুক্ত দুআ থেকে দূরে থাক। যেহেতু আমি রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাবর্গের নিকট উপলব্ধি করেছি যে, তাঁরা এটাই করতেন। অর্থাৎ ছন্দ বানিয়ে দুআ উপেক্ষা করতেন।" *(বুখারী ৭/১৫৩)*

১৩ - তওবা করে (অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিত্তে,পাপ বর্জন করে, লজ্জিত হয়ে, পুনঃ ঐ পাপে না ফিরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে এবং অন্যায়ভাবে কারো মাল হরফ করে থাকলে তা ফেরৎ দিয়ে ও কারো প্রতি জুলুম করে থাকলে তার প্রতিশোধ দিয়ে অথবা ক্ষমা চেয়ে তারপর) দুআ করা। যেহেতু পাপে লিপ্ত থাকলে দুআ কবুল হয় না।

১৪ - হালাল পানাহার করা এবং হালাল পরিধান করা। এ বিষয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদেশই করেছেন যে আদেশ রসূলগণকে করেছেন, তিনি বলেন, "হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎকাজ কর, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।" *(কুঃ ২৩/৫১)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন, যার অর্থ, "হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর---।" *(সূরা বাকারাহ ১৭২)*

অতঃপর রসূল ﷺ সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি ধুলোধূসরিত আলুথালু বেশে (সৎকাজের উদ্দেশ্যে) সফর করে। তার হাত দু'টিকে আকাশের দিকে তুলে, 'হে প্রভু! হে আমার প্রতিপালক!' বলে (দুআ করে), কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং হারাম খাদ্যে সে প্রতিপালিত হয়েছে। সুতরাং কেমন করে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে? *(মুসলিম ৪/৭০৩)*

১৫ - খুব গুরুত্বপূর্ণ দুআ হলে ফিরিয়ে ফিরিয়ে ৩ বার করে বলা। যেমন আল্লাহর রসূল যখন কুরাইশের উপর বদ্দুআ করেছিলেন তখন ৩ বার করে বলেছিলেন। *(বুখারী ৪/৬৫, মুসলিম ৩/১৪১৮)*

১৬ - দুআর পূর্বে উযু করা। অবশ্য প্রত্যেক দুআ বা যিক্‌রের জন্য উযু বা গোসল করা জরুরী নয়। তবে সাধারণ প্রার্থনার জন্য মুস্তাহাব। *(বুখারী ৫/১০১, মুসলিম ৪/১৯৪৩)*

১৭ - কেবলা মুখ করে দুআ করা। এ আদবটিও সকল দুআর ক্ষেত্রে জরুরী নয়।

১৮ - মুখ বরাবর দুই হাত তুলে দুআ করা। এ আদবটিও সেখানে ব্যবহৃত যেখানে আল্লাহর রসূলের নির্দেশ আছে। অথবা যেখানে কোন নির্দেশ নেই সেখানে সাধারণ প্রার্থনার ক্ষেত্রে এ আদবের খেয়াল রাখা উচিত। কিন্তু হাত তুলে দুআর শেষে মুখে হাত বুলানো প্রসঙ্গে কোন সহীহ হাদীস নেই। তাই মুখে হাত বুলানো বিদআত।

১৯ - অশ্রু বিসর্জনের সহিত দুআ করা। *(মুসলিম ১/১৯১)*

২০ - অপরের জন্য দুআ করলে নিজের জন্য প্রথমে দুআ শুরু করা। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কারোর জন্য দুআ করলে নিজের জন্য প্রথম শুরু করতেন। *(তিরমিযী ৫/৪৬৩)*

২১ - দুআয় সীমালংঘন ও অতিরঞ্জন না করা। যেমন, 'হে আল্লাহ! আমি

জান্নাতের সম্পদ, সৌন্দর্য, হুর, গেলমান, দুধের নহর---চাই।' হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আগুন থেকে, তার শিকল ও বেড়ি থেকে, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ থেকে পানাহ চাই---' হে আল্লাহ! আমি জান্নাতের ডান দিকে সাদা মহল চাই--।' ইত্যাদি বলে দুআ করা বৈধ নয়। এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে জাহান্নাম থেকে রেহাই পেতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাওয়াই যথেষ্ট। তাই তো সেই দুআ করা উচিত যার শব্দ কম অথচ অর্থ অনেক ব্যাপক। *(আবু দাঊদ ১/২৪, ২/৭৭)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ - তোমরা বিনীত ভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৫৫ আয়াত)*

দুআতে প্রায় ২০ প্রকার সীমালংঘন হতে পারে;

ক- শির্কমূলক দুআ করা।

খ- শরীয়ত যা হবে বলে তা না হতে দুআ করা; যেমন বলা যে, আল্লাহ! তুমি কিয়ামত করো না, কাফেরকে আযাব দিওনা।

গ- শরীয়ত যা হবে না বলে তা হতে দুআ করা; যেমন বলা যে, আল্লাহ! তুমি কাফেরকে বেহেশ্ত্‌ দান কর, আমাকে দুনিয়ায় চিরস্থায়ী কর, আমাকে গায়েবী ইল্‌ম দাও বা আমাকে নিষ্পাপ কর ইত্যাদি।

ঘ- জ্ঞান ও বিবেকে যা হওয়া সম্ভব তা না হতে দুআ করা।

ঙ- জ্ঞান ও বিবেকে যা হওয়া অসম্ভব তা হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা; যেমন, আল্লাহ! আমি যেন একই সময় দুই স্থানে উপস্থিত ও প্রকাশ হতে পারি ইত্যাদি।

চ- সাধারণতঃ যা ঘটা অসম্ভব তা ঘটতে প্রার্থনা করা। যেমন আল্লাহ! আমাকে এমন মুরগী দাও যে সোনার ডিম পাড়ে, আমাকে যেন পানাহার করতে না হয় ইত্যাদি।

ছ- শরীয়তে যা হবে না বলে শ্রুত পুনরায় তা না হতে প্রার্থনা করা; যেমন আল্লাহ, তুমি কাফেরদেরকে জান্নাত দিও না ইত্যাদি।

জ - শরীয়তে যা হবে বলে শ্রুত পুনরায় তা হতে দুআ করা।

ঝ - প্রার্থিত বিষয়কে আল্লাহর ইচ্ছায় লটকে দেওয়া; যেমন, হে আল্লাহ, তুমি যদি চাও তাহলে আমাকে ক্ষমা কর, ইত্যাদি।

ঞ- অন্যায় ভাবে কারো উপর বদ্দুআ করা।

ট- কোন হারাম বিষয় প্রার্থনা করা; যেমন, আমি যেন ব্যভিচার করতে বা চুরি

করতে পারি বা ধরা না পড়ি।

ঠ- প্রয়োজনের অধিক উচ্চস্বরে দুআ করা।

ড- অবিনীতভাবে আল্লাহর অনুগ্রহের মুক্ষাপেক্ষী না হয়ে দুআ করা।

ঢ- আল্লাহর সঠিক নাম ও গুণ ব্যতিরেকে অন্য নাম ধরে ও গুণ বর্ণনা করে প্রার্থনা।

ণ- যা বান্দার জন্য উপযুক্ত নয় তা চাওয়া ; যেমন, নবী বা ফিরিশতা হতে চাওয়া।

ত- অপ্রয়োজনীয় লম্বা দুআ করা।

থ- কষ্ট-কল্পনার সাথে ছন্দ বানিয়ে দুআ করা।

দ- অকান্নায় ইচ্ছাকৃত হো হো করে উচ্চ শব্দে দুআ করা।

ধ- নিয়মিত এমন প্রকার, এমন রূপে এবং এমন স্থান ও কালে দুআ করা যা কিতাব ও সুন্নাহতে প্রমাণিত নয়।

ন- গানের মত লম্বা সুর-ললিত কণ্ঠে দুআ করা। *(মাজাল্লাতুল বায়ান ৭৩ সংখ্যা ১৯৯৪ খ্রিঃ ১২০-১২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)*

২২ - কোন পাপ কাজ করার উদ্দেশ্যে অথবা জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে দুআ না করা।

২৩ - সর্ব প্রকার গোনাহ থেকে দূরে থেকে দুআ করা।

২৪ - সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া।

২৫ - যে সময় স্থান ও অবস্থাকালে দুআ কবুল হয় সে সময়াদিতে দুআ করার সুযোগ গ্রহণ করা।

কখন ও কোথায় দুআ কবুল হয়

নিম্নলিখিত সময়, স্থান ও অবস্থায় দুআ কবুল করা হয় বলে হাদীস-সূত্রে জানতে পারা যায়ঃ-

শবেকদরে, রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে, ফরয নামাযের পশ্চাতে (সালাম ফিরার পূর্বে), আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তীকালে, ইকামত হলে, রাত্রের কোন এক মুহূর্তে, জুমআর রাত্রি-দিনের কোন এক মুহূর্তে, ফরয নামাযের জন্য আযান দেওয়ার সময়, বৃষ্টি বর্ষণের সময়, জিহাদে হানাহানি চলা কালে, সত্য নিয়তে ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে যমযম পানি পান করার সময়, সিজদারত অবস্থায়, রাত্রি কালে

ঘুম থেকে জেগে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর। আল হামদু লিল্লা-হ, সুবহা-নাল্লাহ, অলা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, অল্লা-হু আকবার, অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ' বলে দুআ করার সময়, ওযু করে ঘুমিয়ে রাত্রে জেগে দুআ করার সময়, ইসমে আযম দ্বারা দুআ করার সময়, কারো মৃত্যুর পর, শেষ তাশাহহুদে আল্লাহর প্রশংসা করে ও নবী এর উপর দরূদ পাঠ করে দুআ করার সময়, কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য কেউ দুআ করার সময়, রমযান মাসে, যিকরের মজলিসে, বিপদের সময়, 'ইন্না লিল্লাহ------ আল্লাহুম্মা'জুরনী-----' পড়ার সময়, নির্মল ইখলাস ও আল্লাহর প্রতি হৃদয়ের পরম ভক্তি ও চরম আগ্রহের সময়, অত্যাচারিত অত্যাচারীর উপর বদ্দুআ করলে, পিতা পুত্রের জন্য দুআ অথবা বদ্দুআ করলে, মুসাফির দুআ করলে, রোযাদার দুআ করলে, আর্তব্যক্তি দুআ করলে, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ দুআ করলে, কা'বা-ঘরের ভিতরে, সাফার উপর, মারওয়ার উপর, আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে, মাশআরুল হারামের নিকট, মিনায় ছোট ও মধ্যম জামরায় পাথর মারার পর, ইস্তেফতাহে নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করলে, সুরা ফাতেহা পাঠ করার সময় ও শেষে আমীন বলার সময়, রুকু থেকে মাথা তুলে ইত্যাদি। *(আদ্ দুআ মিনাল কিতাবি অস্ সুন্নাহ ১০- ১৫ পৃঃ)*

দুআ কবুল না হওয়ার কারণ

১- অনেকে দুআ করে কিন্তু তাদের দুআ কবুল হয় না, চায় অথচ পায় না। এর কতকগুলি কারণ আছে, যেমন; শীঘ্রতা করা। দুআ করার পরই যে মঞ্জুর হবে তা জরুরী নয়। যেমন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমাদের কারো দুআ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। বলে দুআ করলাম অথচ কবুল হল না।'' *(বুখারী ১১/১৪০, মুসলিম ৪/ ২০৯৫)*

২ - সৃষ্টিকর্তা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার হিকমত।

বান্দা দুআতে যা চায় তা তার জন্য মঙ্গলদায়ক কি না, তা সে সঠিক জানে না। কিন্তু আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, বান্দা যা চাচ্ছে তা তার জন্য কল্যাণকর বটে কি না, তা বর্তমানেই তার জন্য ফলপ্রসূ, নাকি কিছু দিন বা দীর্ঘদিন পর? অথবা যা চাচ্ছে তা তার জন্য যথোপযুক্ত নয় বরং অন্য কিছু তার জন্য অধিক লাভদায়ক। অথবা কল্যাণ আসার চেয়ে আসন্ন বিপদ থেকে নিস্কৃতি পাওয়া তার

জন্য ভালো। তাই আল্লাহ বান্দার জন্য যা করেন তা তার মঙ্গলের জন্যই করেন। বান্দার আসল মঙ্গলের প্রতি খেয়াল রেখে কখনো দুআ কবুল হয় কখনো কবুল হয় না। তা বলে তার দুআ করাটা বৃথা নষ্ট হয়ে যায় না।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কোন মুসলিম যখন আল্লাহর নিকট এমন দুআ করে, যাতে পাপ ও জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্নতা নেই তখন আল্লাহ তাকে তিনটের একটা দান করে থাকেন; সত্বর তার দুআ মঞ্জুর করা হয় অথবা পরকালের জন্য তা জমা রাখা হয় অথবা অনুরূপ কোন অকল্যাণকে তার জীবন হতে দূর করা হয়।"

লোকেরা বলল, তাহলে আমরা অধিক অধিক দুআ করব। তিনি বললেন, "আল্লাহও অধিক দানশীল।" *(আহমদ ৩/১৮, হাকেম ১/৪৯৩, যা-দুল মাসীর ১/১৯০)*

৩ - কোন পাপ বা জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করার দুআ করলে তা কবুল হয় না। পাপের দুআ যেমন, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়ে উন্নতির জন্য দুআ, চোরের চুরি করতে ধরা না পড়ার দুআ ইত্যাদি।

৪ - হারাম পানাহার ও পরিধান করা।

৫ - দুআয় দৃঢ়চিত্ত না হওয়া এবং আল্লাহর ইচ্ছায় 'যদি' যোগ করা। যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু নেই। যেমন দুআর আদবে আলোচিত হয়েছে।

৬ - সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা দান ত্যাগ করা। মানুষ নিজে ভালো হলেই যথেষ্ট নয়। অপরকে ভালো করার চেষ্টা করাও তার সর্বাঙ্গীন ভালো হওয়ার পরিপূরক। তাই সর্বাঙ্গসুন্দর ভালো লোক হতে চাইলে সামর্থানুযায়ী সৎকাজের আদেশ দিতে হবে এবং সম্মুখে বা জানতে কোন পাপকাজ ঘটলে তাতে সাধ্যানুক্রমে (হাত দ্বারা, না পারলে মুখ দ্বারা) বাধা দিতে হবে। তাও না পারলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করতে হবে। নচেৎ শাস্তিতে সেও তাদের দলভুক্ত হবে, আর তার দুআও মঞ্জুর হবে না। *(বুখারী ১১/১৩৯, ৪/২০৬৩)*

৭ - কিছু পাপ বা নির্দিষ্ট অবাধ্যাচরণে আলিপ্ত থাকা। যাঁর অবাধ্যাচরণ করা হয় ও যাঁর কথার অন্যথাচরণ করা হয় তাঁর নিকট প্রার্থনা করে কিছু পাওয়ার আশা সব সময় করা যায় না। এ ব্যাপারে রসূল ﷺ এর একটি ইঙ্গিত; তিনি বলেন, "তিন ব্যক্তি দুআ করে অথচ তাদের দুআ মঞ্জুর করা হয় না; (১) যে ব্যক্তির বিবাহ-বন্ধনে কোন দুশ্চরিত্রা স্ত্রী থাকে অথচ তাকে তালাক দেয় না, (২) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট মালের অধিকারী থাকে অথচ তার উপর সাক্ষী রাখে না, (৩) যে ব্যক্তি নির্বোধকে তার সম্পদ দান করে অথচ আল্লাহ পাক বলেন,

"আর তোমাদের সম্পদ নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না---।" *(কুঃ ৪/৫, হাকেম ২/৩০২)*

৮- ঔদাস্য কুপ্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর বশবর্তী থাকা এবং মিনতি, ভক্তি, আশা ও ভীতির অভাব থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ অবশ্যই কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন না করে।" *(কুঃ ১৩/১১)*

আর রসূল ﷺ বলেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, 'জেনে রাখ যে আল্লাহ উদাসীন ও অমনোযোগী হৃদয় থেকে দুআ মঞ্জুর করেন না।'

দুআ কবুল হওয়ার কারণসমূহ

পূর্বের আলোচনা হতে কি কি কারণে দুআ মঞ্জুর হয় তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। যেমন হালাল খাওয়া-পরা, দুআর ফললাভের জন্য তাড়াতাড়ি না করা, পাপ ও জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্নের দুআ না করা এবং গোনাহ থেকে দূরে থেকে বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহরই নিকট দুআ করা ইত্যাদি। *(আয্‌ যিক্‌রু অদ্দুআ দ্রষ্টব্য)*

দুআ কবুলের এক শর্ত হল বিশুদ্ধ ঈমান। তাই কাফের বা মুশরিকের দুআ বা বদ্দুআ কবুল নয়। অবশ্য কাফের যদি মুসলিমের হক্কে দুআ করে তবে তাতে 'আমীন' বলা বৈধ। কারণ মুসলিমের হক্কে কাফেরের দুআও কবুল হয়ে থাকে। *(সিঃ সহীহাহ ৬/৪৯৩)*

শুদ্ধ দুআ

দুআ ও যিক্‌রকারী মুসলিমদের জন্য একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, কেউ যেন দুআ ও যিক্‌র করতে গিয়ে বিদআত করে না বসে। দুআ বা যিক্‌র কেবল তাই করা উচিত, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল শিক্ষা দিয়েছেন। অথবা কোন সাহাবী তাঁর জীবনে তা আমল করে গেছেন। যা কিতাব ও সহীহ (ও হাসান) সুন্নাহতে অথবা কোন সাহাবার আমলে প্রমাণিত। যেহেতু সহীহ হাদীসের উপর আমলই মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট। অন্যথা জাল ও দুর্বল হাদীস অথবা কোন আলেমের মনগড়া কল্পিত আরবী বাক্য দ্বারা যিকর বা দুআ বিদআত হবে। যেমন যদি কোন

অনির্দিষ্ট দুআ বা যিকর কোন স্থান, সময়, নিয়ম, গুণ, সংখ্যা বা কারণ ইত্যাদি দ্বারা নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়, তাহলে তাও বিদআতরূপে পরিগণিত হবে। তাই সাধারণ ক্ষেত্রে ও নিজের প্রয়োজনের সময় দুআ করতেও কুরআনী দুআ, শুদ্ধ হাসীসে বর্ণিত দুআয়ে-রসূল অথবা শুদ্ধ প্রমাণিত কোন সাহাবার দুআ বেছে নেওয়া উচিত। কোন দুআ না পেলে হাম্‌দ ও দরূদ পড়ে নিজের ভাষার নিজের প্রয়োজন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা চলে।

পক্ষান্তরে রসূল ﷺ যে স্থানে বা সময়ে দুআ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বা নিজে দুআ করেছেন সেই দুআর সেই নিয়ম ও পদ্ধতি সকলের ক্ষেত্রে মান্য হবে। যেমন ইস্তিসকায়, আরাফায়, সাফা মারওয়ার উপর, ছোট ও মধ্যম জামরায় পাথর মারার পর, কুনূতে, কেউ দুআ করতে আবেদন করলে তার জন্য (কখনো কখনো) হাত তুলে দুআ করছেন। এসব ক্ষেত্রে হাত তুলে দুআ করা হবে। নামাযের পর দুআ বা যিক্‌র করেছেন বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু হাত তুলেননি বা তুলতে নির্দেশ দেননি, দাফনের পর দুআ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু হাত তুলতে বলেননি বা নিজেও হাত তুলে ওখানে দুআ করেননি, বর-কনের জন্য দুআ করেছেন, কিন্তু হাত তুলেননি। তাই এ সব ক্ষেত্রে এবং যেখানে তাঁর আদর্শ বর্তমান রয়েছে সেখানে হাত তোলা দুআর আদব বলে আমরা হাত তুলতে পারি না। তাই তো জুমআর খুতবায় দুআ বিধেয় হলেও হাত তুলে বিদআত। মাসরূক বলেন, '(জুমআর দিন ইমাম-মুক্তাদী মিলে যারা হাত তুলে দুআ করে) আল্লাহ তাদের হাত কেটে নিক।' *(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ৫৪৯১ ও ৫৪৯৩ নং)*

অনুরূপ কারণে জামাআত থাকতেও আল্লাহর রসূল ﷺ যেখানে জামাআতী দুআ করেননি বা কোন সাহাবাও করেননি সেখানে আমরাও জামাআত করে দুআ করতে পারি না। তিনি যেমন করেছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম ঐ সব ক্ষেত্রে যেমন করেছেন তেমনটাই করা আমাদের কর্তব্য। অনুসরণে আমাদের কল্যাণ এবং নতুনভাবে কিছু করাতেই বিপদ আছে।

আসুন, আমরা আগামীতে দেখি, আমাদের আদর্শ রসূল ﷺ কোথায়, কোন সময়ে, কিভাবে, কতবার, কি দুআ বা যিক্‌র পড়েছেন বা পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সেই মতই আমল করি। যেগুলি প্রার্থনার সাধারণ দুআ সেগুলি আমাদের প্রয়োজন মত সময়ে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বেছে নিয়ে প্রার্থনা করি।

তসবীহ ও তহলীল

ইসলামী মূল মন্ত্র কলেমা . "লা ইলা হা ইল্লাল্লা-হু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

অর্থ, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল।

প্রকাশ যে, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা যিক্‌র করা যায় কিন্তু 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' যোগ করে যিক্‌র করা হয় না। অনুরূপ কেবল 'আল্লাহু-আল্লাহু' বলে বা 'আল-আল, ইল-ইল, হু-হু' বলে যিক্‌রও বিদআত। যিকরের তসবীহ ও তাহলীল নিম্নরূপ ঃ-

১-

.

উচ্চারণঃ- " লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

এই দুআটি দিনে যে কোন সময়ে ১০০ বার পাঠ করলে ১০ টি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব হয়, ১০০ টি নেকী লিখা হয়, ১০০ টি গোনাহ মার্জনা করা হয়, সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। *(বুখারী ৪/৯৫, মুসলিম ৪/২০৭১)*

যে ব্যক্তি এই দুআটি ১০ বার পাঠ করবে সে হযরত ইসমাঈলের বংশধরের ৪টি গোলাম আযাদের সমান সওয়াব অর্জন করবে। *(বুখারী৭/২৬৭, মুসলিম ৪/২০৭১)*

২- .

উচ্চারণঃ- 'সুবহা- নাল্লা-হি অ বিহামদিহ।'

অর্থঃ- আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করি।

দিনের যে কোন সময়ে এই তসবীহটি ১০০ বার পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনপূঞ্জ সমান পাপ হলেও তা মাফ হয়ে যাবে। *(বুখারী ৭/ ১৬৮, মুসলিম ৪/২০৭১)* সকাল ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে পড়লে কিয়ামতে সবচেয়ে বেশী সওয়াব নিয়ে উপস্থিত হবে। *(মুঃ৪/২০৭১)* আর এটি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। *(মুঃ*

২৭৩১)

৩ - .

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাল্লা-হিল আযীমি অবিহামদিহ।

অর্থঃ- আমি মহান আল্লাহর সপ্রসংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। *(তিঃ৫/৫১১)*

৪ - .

উচ্চারণঃ- সুব হা-নাল্লা-হি অ বিহামদিহী সুবহা-নাল্লা-হিল আযীম।

অর্থঃ- আমি আল্লাহর সপ্রশংস তসবীহ পাঠ করি, মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি।

এই তসবীহ দুটি মুখে হাল্কা, কিয়ামতে নেকীর মীযানে (পাল্লায়) ভারী এবং আল্লাহর কাছে প্রিয়। যে কোন সময়ে এটি পাঠ করতে হয়। *(বুখারী)*

৫ - .

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাল্লা-হ, (এটিকে তাসবীহ বলে) আল হামদু লিল্লা-হ, (এটিকে তাহমীদ বলে) লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, (এটিকে তাহলীল বলে) আল্লা-হু আকবার, (এটিকে তাকবীর বলে)।

অর্থঃ- আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই ,আল্লাহ সবচেয়ে মহান।

এই কলেমাগুলি বিশ্বের সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম ও নবী প্রিয়। *(বুঃ ৭/১৬৮, মুঃ ৪/২০৭২)* আর আল্লাহর নিকটেও প্রিয়। এগুলি যে কোন সময়ে আগে পিছে করে পড়া যায়। *(মুসলিম৩/১৬৮-৫)*

সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দুআ 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যিক্‌র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' *(তিরমিযী ৫/৪৬২)*

একবার তসবীহ পাঠ করলে ১০০০টি নেকী লিখা হয় অথবা ১০০০ টি গোনাহ ঝরে যায়। *(মুসলিম ২৬৯৮)*

এই কলেমাগুলি জান্নাতের বৃক্ষহীন বাগানের বৃক্ষচারা। 'আলহামদু লিল্লাহ' মীযান ভরে দেয় এবং 'সুবহা-নাল্লা-হি অলহামদু লিল্লা-হ' আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়। *(মুসলিম)*

৬-

.

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাল্লা-হি আদাদা খালক্বিহ, সুবহা-নাল্লা-হি রিযা নাফসিহ, সুবহা-নাল্লা-হি যিনাতা আরশিহ, সুবহা-নাল্লা-হি মিদা-দা কালিমা-তিহ।

অর্থঃ- আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, তাঁর মর্জী অনুযায়ী, তাঁর আরশের ওজনের সমান, তাঁর বাক্যাবলীর সমান সংখ্যক।

এই তসবীহটি তিন বার পাঠ করলে ফজরের পর থেকে চাশতের সময় পর্যন্ত যিক্‌র করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়।) এটি সকালের দিকে বলা ভালো। *(মুসলিম ২৭২৬নং)*

৭-

.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, আল্লা-হু আকবার কাবীরা, অলহামদু লিল্লা-হি কাসীরা, সুবহা-নাল্লা-হি রাব্বিল আ-লামীন, লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হিল আযীযিল হাকীম।

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আল্লাহ সবচেয়ে মহান, আল্লাহর অনেক অনেক প্রশংসা। আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) শক্তি নেই।

৮- .

উচ্চারণঃ- লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইলা বিল্লা-হ।

অর্থ- পূর্বের দুআয় দ্রষ্টব্য।

এটি জান্নাতের একটি ভান্ডার। *(বুঃ ১১/২১৩, মুঃ ৪/২০৭৬)*

সকাল ও সন্ধ্যায় যিক্‌র

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

যার অর্থ-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" *(কুঃ ৩৩/৪০-৪১নং)*

"আর সকাল সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" *(কুঃ ৪০/৫৫ নং)*

"আর তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।" *(কুঃ ৫০/৩৯ নং)*

১- সকাল ও সন্ধ্যায় "সুবহা- নাল্লা-হি অবিহামদিহ" ১০০বার করে।

এর অর্থ পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

২-

▪

উচ্চারণঃ- আম্‌সাইনা অ আমসাল মুলকু লিল্লা-হ, অলহামদু লিল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হাম্‌দু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। রাব্বি আস্‌আলুকা খাইরা মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি অ খাইরা মা বা'দাহা, অ আঊযু বিকা মিন শার্রি মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি অ শার্রি মা বা'দাহা, রাব্বি আঊযু বিকা মিনাল কাসালি অ সূইল কিবার, রাব্বি আঊযু বিকা মিন আযা-বিন ফিন্না-রি অ আযা-বিন ফিল ক্বাব্‌র।"

অর্থ- আমরা এবং সারা রাজ্য আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হলাম। আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই জন্য যাবতীয় স্তুতি, এবং তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই রাতে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং তার পরেও যে কল্যাণ আছে তাও প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট এই রাত্রে যে অকল্যাণ আছে তা এবং তারপরেও যে অকল্যাণ আছে তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট অলসতা এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে পানাহ চাচ্ছি। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের এবং কবরের সকল প্রকার আযাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

এই দুআটি সন্ধ্যার সময় পাঠ করতে হয়। সকাল বেলায়ও এই দুআটি পাঠ করতে হয়। তবে শুরুতে "আমসাইনা অ আমসাল" এর পরিবর্তে "আসবাহনা অ আসবাহাল" বলতে হবে। এটি আল্লাহর রসূল ﷺ পাঠ করতেন। *(মুসলিম৪/২০৮৮)*

৩- সূরা “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” “কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক” এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস” সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে পঠনীয়। যা প্রত্যেক জিনিসের মন্দ থেকে যথেষ্ট হবে। *(আবু দাউদ, তিরমিযী)*

৪- সকাল হলে পড়তে হয়,

.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা অবিকা আমসাইনা অবিকা নাহয়্যা অবিকা নামূতু অ ইলাইকান নুশূর।

অর্থ- যে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়, তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের পুনর্জীবন।

সন্ধ্যা হলে পড়তে হয়,

.

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

এই দুআটি আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবাদেরকে শিক্ষা দিতেন। *(তিরমিযী ৫/৪৬৬)*

৫- সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার ,

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আনতা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, অ আনা আবদুকা অ আনা আলা আহদিকা অ অ'দিকা মাসতাত্বা'তু, আউযুবিকা মিন শার্রি মা স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা অ আবূউ বিযামবী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্ত্।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে

তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।

ক্ষমা প্রার্থনার এই দুআটি যদি কেউ সন্ধ্যাবেলায় পড়ে ঐ রাতে মারা যায় অথবা সকালবেলায় পড়ে ঐ দিনে মারা যায় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(বুখারী ৭/১৫০)*

৬-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আ-লিমাল গায়বি অশশাহা-দাহ, ফাতিরাস সামা-ওয়া-তি অল আরযি রাব্বা কুল্লি শাইয়িন অমালীকাহ, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আউযু বিকা মিন শার্রি নাফসী অশার্রিশ শায়ত্বা-নি অশির্কিহ।

অর্থঃ- হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি আল্লাহ! আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং শয়তানের মন্দ ও শির্ক হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দুআটি সকাল-সন্ধ্যায় ও শয়নকালে পঠনীয়। *(আবু দাউদ, সহীহ তিরমিযী, আলবানী ৩/১৪২)*

৭-

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা য়্যাযুর্রু মাআসমিহী শাইয়্যুন ফিল আরযি অলা ফিসসামা-ই অহুওয়াস সামীউল আলীম।

অর্থঃ- আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যার নামের সাথে পৃথিবীর ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

এই দুআটি সন্ধ্যাকালে ৩ বার করে পাঠ করলে কোন জিনিস ক্ষতি সাধতে পারে না। *(আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহ ইবনে মাজাহ, আলবানী ২/৩৩২)*

৮- .

উচ্চারণঃ- আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা খালাক্ব।

অর্থঃ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দুআটি সন্ধ্যার সময় পড়লে ঐ রাতে কোন সাপ-বিছা ইত্যাদি কষ্ট দিতে পারে না। *(মুঃ ৪/২০৮০)*

৯-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল আ-ফিয়াতা ফিদ্দুন্‌য়্যা অলআ-খিরাহ, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল আফওয়া অল আ-ফিয়াতা ফী দ্বীনী অ দুনয়্যা-য়্যা অ আহলী অমা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর আওরা-তী অ আ-মিন রাওআ-তী, আল্লা-হুম্মাহফাযনী মিম বাইনি য়্যাদাইয়্যা অমিন খালফী অআঁই য়্যামীনী অআন শিমা-লী অমিন ফাউক্বী, অআউযু বিআযামাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহতী।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহকালে ও পরকালে নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার ধর্ম ও পার্থিব জীবনে এবং পরিবার ও সম্পদে ক্ষমা ও নিরাপত্তা ভিক্ষা করছি। হে আল্লাহ তুমি আমার লজ্জাকর বিষয়সমূহ গোপন করে নাও এবং আমার ভীতিতে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার সম্মুখ ও পশ্চাৎ, ডান ও বাম এবং উপর থেকে রক্ষণা-বেক্ষণ কর আর আমি তোমার মাহাত্ম্যের অসীলায় আমার নিচে ভূমি ধসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর নবী ﷺ এ দুআটি পাঠ করতেন। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩৩২)*

১০-

.

উচ্চারণ- আস্‌বাহনা আলা ফিত্বরাতিল ইসলা-মি অআলা কালিমাতিল ইখলাস, অ আলা দ্বীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, অ আলা মিল্লাতি আবীনা ইবরাহীমা হানীফাম মুসলিমাঁউ অমা কা-না মিনাল

মুশরিকীন।

অর্থঃ- আমরা সকালে উপনীত হলাম ইসলামের প্রকৃতির উপর, ইখলাসের বাণীর উপর, আমাদের নবী ﷺ এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর ধর্মাদর্শের উপর, যিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

এটিও তিনি সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করতেন। *(সহীহুল জা-মে ৪/২০৯)*

১১-

.

উচ্চারণঃ- ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীস, আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহ, অলা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আইন্‌।

অর্থঃ- হে চিরঞ্জীব! হে অবিনশ্বর! আমি তোমার করুণার অসীলায় ফরিয়াদ করছি। তুমি আমার সকল বিষয়কে সংশোধন করে দাও। আর চোখের এক পলক বরাবরও আমাকে আমার নিজের প্রতি সোপর্দ করে দিও না। *(নাসাঈ, বাযযার, সহীহ তারগীব ৬৫৪ নং)*

১২- আয়াতুল কুরসী। *(সহীহ তারগীব ৬৫৫ নং)*

শয়নকালে দুআ ও যিক্‌র

১- বিছানায় শয়ন করে দুই হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিয়ে, সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস পড়ে যথাসম্ভব সারা দেহে বুলিয়ে নিতে হয়। এমনটি ৩ বার করতে হয়। *(বুঃ৯/৬২, মুঃ ৪/ ১৭২৩)*

২- শয়ন করে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করলে আল্লাহর তরফ থেকে এক রক্ষী নিযুক্ত হয়ে যায় এবং শয়তান ঐ পাঠকারীর নিকটবর্তী হতে পারে না। *(বুঃ ৪/৪৮৭)*

৩- সূরা বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করলে সকল প্রকার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট। *(বুঃ ৯/৯৪, মুঃ ১/৫৫৪)*

৪- .

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমূতু অ আহয়্যা।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি।

৫- বিছানা থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় শয়ন করলে তা ঝেড়ে শুতে হয়। শয়ন করে এই দুআ পড়তে হয়,

.

উচ্চারণঃ- বিসমিকা রাব্বি অয়া’ তু যামবী অবিকা আরফাউহু ফাইন আম্‌সাকতা নাফসী ফারহামহা অইন আরসালতাহা ফাহফাযহা বিমা তাহফাযু বিহী ইবা-দাকাস স্বা-লিহীন।

অর্থ- হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। অতএব যদি তুমি আমার আত্মাকে আবদ্ধ করে নাও তাহলে তার উপর করুণা করো। আর যদি তা ছেড়ে দাও তাহলে তাকে ঐ জিনিস দ্বারা হিফাযত কর যা দ্বারা তুমি তোমার নেক বান্দাদের করে থাক।

(বুঃ ৬৩২০নং, মুসলিম ৪/২০৮৪)

৬-

.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা খালাক্বতা নাফসী অআন্তা তাওয়াফ্‌ফা-হা, লাকা মামা-তুহা অমাহয়্যাহা, ইন আহয়্যাইতাহা ফাহফাযহা, অইন আমাত্তাহা ফাগফিরলাহা , আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আ-ফিয়াহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছ আর তুমিই ওকে মৃত্যু দান করবে। তোমারই জন্য ওর মরণ এবং জীবন। যদি তুমি ওকে (পৃথিবীতে) জীবিত রাখ তাহলে তার হিফাযত কর। আর যদি ওকে মৃত্যু দাও তাহলে ওকে মাফ কর। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট নিরাপত্তা চাচ্ছি। *(মুঃ ৪/২০৮৩)*

৭- ডান হাত গালের নিচে রেখে শুয়ে এই দুআ পড়বে--

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবা-দাক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো। *(সিঃ সহীহাহ ২৭৫৪ নং)*

৮-

.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্বআমানা অ সাক্বা-না অকাফা-না অ আ-ওয়া-না, ফাকাম মিম্মাল লা কা-ফিয়া লাহু অলা মু' }ী।

অর্থ- সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন, তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন। অথচ কত এমন লোক আছে যাদের যথেষ্টকারী ও আশ্রয়দাতা নেই।

৯- নিদ্রার পূর্বে সূরা সাজদাহ ও সূরা মুল্‌ক পড়া উত্তম। *(সঃ জামে ৪/২৫৫)*

১০- সূরা কাফিরূন পাঠ করতে হয়, এতে শির্ক থেকে সম্পর্কহীনতা বর্তমান। *(সহীহ তারগীব ৬০২ নং)*

১১- ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লাহ' পাঠ করলে মীযানে এক হাজার সওয়াব সংযোজিত হয়। *(সহীহ তারগীব ৬০৩ নং)*

১২- অযু করে ডান কাতে শুয়ে সবশেষে নিম্নের দুআ পড়লে যদি ঐ রাতে মৃত্যু হয় তবে ইসলামী প্রকৃতির উপর মৃত্যু হবে-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা অ অজ্জাহতু অজহিয়া ইলাইক, অফাউওয়ায্বতু আমরী ইলাইক, অ আলজা'তু যাহরী ইলাইক, রাগ্‌বাতাঁউ অরাহবাতান্‌ ইলাইক, লা মাল্‌জাআ' অলা মান্‌জা মিনকা ইল্লা ইলাইক, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা অ বিনাবীয়্যিকাল্লাযী আরসাল্‌ত্‌।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ তোমার প্রতি সমর্পণ করেছি, আমার মুখমন্ডল তোমার প্রতি ফিরিয়েছি, আমার সকল কর্মের দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করেছি, আমার পিঠকে তোমার দিকে লাগিয়েছি (তোমার উপরেই সকল ভরসা রেখেছি), এসব কিছু তোমার সওয়াবের আশায় ও তোমার আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার উপর এবং তুমি যে নবী প্রেরণ করেছ তার উপর

ঈমান এনেছি। *(বুঃ ১১/১১২, মুঃ ৪/২০৮১)*

ঘুম না এলে

বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসার ফলে এপাশ-ওপাশ করলে এই দুআ পড়বে-

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল ওয়া-হিদুল ক্বাহহার, রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল আরযি অমা বায়নাহুমাল আযীযুল গাফ্‌ফা-র।

অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই যিনি একক, প্রবল প্রতাপান্বিত। আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্তুর প্রতিপালক। যিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। *(সহীহ জা-মে' ৪/২১৩)*

রাত্রে ভয় পেলে

উচ্চারণ- আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মাতি মিন গাযাবিহী অ ইক্বা-বিহী অ শার্রি ইবা-দিহী অমিন হামাযা-তিশ শায়াত্বীনি অ আঁই য্যাহযুরূন।'

অর্থ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানের প্ররোচনাদি এবং আমার নিকট ওদের হাজির হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(সহীহ তিরমিযী ৩/১৭১)*

দুঃস্বপ্ন দেখলে

সুস্বপ্ন আল্লাহর তরফ থেকে এবং দুঃস্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে হয়। দুঃস্বপ্ন দেখলে নিম্নলিখিত কাজ করবে; (১) বাম দিকে তিনবার হাল্কা থুথু মারবে। (২) শয়তান থেকে এবং যা দেখেছে তার মন্দ থেকে ৩ বার আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (৩) সেই স্বপ্ন কাউকে বলবে না। (৪) যে পার্শ্বে স্বপ্ন দেখেছে তার

বিপরীত পার্শ্বে ফিরে শয়ন করবে। (৫) চাইলে উঠে নামায পড়বে। *(বুঃ ৭/২৭, মুঃ ৪/১৭৭২-১৭৭৩)*

রাত্রিকালে ইবাদতের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন, যার অর্থ "হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী (নবী)! উপাসনার জন্য রাত্রিতে উঠ (জাগরণ কর); রাত্রির কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা অল্প। অথবা তদপেক্ষা বেশী। কুরআন তেলাঅত কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ গভীর অভিনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল।" *(কুঃ ৭৩/১-৫)*

"আর রাত্রের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে - এ তোমার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে এক প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" *(কুঃ ১৭/৭৯)*

"রাত্রিতে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" *(কুঃ ৭৬/২৬)*

আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমায় ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।" *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত ১২২৩নং)*

মধ্য রাত্রির শেষাংশে আল্লাহ বান্দার অতি নিকটবর্তী হন। তাই ঐ সময়ে বান্দার উচিত তাঁর উদ্দেশ্যে নামায পড়া ও যিক্‌র করা।

প্রত্যেক রাত্রে এমন এক মুহূর্ত আছে যাতে আল্লাহর কাছে বান্দা যা চায় তাই পেয়ে থাকে। রাত্রিতে ঘুম থেকে জেগে কেউ যদি নিম্নের দুআ পড়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে তাহলে তা মঞ্জুর করা হয়।

.

উচ্চারণঃ- "লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহু

হামদু অহুআ আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। সুবহা-নাল্লা-হি অলহামদু লিল্লা-হি অলা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হিল আলিয়্যিল আযীম।

অর্থ- পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পর উঠে যদি ওযু করে নামায পড়ে তবে নামায কবুল হয়।

অনুরূপভাবে রাত্রিকালে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠে সূরা আল ইমরানের ১৯০ আয়াত থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করা উত্তম। *(বুঃ ৮/২৩৫, মুঃ ১/৫৩০)*

ঘুম থেকে জাগার পর যিক্‌র

১-

উচ্চারণ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আ-ফা-নী ফী জাসাদী অরাদ্দা আলাইয়্যা রূহী অ আযিনা লী বিযিক্‌রিহ।

অর্থ- সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমার দেহে আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, আমার প্রতি আমার আত্মাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর যিক্‌র করার অনুমতি দিয়েছেন। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৪৪)*

২- .

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহয়্যা-না বা'দা মা আমা-তানা অ ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ- সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। *(বুঃ ১১/১১৩, মুঃ ৪/২০৮৩)*

কাপড় পরার দুআ

.

উচ্চারণঃ- আল হামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা অরাযাক্বানীহি মিন গায়রি হাওলিম মিন্নী অলা কুউওয়াহ।

অর্থ- সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে এই কাপড় পরিয়েছেন এবং আমার নিজস্ব কোন শক্তি ও চেষ্টা ছাড়াই তা আমাকে দান করেছেন।

এই দুআ কোন কাপড় পরিধান করার সময় পাঠ করলে পূর্বেকার (সাগীরাহ) গোনাহ মাফ হয়ে যায়। *(সঃ জামে ৫/২৫৬)*

নতুন কাপড় পড়ার দুআ

.

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা কাসাউতানীহ, আস আলুকা মিন খাইরিহী অ খাইরি মা সুনিআ লাহ, অ আউযু বিকা মিন শার্রিহি অ শার্রি মা সুনিআ লাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ তোমারই নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা, তুমি আমাকে এই (নতুন কাপড়) পরালে, আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং এ যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি আর এর অকল্যাণ এবং যার জন্য এ প্রস্তুত করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(মুখতাসার শামায়িলিত তিরমিযী, আলবানী ৪৭)*

কাউকে নতুন কাপড় পরতে দেখলে

১- কেউ নতুন কাপড় পরেছে দেখলে তাকে সম্বোধন করে এই বলতে হয়,

. (তুবলী অ য়্যুখলিফুল্লা-হু তাআ-লা)

অর্থাৎ- পুরাতন কর। আল্লাহ তাআলা আরো দিক। *(আবু দাউদ ৪/৪১)*

২- .

উচ্চারণ- ইলবাস জাদীদাঁউ অইশ হামীদাঁউ অ মুত শাহীদা।

অর্থ- নতুন কাপড় পরিধান কর, প্রশংসনীয়ভাবে জীবন কাটাও এবং শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ কর। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২/২৭৫)*

কাপড় খোলার সময়

কাপড় খোলার সময় (বিসমিল্লা-হ; অর্থাৎ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি) বলতে হয়। *(সহীহ জা-মে' ৩/২০৩)*

আল্লাহর নাম নিয়ে কাপড় খুললে লজ্জাস্থান থেকে জিনদের চোখে পর্দা পড়ে যায়।

প্রস্রাব পায়খানার পূর্বে দুআ

.

উচ্চারণ- বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুষি অল খাবা-ইষ।

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পুরুষ ও নারী জিন হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অধিকাংশ খবীস জিনরা নোংরা স্থানে বাস করে বা আসে যায়। প্রস্রাবাগার বা পায়খানা ঘরে বা স্থানে প্রবেশ হওয়ার পূর্বে এই দুআ পড়লে আল্লাহর হুকুমে তাদের চোখে পর্দা পড়ে যায়। *(বুঃ ১/৪৫, মুঃ ১/২৮৩, সঃজাঃ ৩/২০৩)*

প্রস্রাব-পায়খানার স্থান থেকে বের হয়ে

(গুফরা-নাক)। অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমি তোমার ক্ষমা চাই। *(আবু দাউদ ১/৮, তিরমিযী ১/ ১২)*

এ বিষয়ে দ্বিতীয় দুআ ( )র হাদীসটি যয়ীফ।

ওযুর পূর্বে ও পরে যিক্‌র

ওযুর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযু শুরু করতে হয় এবং পরে নিম্নের দুআ পড়তে হয়।

১- .

.

উচ্চারণ- আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ। আল্লা-হুম্মাজ্‌আলনী মিনাত্‌তাওয়া-বীনা অজ্‌আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।

অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত (রসূল)। হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

এই দুআ ওযুর পর পড়লে জান্নাতের আটটি দরজা পাঠকারীর জন্য খোলা হয়। *(মুঃ ১/২০৯, তিরমিযী)*

২- কাফ্‌ফারাতুল মজলিসের দুআও এ স্থলে পড়া হয়। *(আমালুল ইয়াউমি অল লাইলাহ, নাসাঈ ১৭৩, ইরওয়াউল গলীল ১/ ১৩৫, ৩/৯৪)*

ঘর থেকে বের হতে

১- .

উচ্চারণ- বিসমিল্লা-হ, তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হ, অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আর আল্লাহর তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) শক্তি কারো নেই।

এই দুআ পড়ে ঘর থেকে কোথাও বের হলে পাঠকারীর জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হন, তাকে পথ নির্দেশ করা হয়, সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করা হয় এবং শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। *(আঃ দাঃ ৪/৩২৫, তিঃ ৫/৪৯০)*

২- আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে এই দুআ পড়তে হয়,

.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা আন আয়িল্লা আউ উযাল্লা [*] আউ আযিল্লা আউ উযাল্লা, আউ আযলিমা আউ উযলামা আউ আজহালা আউ য়্যুজহালা আলাইয়্যা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট করা হয়, আমার পদস্খলন হয় বা পদস্খলন করানো হয়, আমি অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি মূর্খামি করি অথবা আমার প্রতি মূর্খামি করা হয় -এসব থেকে। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫২)*

ঘরে প্রবেশ করতে

ঘরে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর যিক্‌র করা উত্তম। এতে শয়তান ঘরে স্থান পায় না। *(মুসলিম ৩/ ১৫৯৮)* এ বিষয়ে নির্দিষ্ট দুআ (খাইরাল মাওলাজ) এর হাদীসটি যয়ীফ। *(যয়ীফ আবু দাউদ ১০৯ ১নং, ৫০৫পৃঃ)*

যেমন গৃহে প্রবেশ করার সময় গৃহবাসীকে সালাম দেওয়া কর্তব্য। এতে সকলের উপর বর্কত নেমে আসে। *(তিরমিযী ৫/৫৯)*

অপরের গৃহে প্রবেশ করতে গেলে অনুমতি সহ সালাম জানাতে হবে। বিনা অনুমতিতে অপরের গৃহে সরাসরি প্রবেশ করা হারাম। *(কুঃ ২৪/২৭)*

মসজিদে যেতে পথে

.

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মাজ্‌আল ফী ক্বালবী নূরা, অফী লিসানী নূরা, অজ্‌আল ফী সামায়ী নূরা,অজ্‌আল ফী বাসারী নূরা, অজ্‌আল মিন খালফী নূরা, অমিন আমা-মী নূরা, অজ্‌আল মিন ফাউক্বী নূরা, অমিন তাহতী নূরা, আল্লাহুম্মা আ’তিনী নূরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার হৃদয়, রসনা, কর্ণ, চক্ষু, পশ্চাত, সম্মুখ, ঊর্ধ্ব ও নিম্নে

---

[*] *দুই আযিল্লার মধ্যে উচ্চারণে পার্থক্য আছে। নচেৎ অর্থ এক হয়ে যাবে। বাংলা উচ্চারণে পার্থক্য কঠিন। য়োয়াদের উচ্চারণ ‘দ’ও‘য’ এর মাঝামাঝি।*

জ্যোতি প্রদান কর। হে আল্লাহ! আমাকে নূর (জ্যোতি) দান কর। *(বুখারী ৭/১৪৮, মুঃ ১/৫৩০)*

মসজিদ প্রবেশ করতে

.

উচ্চারণঃ- আঊযু বিল্লা-হিল আযীম, অবিঅজ্‌হিহিল কারীম, অ সুলত্বা-নিহিল ক্বাদীম, মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম।

অর্থ- আমি মহিমময় আল্লাহর নিকট এবং তার সম্মানিত চেহারা ও তাঁর প্রাচীন পরাক্রমের অসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দুআটি মসজিদ প্রবেশ করার সময় পাঠ করলে সারা দিন শয়তান থেকে নিরাপদে থাকা যায়। *(সঃ জামে’ ৪৫৯১)*

২-

.

উচ্চারণ- বিসমিল্লা-হ, অসসালা-তু অসসালা-মু আলা রাসূলিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মাফ্‌তাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিক।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার করুণার দুয়ার খুলে দাও। *(সহীহ জামে ১/৫২৮, মুঃ ১/৪৯৪, ইবনুস সুন্নী ৮৮ নং)*

মসজিদ থেকে বের হতে

১- .

উচ্চারণ- বিসমিল্লা-হ, অসস্বালা-তু অসসালা-মু আলা রাসূলিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফায্বলিক।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি, দরূদ ও সালাম হোক আল্লাহর রসূলের উপর, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। *(ইবনে সুন্নী ৮৮ নং, মুঃ ১/৪৯৪)*

২- বিসমিল্লাহ, সালাম ও দরূদের পর,

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা' সিমনী মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা কর। *(সঃ জামে' ৫২৮)*

মসজিদে কাউকে হারানো জিনিস খুঁজতে দেখলে বলবে, 'আল্লাহ যেন তোমার জিনিস ফিরিয়ে না দেন।' কাউকে কিছু বিক্রয় করতে দেখলে বলবে, 'আল্লাহ যেন তোমার ব্যাবসায় লাভ না দেন।' *(মুঃ ৫৬৮, তিঃ ১৭৬ নং)*

আযানের সময়

মুআযযিন যা বলবে তা শুনে তার উত্তরেও তাই বলতে হয়। 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' দ্বিতীয়বার বলে শেষ করলে তার উত্তরে নিম্নের দুআ বলা উত্তম।

উচ্চারণ- অ আনা আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ রাসূলুহ, রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাঁউ অ বিমুহাম্মাদির রাসূলাঁউ অ বিলইসলা-মি দ্বীনা।

অর্থ- আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল। আল্লাহকে প্রতিপালক বলে মেনে নিতে, মুহাম্মদ (ﷺ)কে নবীরূপে স্বীকার করতে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করতে আমি সম্মত ও তুষ্ট হয়েছি।

এই দুআ পড়লে গোনাহ সমূহ মাফ হয়ে যায়। *(মুঃ ১/২৯০, ইবনে খুযাইমাহ ১/২২০)*

মুআযযিন যখন 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলে তখন তার উত্তরে বলতে হয়,

উচ্চারণ- লা হাওলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ- আল্লাহর তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) সাধ্য নেই। *(বুঃ ১/১৫২, মু ১/২৮৮)*

'আসসালা-তু খাইরুম মিনান নাউম' এর উত্তরে অনুরূপই বলতে হয়।

আযান শেষ হলে নবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করতে হয়। *(মুঃ ১/২৮৮)*
অতঃপর এই দুআ পাঠ করতে হয়,

.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'অতিত্ তা-ম্মাহ, অসস্বালা-তিল ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাযীলাহ, অবআসহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অআত্তাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু! হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।

এই দুআ পাঠ করলে পাঠকারী কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশ পাবে। *(বুঃ ১/১৫২)* এর মাঝে বা শেষে অতিরিক্ত কোন দুআর অংশ শুদ্ধ নয়। তাই এর উপর কোন প্রকার অতিরিক্ত করা উচিত নয়। *(ইঃ গলীল ১/২৬১)*

আযান ও ইকামতের মাঝে দুআ কবুল হয়। তাই নিজের জন্য কিছু কল্যাণকর দুআ করা এ সময়ে দূষনীয় নয়। *(ইঃ গলীল ১২৬২)*

ইকামতের জওয়াব আযানের মতই। 'ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ব স্বালা-হ' এর উত্তরে 'আক্বা-মাহাল্লাহ----' বলার বিষয়ে হাদীসটি যয়ীফ। তাই অনুরূপ (ক্বাদ ক্বামাতিস্ব স্বালাহ) বলাই উচিত। *(ইঃ গঃ ১/২৫৮)*

নামায শুরু করার সময়

তকবীরে তাহরীমা বলে দুই হাত তুলে বক্ষস্থলে হাত বেঁধে নিম্নের যে কোন দুআ পড়তে হয়;

১- কেবল ফরয নামাযে,

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-ইদ বাইনী অ বাইনা খাত্বা-য়্যা-য়্যা কামা বা-আত্তা

বাইনাল মাশরিক্বি অল মাগরিব, আল্লা-হুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাত্বা-য়্যা, কামা য়্যুনাক্কাস সাওবুল আবয়্যাযু মিনাদ্‌ দানাস, আল্লাহু-ম্মাগ্‌সিল খাত্বা-য়্যা-য়্যা বিল মা-য়ি অস্‌সালজি অল্‌বারাদ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার মাঝে ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে এতটা ব্যবধান রাখ যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান রেখেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গোনাহসমূহ থেকে পরিষ্কার করে দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহকে পানি, বরফ ও করকি দ্বারা ধৌত করে দাও। *(বুঃ ১/ ১৮৯, মুঃ ১/৪১৯)*

২ - ফরয ও নফলে-

▪

উচ্চারণ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাসমুকা অ তাআ-লা জাদ্দুকা অ লা ইলা-হা গায়রুক্‌।

অর্থ- তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার নাম অতি বর্কতময়, তোমার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। *(আবু দাউদ)*

৩- ▪

উচ্চারণ- আল্লাহু আকবারু কাবীরা, অল হামদু লিল্লাহি কাসীরা, অ সুবহা-নাল্লা-হি বুকরাতাঁউ অ আসীলা।

অর্থ- আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহর অনেক অনেক প্রশংসা, আমি সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি।

এই দুআটি দিয়ে নফল নামায শুরু করতে হয়। *(মুঃ, সিফাতু সালাতিন্নাবী, আলাবানী ৮৭পৃঃ)*

৪- ফরয ও নফলে,

.

উচ্চারণ- ('অজ্‌জাহতু' থেকে 'মুসলিমীন' পর্যন্ত কুরআনের *(৬/৭৯, ১৬২-১৬৩)* আয়াত তাই তা কুরআন হতেই মুখস্থ করুন।) আল্লা-হুম্মা আন্তাল মালিকু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্। সুবহা-নাকা অবিহামদিকা আন্তা রাব্বী অ আনা আবদুক। যালামতু নাফসী অ'তারাফতু বিযামবী, ফাগফিরলী যামবী জামীআন ইন্নাহু লা য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্ত্। অহদিনী লিআহসানিল আখলা-ক্বি লা য়্যাহদী লিআহসিনহা ইল্লা আন্ত্। অস্বরিফ আন্নী সাইয়্যিআহা লা য়্যাস্বরিফু আন্নী সাইয়্যিআহা ইল্লা আন্ত্। লাব্বাইকা অ সা'দাইক, অলখায়রু কুল্লুহু ফী য়্যাদাইক। অশ্‌শার্রু লাইসা ইলাইক, অলমাহদীয়্যু মান হাদাইত, আনা বিকা অ ইলাইক। লা মানজা অলা মালজাআ মিনকা ইল্লা ইলাইক, তাবা-রাকতা অতাআ-লাইত, আস্তাগফিরুকা অ আতূবু ইলাইক।

অর্থ- আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর প্রতি মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যই। তাঁর কোন অংশী নেই। আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম। হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। তুমি আমার প্রভু ও আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করেছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি আমাকে পথ দেখাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি পথ দেখাতে পারে না। মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট হতে দূরে রাখ, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট থেকে দূর করতে পারে না। আমি তোমার আনুগত্যে হাজির এবং তোমার আজ্ঞা মানতে প্রস্তুত। যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে এবং মন্দের সম্পর্ক তোমার প্রতি নয়। আমি তোমার অনুগ্রহে আছি এবং তোমারই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন। তুমি বরকতময় ও মহিমময়, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

(মুঃ ১/৫৩৪)

এই দুআটি ফরয ও নফল উভয় নামাযে পড়া চলে। *(সিফাতু সালাতিন্নাবী ৮৫পৃঃ)*

৫- নিম্নের দুআগুলি তাহাজ্জুদের নামাযে পড়া উত্তম ;

'সুবহা-নাকা' (২নং দুআ) পড়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবারু কাবীরা' ৩ বার পাঠ করবে। *(আবু দাঊদ)*

৬-

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আন্তা নূরুস সামা-ওয়া-তি অলআরযি অমান ফীহিন্ন্। অলাকাল হামদু আন্তা কাইয়িমুস সামা-ওয়া-তি অলআরযি অমান ফীহিন্ন্। অলাকাল হামদু আন্তা মালিকুস সামা-ওয়া-তি অলআরযি অমান ফীহিন্ন্। অলাকাল হামদু আন্তাল হাক্বক্ব, অ ওয়া'দুকাল হাক্ব, অক্বাওলুকাল হাক্ব, অলিক্বা-উকা হাক্ব, অলজান্নাতু হাক্ব, অন্না-রু হাক্ব, অসসা-আতু হাক্ব, অন্নাবিয়্যূনা হাক্ব, অমুহাম্মাদুন হাক্ব। আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু অ আলাইকা তাওয়াক্কালতু অবিকা আ-মানতু অ ইলাইকা আনাবতু, অবিকা খা-সামতু অ ইলাইকা হা-কামতু আন্তা রাব্বুনা অ ইলাইকাল মাসীর। ফাগ্‌ফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী। আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অআন্তাল মুআখ্‌খিরু আন্তা ইলা-হী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর জ্যোতি। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমি

আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর নিয়ন্তা, তোমারই সমস্ত প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর অধিপতি। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতিই সত্য, তোমার কথাই সত্য, তোমার সাক্ষাৎ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ (ﷺ) সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপরেই ভরসা করেছি, তোমার উপরেই ঈমান (বিশ্বাস) রেখেছি, তোমার দিকে অভিমুখী হয়েছি, তোমারই সাহায্যে বিতর্ক করেছি, তোমারই নিকট বিচার নিয়ে গেছি। তুমি আমাদের প্রতিপালক, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তনস্থল। অতএব তুমি আমার পূর্বের, পরের, গুপ্ত, প্রকাশ্য এবং যা তুমি অধিক জান সে সব পাপকে মাফ করে দাও। তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ। তুমি আমার উপাস্য, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং তোমার তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার ও সৎকাজ করার (নড়া-সরার) সাধ্য নেই। *(বুঃ ৩/৩, মুঃ ১/৫৩২)*

৭-

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা রাব্বা জিবরা-ঈলা অমীকা-ঈলা অ ইসরা-ফীল। ফা-তিরাস সামা-ওয়া-তি অলআরয্‌, আ-লিমাল গায়বি অশ্‌শাহা-দাহ। আন্তা তাহকুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা কা-নূ ফীহি য়্যাখতালিফূন। ইহদিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিক, ইন্নাকা তাহদী মান তাশা-উ ইলা স্বিরা-ত্বিম মুসতাক্বীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে মীমাংসা কর যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করে। যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহে সত্যের পথ দেখাও। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে থাক। *(মুসলিম)*

৮- 'আল্লাহু আকবার' ১০বার, 'আলহামদু লিল্লা-হ' ১০বার, 'সুবহা-নাল্লাহ' ১০বার, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ১০বার, 'আস্তাগফিরুল্লাহ' ১০বার, 'আল্লা-হুম্মাগফির লী অহদিনী অরযুক্বনী অআ-ফিনী' (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে

ক্ষমা কর, হেদায়ত কর, রুজি ও নিরাপত্তা দাও) ১০ বার, এবং 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনায্‌য়্যাইক্বি ইয়াউমাল হিসাব'(অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি হিসাবের দিনে সংকীর্ণতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি) ১০ বার। *(মুঃ আহমদ, আবু দাউদ৭৬৬)*

৯- 'আল্লাহু আকবার' ৩ বার। অতঃপর,

উচ্চারণ- যুল মালাকূতি অলজাবারূতি অলকিবরিয়া-য়ি, অলআযামাহ।

অর্থ- (আল্লাহ) সার্বভৌমত্ব, প্রবলতা, গর্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী। *(আবু দাউদ)*

উপরোক্ত যে কোন একটি দুআ পাঠ করে বলবে ;

উচ্চারণ- আউযু বিল্লা-হিস সামীইল আলীম, মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম, মিন হামযিহী অনাফখিহী অনাফসিহ।

অর্থ- আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবু দাউদ, দারাকুত্বনী, তিরমিযী, হাকেম)*

অতঃপর 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম' বলে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করবে। সূরা ফাতিহার শেষে কিরাআত অনুযায়ী উচ্চস্বরে বা নিঃশব্দে 'আমীন' (কবুল কর) বলবে।

কতিপয় আয়াতের জওয়াবে

সূরা কিয়ামাহ এর শেষ আয়াত, ﴿ ﴾

(অর্থাৎ যিনি এত কিছু করেন তিনি কি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?) পড়লে জওয়াবে বলবে (সুবহা-নাকা ফাবালা), অর্থাৎ তুমি পবিত্র, অবশ্যই (তুমি সক্ষম)।

সূরা আ'লার প্রথম আয়াত, ﴿ ﴾ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর) পাঠ করলে জওয়াবে বলবে,

(সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা। অর্থাৎ আমি আমার মহান

প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। *(আবু দাঊদ)*

সূরা রহমানের ﴿ ﴾ (অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার কর?) আয়াতটি পাঠ করলে জওয়াবে বলবে, .

উচ্চারণঃ- লা বিশাইইম মিন নিআমিকা রাব্বানা নুকাযযিবু, ফালাকাল হাম্‌দ্‌।

অর্থঃ- তোমার নেয়ামতসমূহের কোন কিছুকেই আমরা অস্বীকার করি না হে আমাদের প্রতিপালক! *(তিরমিযী, সিঃ সহীহাহ ২১৫০নং)*

রুকুর যিক্‌র

১- .

উচ্চারণঃ- সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আযীম।

অর্থ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, ৩ অথবা ততোধিকবার পাঠ করতে হয়। *(আবু দাঊদ, মুঃ আহমাদ)*

২- .

উচ্চারণ- সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম অবিহামদিহ।

অর্থ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩ বার। *(আবু দাঊদ, আহমদ)*

৩- .

উচ্চারণঃ- সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি অর্রূহ।

অর্থ- অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্তামন্ডলী ও জিবরীল (আঃ) এর প্রভু (আল্লাহ)। *(মুসলিম)*

৪- .

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা অবিহামদিকা,আল্লা-হুম্মাগ্‌ ফিরলী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাকে মাফ কর। *(বুখারী, মুসলিম)*

৫-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লাকা রাকা'তু অবিকা আ-মানতু অলাকা আসলামতু অ আলাইকা তাওয়াক্কালতু আন্তা রাব্বী, খাশাআ সাময়ী, অ বাস্বারী অ দামী অ লাহমী অ আযমী অ আস্বাবী লিল্লা-হি রাব্বিল আলামীন।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাস রেখেছি, তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তুমি আমার প্রভু। আমার কর্ণ, চক্ষু, রক্ত, মাংস, অস্থি ও ধমনী বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য বিনয়াবনত হল। *(নাসাঈ)*

৬- .

উচ্চারণঃ- সুবহা-না যিল জাবারূতি অল মালাকূতি অল কিবরিয়া-ই অল আযামাহ।

অর্থ- আমি প্রবলতা, সার্বভৌমত্ব, গর্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করি।

এই দুআটি তাহাজ্জুদের নামাযের রুকুতে পঠনীয়। *(আবু দাউদ, নাসাঈ)*

রুকু থেকে উঠে

১- অথবা অথবা

.

উচ্চারণ- 'রাব্বানা লাকাল হামদ্‌' ,অথবা 'রাব্বানা অলাকাল হামদ্‌' অথবা 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা অলাকাল হামদ্‌।'

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা।

২-)

.(

উচ্চারণঃ- রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দু হামদান কাসীরান ত্বাইয়্যেবাম মুবা-রাকান ফীহ (মুবা-রাকান আলাইহি কামা য়্যুহিব্বু রাব্বুনা অ য়্যারযা।)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা, অগণিত পবিত্রতা ও বর্কতময় প্রশংসা (যেমন আমাদের প্রতিপালক ভালোবাসেন ও সন্তুষ্ট হন।) *(বুখারী, আবু দাঊদ)*

৩-

উচ্চারণঃ- রাব্বানা অলাকাল হামদু মিলআস সামা-ওয়া-তি অমিলআল আরয্বি অ মিলআ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দ।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ভরে এবং এর পরেও তুমি যা চাও সেই বস্তু ভরে।

৪-

:

.

উচ্চারণঃ- রাব্বানা লাকাল হামদু মিলআস সামা-ওয়া-তি অল আরয্বি অমিলআ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দ, আহলাস সানা-য়ি অলমাজ্‌দ। আহাক্কু মা ক্বা-লাল আব্দ, অকুল্লুনা লাকা আব্দ, আল্লা-হুম্মা লা মা-নিআ লিমা আ'ত্বাইতা অলা মু'ত্বিআ লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ্‌।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পূর্ণ এবং এর পরেও যা চাও তা পূর্ণ যাবতীয় প্রশংসা। হে প্রশংসা ও গৌরবের অধিকারী! বান্দার সব চেয়ে সত্যকথা -এবং আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা, 'হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা প্রদান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না।' *(মুঃ ৪৭৭)*

৫- .

উচ্চারণ- লিরাব্বিয়াল হামদ, লিরাব্বিয়াল হামদ।

অর্থ- আমার প্রভুর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, আমার প্রভুর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।

এই দুআটি তাহাজ্জুদের নামাযে বারবার পড়া উত্তম। *(আবু দাউদ, নাসাঈ)*

সিজদার যিক্‌র

১- . (সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ’লা)

অর্থ- আমি আমার মহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। ৩ বার বা ততোধিক বার। *(আবু দাউদ, মুঃ আহমদ)*

২- .

উচ্চারণঃ- সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ’লা অবিহামদিহ।

অর্থ- আমি আমার মহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। ৩ বার। *(আবু দাউদ, মুঃ আহমদ, দারাকুত্বনী)*

৩- রুকুর ৩নং তসবীহ।

৪- রুকুর ৪নং তসবীহ।

৫-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লাকা সাজাত্তু অ বিকা আ-মানতু অ লাকা আস্‌লামতু অ আন্তা রাব্বী, সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু অ স্বাউওয়ারাহু ফাআহসানা সুয়ারাহু অ শাক্কা সামআহু অ বাস্বারাহু ফাতাবা রাকাল্লা-হু আহসানুল খা-লিক্বীন।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য সিজদাবনত, তোমাতেই বিশ্বাসী, তোমার নিকটেই আত্মসমর্পণকারী, তুমি আমার প্রভু। আমার মুখমন্ডল তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হল, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, ওর আকৃতি দান করেছেন এবং আকৃতি সুন্দর করেছেন। ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্‌গত করেছেন। সুতরাং সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! *(মুসলিম)*

৬- .

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যামবী কুল্লাহ, অদিক্কাহু অজিল্লাহ, অ আউওয়ালাহু অ আ-খিরাহ, অ আলা-নিয়্যাতাহু অসির্রাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার কম ও বেশী, পূর্বের ও পরের, প্রকাশিত ও গুপ্ত সকল প্রকার গোনাহকে মাফ করে দাও। *(মুসলিম)*

৭-

.

উচ্চারণঃ- সাজাদা লাকা সাওয়া-দী অ খিয়ালী অ আ-মানা বিকা ফুআদী, আবূউ বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা। হা-যী য়্যাদী অমা জানাইতু আলা নাফসী।

অর্থ- আমার দেহ ও মন তোমার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত, আমার হৃদয় তোমার উপর বিশ্বাসী। আমি আমার উপর তোমার অনুগ্রহ স্বীকার করছি। এটা আমার নিজের উপর অত্যাচারের সাথে (তোমার জন্য) আমার আনুগত্য। *(হাকেম, বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/ ১২৮)*

৮- তাহাজ্জুদের নামাযের সিজদায় নিম্নের দুআগুলি পাঠ করা উত্তম।

উচ্চারণ- সুবহা-কাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্‌।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। *(মুসলিম)*

৯ - রুকুর ৬নং তসবীহ।

১০ - .

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী মা আসরারতু অমা আ'লানতু।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও। *(নাসাঈ, হাকেম)*

১১-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাজ্‌আল ফী ক্বালবী নূরাঁউ অফী লিসা-নী নূরাঁউ অফী সাময়ী নূরাঁউ অফী বাস্বারী নূরাঁউ অমিন ফাউক্বী নূরাঁউ অমিন তাহতী নূরাঁউ অ আঁই য়্যামীনী নূরাঁউ অ আন শিমা-লী নূরাঁউ অমিন বাইনি য়্যাদাইয়্যা নূরাঁউ অমিন খালফী নূরাঁউ অজ্‌আল ফী নাফসী নূরাঁউ অ আ'যিম লী নূরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার হৃদয় ও রসনায় কর্ণ ও চক্ষুতে, উর্ধ্বে ও নিম্নে, ডাইনে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে জ্যোতি প্রদান কর। আমার আত্মায় জ্যোতি দাও

এবং আমাকে অধিক অধিক নূর দান কর। *(মুসলিম ৭৬৩)*

১২-

.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিরিযা-কা মিন সাখাত্বিক, অবিমুআফা-তিকা মিন উক্বূবাতিক, অ আঊযু বিকা মিন্‌কা লা উহ্‌সী সানা-আন আলাইকা আন্তা কামা আসনাইতা আলা নাফসিক্‌।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ। *(মুসলিম, ইবনে আবী শাইবাহ)*

দুই সিজদার মাঝে

১- . ( )

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী অরহামনী (অজবুরনী অরফা'নী) অহদিনী অ আ-ফিনী অরযুক্বনী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, (আমার প্রয়োজন মিটাও, আমাকে উঁচু কর), পথ দেখাও, নিরাপত্তা দাও এবং জীবিকা দান কর। *(সহীহ তিরমিযী ১/৯০, সহীহ ইবনে মাজাহ ১/ ১৪৮, আবু দাউদ, হাকেম)*

২- (রাব্বিগফিরলী, রাব্বিগফিরলী)

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর। *(আবু দাউদ ১/২৩১, সহীহ ইবনে মাজাহ ১/ ১৪৮)*

তেলাঅতের সিজদায়

১- .

উচ্চারণ- সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু অশাক্বক্বা সামআহু অবাস্বারাহু বিহাউলিহী অক্বুউওয়াতিহ।

অর্থ- আমার মুখমন্ডল তাঁর জন্য সিজদাবনত হল যিনি ওকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতায় ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্‌গত করেছেন। *(সংতিঃ৪৭৪নং, আহমদ ৬/৩০)*

২-

.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাকতুব লী বিহা ইন্দাকা আজরা, অয্বা’ আন্নী বিহা ি}যরা, অজ্‌আলহা লী ইন্দাকা যুখরা, অতাক্বাব্বালহা মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতাহা মিন আবদিকা দা}ূদ।

অর্থ- হে আল্লাহ! এর (সিজদার) বিনিময়ে তোমার নিকট আমার জন্য পুণ্য লিপিবদ্ধ কর, পাপ মোচন কর, তোমার নিকট এ আমার জন্য জমা রাখ এবং এ আমার নিকট হতে গ্রহণ কর যেমন তুমি তোমার বান্দা দাউদ (আঃ) থেকে গ্রহণ করেছ। *(সং তিঃ ৮৭নং, হাকেম ১/২১৯, ইবনে মাজাহ ১০৫৩নং)*

তাশাহহুদ

.

উচ্চারণঃ- আত্‌-তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্স্বালা-ওয়া-তু অত্বত্বাইয়্যিবা-তু, আসসালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ, আসসালা-মু আলাইনা অ আলা ইবা-দিল্লা-হিস্ব স্বা-লিহীন, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।

অর্থ- মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপর সালাম বর্ষণ হোক। আমি সাক্ষি দিচ্ছি

যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ () তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল। *(বুঃ ১১/১৩, মুঃ ১/৩০১)*

দরূদ

১-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।

হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। *(বুঃ ৬/৪০৮)*

২-

.

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আযওয়া-জিহী অ যুর্রিয়্যাতিহী কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম, অ বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আযওয়া-জিহী অ যুর্রিয়্যাতিহী কামা বা-রাকতা আলা আ-লি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর যেমন তুমি হযরত ইবরাহীমের বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। এবং তুমি হযরত মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর যেমন তুমি হযরত ইবরাহীমের বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। *(বুঃ ৬/ ৪০৭, মুঃ ১/৩০৬)*

দুআয়ে মাসূরাহ

নামাযে দরূদ পাঠ করার পর সালাম ফেরার পূর্বে নিম্নের দুআগুলি পঠনীয়ঃ-

১-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, অ আঊযু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাব্‌র, অ আঊযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জা-ল, অ আঊযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অ ফিতনাতিল মামা-ত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, কানা দাজ্জাল, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

প্রকাশ যে, নামাযের শেষ তাশাহহুদে দরূদের পর অন্যান্য দুআর পূর্বে এই চার প্রকার আযাব ও ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজেব। *(মুসলিম, নাসাঈ ১৩০৯, সিফাতু সালাতিন নাবী ১৯৮ পৃঃ)*

২- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল মা'সামি অ মিনাল মাগরাম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পাপ ও ঋণ হতে পানাহ চাচ্ছি।

৩- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শার্রি মা আমিলতু অ মিন শার্রি মা লাম আ'মাল।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার কৃত (পাপের) অনিষ্ট হতে এবং অকৃত (পুণ্যের) মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(নাসাঈ ১৩০৬)*

৪- .

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হিসা-বাঁই য়্যাসীরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ করো। *(আহমদ, হাকেম)*

৫-

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বিইলমিকাল গাইবা অক্বুদরাতিকা আলাল খালক্ব, আহয়িনী মা আলিমতাল হায়্যাতা খাইরাল লী, অতাওয়াফ্‌ফানী ইযা কা-নাতিল অফা-তু খাইরাল লী। আল্লা-হুম্মা অ আসআলুকা খাশয়্যাতাকা ফিল গাইবি অশ্‌শাহা-দাহ। অ আসআলুকা কালিমাতাল হাক্কি অলআদলি ফিল গায্বাবি অররিয়া। অ আসআলুকাল ক্বাসদা ফিল ফাক্বরি অলগিনা। অ আসআলুকা নাঈমাল লা য়্যাবীদ। অ আসআলুকা ক্বুর্রাতা আইনিল লা তানফাদু অলা তানক্বাতি'। অ আসআলুকার রিযা বা'দাল ক্বাযা-ই, অ আসআলুকা বারদাল আইশি বা'দাল মাউত। অ আসআলুকা লাযযাতান নাযারি ইলা অজহিক, অশ্‌শাওক্বা ইলা লিক্বা-ইক, ফী গাইরি যার্রা-আ মুযির্রাহ, অলা ফিতনাতিম মুযিল্লাহ। আল্লা-হুম্মা যাইয়িন্না বিযীনাতিল ঈমান, অজ্‌আলনা হুদা-তাম মুহতাদীন।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার অদৃশ্যের জ্ঞানে এবং সৃষ্টির উপর শক্তিতে আমাকে জীবিত রাখ যতক্ষণ জীবনকে আমার জন্য কল্যাণকর জান এবং আমাকে মৃত্যু দাও যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়। হে আল্লাহ আর আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমার ভীতি চাই, ক্রোধ ও সন্তুষ্টিতে সত্য ও ন্যায্য কথা চাই, দারিদ্র ও ধনবত্তায় মধ্যবর্তিতা চাই, সেই সম্পদ চাই যা বিনাশ হয়না। সেই চক্ষুশীতলতা চাই যা নিঃশেষ ও বিচ্ছিন্ন হয়না। ভাগ্য-মীমাংসার পরে সন্তুষ্টি চাই, মৃত্যুর পরে জীবনের শীতলতা চাই, তোমার চেহারার প্রতি দর্শনের স্বাদ চাই, তোমার সাক্ষাতের প্রতি আকাঙ্খা চাই, বিনা কোন কষ্ট ও ক্ষতিতে, কোন ভ্রষ্টকারী ফিতনায়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সুন্দর কর এবং আমাদেরকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত কর। *(নাসাঈ ১৩০৮, আহমাদ৪/ ৩৬৪)*

৬-

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাঁউ অলা য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগ্‌ফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা অরহামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেহ গোনাহসমূহ মাফ করতে পারেনা। অতএব তোমার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান। *(বুখারী, মুসলিম)*

৭-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহী আ' জিলিহী অ আ-জিলিহী মা আলিমতু মিনহু অমা লাম আ'লাম। অ আউযু বিকা মিনাশ শার্রি কুল্লিহী আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহী মা আলিমতু মিনহু অমা লাম আ'লাম, অ আসআলুকাল জান্নাতা অমা ক্বার্রাবা ইলাইহা মিন ক্বাউলিন আউ আমাল। অ আউযু বিকা মিনান্না-রি অমা ক্বার্রাবা ইলাইহা মিন ক্বাউলিন আউ আমাল। অ আসআলুকা মিনাল খাইরি মা সাআলাকা আব্‌দুকা অ রাসূলুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অ আউযু বিকা মিন শার্রি মাসতাআ-যাকা মিনহু আব্‌দুকা অরাসূলুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অ আসআলুকা মা ক্বায্বাইতা লী মিন আমরিন আন তাজ্‌আলা আ-ক্বিবাতাহু লী রুশ্‌দা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার নিকট জান্নাত এবং তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি, এবং জাহান্নাম ও তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণ

ভিক্ষা করছি যা তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মদ ﷺ তোমার নিকট চেয়েছিলেন। আর সেই অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা থেকে তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মদ ﷺ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। যে বিষয় আমার উপর মীমাংসা করেছ তার পরিণাম যাতে মঙ্গলময় হয় তা আমি তোমার নিকট কামনা করছি। *(মুঃ আহমাদ ৬/১৩৪, ত্বায়ালিসী)*

৮- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা অ আঊযু বিকা মিনান্না-র।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট জান্নাত চাচ্ছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবু দাঊদ, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২৮)*

৯- শয়নকালের ৭নং দুআ পঠনীয়। *(মুসলিম, মিশকাত ৯৪৭নং)*

১০- দুআর ৯নং আদবের (খ) এর দুআ পঠনীয়। *(নাসাঈ ৩/৫২)*

১১- দুআর ৯নং আদবের (গ)এ বর্ণিত ইসমে আ'যম পাঠ করে এই দুআ পঠনীয়; .

এর উচ্চারণ ও অর্থ ৮নং দুআর মত। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২৯)*

১২- দুআর ৯নং আদবের (ক)এ বর্ণিত দুআ পাঠ করে যে কোন দুআ পঠনীয়। *(আবু দাঊদ ২/৬২, তিরমিযী ৫/৫১৫, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২৯)*

১৩- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা অশুকরিকা অহুসনি ইবা-দাতিক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র (স্মরণ), শুক্‌র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর। *(আবু দাঊদ ২/৮৬, নাসাঈ ১৩০২)*

১৪-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল বুখলি অ আঊযু বিকা মিনাল জুবনি অ আঊযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি অ আঊযু বিকা মিন ফিতনাতিদ্দুন্‌য়্যা অ আযা-বিল ক্বাব্‌র।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

(বুখারী ৬/৩৫)

১৫- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লী অতুব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্‌ তাউওয়াবুল গাফূর।

অর্থঃ- আল্লাহ গো! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি তওবাগ্রহণকারী, বড় ক্ষমাশীল।

এটি ১০০বার পঠনীয়। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬০৩ নং)*

১৬-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আসরাফতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্‌খিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি, যা অতিরিক্ত করেছি এবং যা তুমি অধিক জান। তুমি আদি তুমিই অন্ত। তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই।

এই দুআটি সবার শেষে পাঠ করে সালাম ফিরা কর্তব্য। *(মুসলিম ১/৫৬৪)*

ফরয নামাযের পরে যিক্‌র

১- আস্তাগফিরুল্লাহ, (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) ৩বার।

২- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-মু অমিন্‌কাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া

যাল জালা-লি অল ইকরা-ম।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি শান্তি (সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র) এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব! *(মুসলিম ১/৪১৪)*

৩- 'তসবীহ ও তাহলীল' পরিচ্ছেদের ১নং দুআ।

৪- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা আ'ত্বাইতা, অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ্।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। *(বুখারী ১/২৫৫, মুসলিম ১/৪১৪)*

৫- 'তসবীহ ও তাহলীল' পরিচ্ছেদের ৮নং দুআ।

৬-

.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন্নি'মাতু অলাহুল ফায্বলু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীনা অলাউ কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। তাঁর ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদত করিনা, তাঁরই যাবতীয় সম্পদ, তাঁরই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁরই যাবতীয় সুপ্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই উপাসনা করি, যদিও কাফেরদল তা অপছন্দ করে। *(মুঃ ১/৪১৫)*

৭- সুবহা-নাল্লাহ। অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩৩ বার। আলহামদু লিল্লা-হ। অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্তে। ৩৩ বার। আল্লা-হু আকবার। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বমহান। ৩৩ বার।

আর ১০০ পূরণ করার জন্য 'তসবীহ তাহলীল' অনুচ্ছেদের প্রথম দুআ একবার পঠনীয়। এগুলি পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা বরাবর পাপ হলেও মাফ হয়ে যায়। *(মুঃ ১/৪১৮, আহমদ ২/৩৭১)*

প্রকাশ যে, তসবীহ গণনায় বাম হাত বা তসবীহ মালা ব্যবহার না করে কেবল ডান হাত ব্যবহার করাই বিধেয়। *(সহীহুল জামে' ৪৮৬৫নং)*

৮- সুরা ইখলাস,ফালাক্ব ও নাস ১ বার করে। *(আবু দাউদ২/৮৬, সহীহ তিরমিযী ১/৮, নাসাঈ ৩/৬৮)*

৯- আয়াতুল কুরসী ১বার। প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াত পাঠ করলে মৃত্যু ছাড়া জান্নাত যাওয়ার পথে পাঠকারীর জন্য আর কোন বাধা থাকে না। *(সঃ জামে' ৫/৩৩৯, সিঃ সহীহাহ ৯৭২)*

১০-

.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি জীবিত করেন, তিনিই মরণ দান করেন এবং তিনি সর্বোপরি শক্তিমান।

এটি ফজর ও মাগরিবের নামাযে সালাম ফিরার পর দশবার পড়লে দশটি নেকী লাভ হবে, দশটি গোনাহ ঝরবে, দশটি মর্যাদা বাড়বে, চারটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ হবে এবং শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে। *(সহীহ তারগীব ২৬২- ২৬৩ পৃঃ)*

১১- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফিআঁউ অ রিযক্বান ত্বাইয়িবাঁউ অ আমালাম মুতাক্বাব্বালা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ফলদায়ক শিক্ষা, হালাল জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।

ফজরের নামাযের পর এটি পঠনীয়। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১/ ১৫২, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/ ১১১)*

১২-

.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ভিন্ন কেউ সত্য মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক

নেই। তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন ও তিনিই মরণ দেন। তাঁর হাতেই সকল মঙ্গল। আর তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান।

এটি ফজরের নামাযের পর পা ঘুরিয়ে বসার পূর্বে ১০০ বার পড়লে পৃথিবীর মধ্যে ঐ দিনে সেই ব্যক্তিই অধিক উত্তম আমলকারী বলে গণ্য হবে। *(সহীহ তারগীব ২৬২-২৬৩ পৃঃ)*

ইস্তিখারার দুআ

কোন কাজে ভালো মন্দ বুঝতে না পারলে, মনে ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিত বা লাভ-নোকসানের দ্বন্দ্ব হলে আল্লাহর নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করতে দুই রাকআত নফল নামায পড়ে নিম্নের দুআ পঠনীয়।

(......)

.

উচ্চারণ- “আল্লা-হুম্মা আস্তাখীরুকা বিইলমিকা অ আস্তাক্বদিরুকা বি কুদরাতিকা অ আসআলুকা মিন ফায্বলিকাল আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু অলা আক্বদিরু অতা’লামু অলা আ’লামু অ আন্তা আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্তা তা’লামু আন্না হা-যাল আমরা (----) খাইরুল লী ফী দীনী অ মাআ’শী অ আ’-ক্বিবাতি আমরী অ আ’-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাক্বদুরহু লী, অ য়্যাসসিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহ। অইন কুন্তা তা’লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্‌রুল লী ফী দীনী অ মাআ’শী অ আ’-কিবাতি আমরী অ আ’-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাস্বরিফহু আন্নী অস্বরিফনী আনহু, অক্বদুর লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না সুম্মা রায্বয্বিনী বিহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার ইলমের সাথে মঙ্গল

প্রার্থনা করছি। তোমার কুদরতের সাথে শক্তি প্রার্থনা করছি এবং তোমার বিরাট অনুগ্রহ থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। কেননা, তুমি শক্তি রাখ, আমি শক্তি রাখি না। তুমি জান, আমি জানি না এবং তুমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই (---) কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভালো জান, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত ও সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বর্কত দান কর। আর যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে মন্দ জান, তাহলে তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকে ওর নিকট থেকে সরিয়ে দাও। আর যেখানেই হোক মঙ্গল আমার জন্য বাস্তবায়িত কর, অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট করে দাও।

প্রথমে 'হা-যাল আমরা' এর স্থলে বা পরে কাজের নাম নিতে হবে অথবা মনে মনে সেই জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করতে হবে।

সে ব্যক্তি কর্মে কোনদিন লাঞ্ছিত হয়না যে আল্লাহর নিকট তাতে মঙ্গল প্রার্থনা করে, অভিজ্ঞদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে এবং ভালো-মন্দ বিচার করার পর কর্ম করে। *(বুখারী ৭/ ১৬২, আবু দাউদ ২/৮৯, তিরমিযী ২/৩৫৫, আহমাদ ৩ /৩৪৪)*

দুআয়ে কুনূত

বিতরের কূনূতে (গায়র না-যেলাহ) দুআ -

১-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাহদিনী ফী মান হাদাইত্। অআ-ফিনী ফীমান আ ফাইত্। অতাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লাইত্। অবা-রিকলী ফী মা আ'ত্বাইত্। অক্বিনী শার্রামা ক্বাযাইত্। ফাইন্নাকা তাক্বযী অলা ইউক্বযা আলাইক্। ইন্নাহু লা য়্যাযিল্লু

মাঁউ ওয়া-লাইত্। অলা য়্যাইযযু মান আ’-দাইত্। তাবা-রাকতা রাব্বানা অতাআ’-লাইত্। লা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইক্। অ সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।

অর্থ - হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হেদায়াত করে তাদের দলভুক্ত কর যাদেরকে তুমি হেদায়াত করেছ। আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের দলভুক্ত কর যাদেরকে তুমি নিরাপদে রেখেছ, আমার সকল কাজের তত্ত্বাবধান করে আমাকে তাদের দলভুক্ত কর যাদের তুমি তত্ত্বাবধান করেছ। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছ তাতে বর্কত দাও। আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছ তার মন্দ থেকে রক্ষা কর। কারণ তুমিই ফায়সালা করে থাক এবং তোমার উপর কারো ফায়সালা চলে না। নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাস সে লাঞ্ছিত হয় না এবং যাকে মন্দ বাস সে সম্মানিত হয় না। তুমি বর্কতময় হে আমাদের প্রভু এবং তুমি সুমহান। তোমার আযাব থেকে তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। আর আমাদের নবীর উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, বাইহাকী, ইবনে মাজাহ, ইরওয়াউল গলীল ২/১৭২)*

২- সিজদার ১২ নং দুআও পড়া যায়। *(ইরওয়াউল গলীল ২/১৭৫)*

বিপদে কোন সম্প্রদায়ের জন্য দুআ অথবা বদ্দুআ করতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে শেষ রাকআতের রুকুর পরে কুনূতে নাযেলাহ পড়তে হয় ;

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা অ নাসতাগফিরুক, অনুসনী আলাইকাল খায়রা কুল্লাহ, অনাশকুরুকা অলা নাকফুরুক, অনাখলাউ অনাতরুকু মাঁই য়্যাফজুরুক, আল্লা-হুম্মা ইয়্যাকা না’বুদ, অলাকা নুসাল্লী অনাসজুদ, অইলাইকা নাসআ অ নাহফিদ, নারজু রাহমাতাকা অনাখশা আযা-বাক, ইন্না আযা-বাকা বিল কুফফা-রি মুলহাক্ব।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং ক্ষমা ভিক্ষা করছি, তোমার নিমিত্তে যাবতীয় কল্যাণের প্রশংসা করছি, তোমার কৃতজ্ঞতা করি ও কৃতঘ্নতা করি না, তোমার যে অবাধ্যতা করে তাকে আমরা ত্যাগ করি এবং তার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই

ইবাদত করি, তোমার জন্যই নামায পড়ি এবং সিজদা করি, তোমার দিকেই আমরা ছুটে যাই। তোমার রহমতের আশা রাখি এবং তোমার আযাবকে ভয় করি, নিশ্চয় তোমার আযাব কাফেরদেরকে পৌঁছবে।

এরপর অত্যাচারিতদের জন্য দুআ এবং অত্যাচারীদের উপর বদ্দুআ করতে হয়। যেমন "আল্লা-হুম্মা আয্‌যিবিল কাফারাতাল্লাযীনা য়্যাসুদ্দূনা আন সাবীলিক, অয়্যুকাযযিবূনা রুসুলাক, অয়্যুক্বা-তিলূনা আউলিয়া-আক। আল্লা-হুম্মাগফির লিল মু'মিনীনা অল মু'মিনা-ত, অ আসলিহ যা-তা বাইনিহিম অ আল্লিফ বাইনা কুলূবিহিম অজআল ফী কুলূবিহিমুল ঈমা-না অল হিকমাহ, অসাব্বিতহুম আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অনসুরহুম আলা আদুউবিকা অ আদুউবিহিম। আল্লাহুম্মা ফার্রিক্ব জামআহুম অশাত্তিত শামলাহুম অ খার্রিব বুনয়্যা-নাহুম অ দাম্মির দিয়া-রাহুম---ইত্যাদি। *(বাইহাকী ২/২১১, ইরওয়াউল গালীল ২/ ১৬৪- ১৭০)*

রমযানের কুনূতে উক্ত দুআ, অর্থাৎ কাফেরদের উপর বদদুআ এবং মুমিনদের জন্য দুআ ও ইস্তেগফার করার কথা সাহাবীদের আমলে প্রমাণিত। *(সহীহ ইবনে খুযাইমা ১১০০ নং)*

বিতরের নামাযের সালাম ফিরে

(সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস।)

অর্থ- আমি পবিত্রময় বাদশাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।

এই দুআটি তিনবার পড়তে হয়। তন্মধ্যে তৃতীয় বারে উচ্চস্বরে পড়া কর্তব্য। *(নাসাঈ ৩/ ২৪৪)*

ঈদের তকবীর

উচ্চারণঃ- আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার অলিল্লা-হিল হাম্‌দ। *(ইঃআঃ শাইবাহ ৫৬৫০,৫৬৫২নং)*

উচ্চারণঃ- আল্লা-হু আকবারু, আল্লা-হু আকবারু, আল্লা-হু আকবারু, অলিল্লা-হিল হাম্‌দ, আল্লা-হু আকবারু অ আজাল্ল্‌। আল্লা-হু আকবারু আলা মা হাদা-না। *(বাইহাকী ৩/৩১৫)*

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হু আকবারু কাবীরা, আল্লা-হু আকবারু কাবীরা, আল্লা-হু আকবারু অ আজাল্ল, অলিল্লা-হিল হাম্‌দ। *(ইঃআঃ শাইবাহ ৫৬৪৫,৫৬৫৪নং, ইরওয়াউল গালীল ৩/ ১২৫- ১২৬দ্রঃ)*

হজ্জের নিয়তকালে

১-

উচ্চারণ- "লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা বিহাজ্জাহ " অথবা "লাব্বাইকা হাজ্জা।"

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে উপস্থিত।

২-

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা হা-যিহী হাজ্জাহ, লা রিয়া-আ ফীহা অলা সুম্‌আহ।

অর্থ- হে আল্লাহ এটা আমার হজ্জ। এতে (আমার নিয়তে) কোন লোক প্রদর্শন বা সুনামের উদ্দেশ্য নেই। *(মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী, ১৬ পৃষ্ঠা)*

ওমরার নিয়তকালে

-

উচ্চারণঃ- "লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা বিউমরাহ " অথবা "লাব্বাইকা উমরাহ।"

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি উমরার নিয়তে হাজির।

তালবিয়্যাহ

.

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকাল্লা-ম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা অননি'মাতা লাকা অলমুল্‌ক, লা শারীকা লাক।

অর্থ- আমি হাজীর, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি তোমার নিকট হাজির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, সম্পদ ও রাজত্ব তোমার জন্য, তোমার কোন অংশী নেই।

এর উপর অতিরিক্ত করে নিম্নের দুআও যোগ করা যায়।

১- .

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকা যাল মাআ-রিজ, লাব্বাইকা যাল ফাওয়া-যিল।

অর্থ- তোমার নিকট হাজির হে সোপানশ্রেণীর অধিকর্তা! তোমার নিকট হাজির হে অনুগ্রহ সমূহের অধিপতি!

২- .

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকা অসা'দাইক, অলখাইরু বিয়্যাদাইক, অররাগবা-উ ইলাইকা অলআমাল।

অর্থ- তোমার দরবারে হাজির ও তোমার আনুগত্যে উপস্থিত। সমস্ত মঙ্গল তোমার হাতে এবং ইচ্ছা ও কর্ম তোমারই প্রতি। *(ঐ ১৬ পৃঃ)*

কা'বা দর্শনের সময়

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-মু অমিনকাস সালা-মু ফাহাইয়িনা রাব্বানা বিসসালা-ম।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি (পবিত্র) তোমারই তরফ থেকে শান্তি। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তির সাথে জীবিত রাখ। *(বাইহাকী ৫/৭৩)*

তওয়াফ কালে দুই রুক্‌নের মাঝে

﴿ ﴾

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। *(আবু দাঊদ ২/১৭৯, আহমদ ৩/৪১১)*

মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে

তওয়াফ সেরে মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়তে গিয়ে এই আয়াত খন্ডটি পাঠ করা সুন্নত ;

﴿ ﴾

অর্থ- আর মাকামে ইবরাহীমকে (নামাযের) মুসাল্লা বানাও।

সাফা পর্বতে পৌঁছে

﴾

﴿

অর্থ- নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পর্বতদ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কাবা গৃহের হজ্জ কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে, তার জন্য এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করলে কোন দোষ নেই। এবং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন পুণ্য কাজ করে তবে অবশ্যই আল্লাহ পুরস্কারদাতা সর্বজ্ঞ। *(সূরা বাকারাহ ১৫৮-আয়াত)*

অতঃপর বলবে, . (নাবদাউ বিমা বাদাআল্লা-হু বিহ।)

অর্থাৎ- আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমরা তা দিয়ে শুরু করছি।

সাফা ও মারওয়ায় চড়ে

কা’বার প্রতি সম্মুখ করে পড়বে ঃ-

(আল্লাহু আকবার) ৩ বার। অতঃপর ‘ফরয নামাযের পর পঠনীয়’ ১০নং যিক্‌র।

অতঃপর নিম্নের দুআ ঃ-

( )

.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু (লা শারীকা লাহ), আনজাযা অ’দাহ, অ নাসারা আবদাহ, অহাযামাল আহযা-বা অহ্‌দাহ।

অর্থ- আল্লাহু ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, (তাঁর কোন অংশী নেই।) তিনি নিজের অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং

তিনি একাই দলসমূহকে পরাস্ত করেছেন।

এগুলি ৩ বার করে পাঠ করবে। *(মুসলিম ২/৮৮৮)*

সাঈর দুআ

সাঈ করার সময় বিভিন্ন যিক্‌রের সাথে এ দুআও নির্দিষ্ট করে পড়া উত্তম;

উচ্চারণঃ- "রাব্বিগফির অরহাম, ইন্নাকা আন্তাল আআ'য্‌যুল আকরাম।

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। নিশ্চয় তুমিই মহাসম্মানিত ও বড় দানশীল। *(মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী ২৮ পৃঃ)*

আরাফাতের বিশেষ দুআ

'তসবীহ ও তাহলীল' পরিচ্ছেদের ১নং দুআ।

যবেহ করার সময়

"বিসমিল্লা-হি অল্লা-হু আকবার।"

কুরবানী বা কোন উৎসর্গের পশু হলে পড়বে-

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হি অল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা ইন্না হা-যা মিনকা অলাক, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। এবং আল্লাহ সব চেয়ে মহান। হে আল্লাহ! এটা তোমার তরফ থেকে এবং তোমার জন্য। হে আল্লাহ! তুমি আমার নিকট হতে কবুল কর।

পরিবারের তরফ থেকে হলে 'তাক্বাব্বাল মিন্নী'র পর 'অমিন আহলে বাইতী' যোগ করবে। কুরবানী অন্য কারো তরফ থেকে হলে 'তাক্বাব্বাল মিন' বলে সেই ব্যক্তির নাম নেবে।

প্রকাশ যে, এই দুআর উপর আর কোন অতিরিক্ত দুআ শুদ্ধ নয়। *(ইরওয়াউল গলীল ১১৩৮ নং)*

রোগী সাক্ষাত করতে

.

উচ্চারণঃ- লা বা'সা ত্বাহূরুন ইনশা-আল্লাহ।

অর্থ- কোন কষ্ট মনে করো না। (গোনাহ থেকে) পবিত্র হবে, যদি আল্লাহ চান। *(বুখারী ১০/১১৮)*

এই দুআ পড়ে এর অর্থ রোগীকে শুনিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত।

রোগীকে ঝাড়তে

১ -

.

উচ্চারণ- "আযহিবিল বা'সা রাব্বান্না-সি অশফি আনতাশ শা-ফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল লা য়্যুগা-দিরু সুক্বমা।"

অর্থ- কষ্ট দূর করে দাও হে মানুষের প্রতিপালক! এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদাতা, তোমার আরোগ্য দান ছাড়া কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যাতে কোন পীড়া অবশিষ্ট না থাকে। *(বুখারী, মুসলিম)*

২-

.

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হি আরক্বীক, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ'যীক, অমিন শার্রি কুল্লি নাফসিন আউ আইনি হা-সিদ, আল্লা-হু য়্যাশফীক, বিসমিল্লা-হি আরক্বীক।

অর্থ- আমি তোমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি। *(মুসলিম, তিরমিযী)*

৩- .

উচ্চারণঃ- আস্‌আলুল্লা-হাল আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম, আঁই য়্যাশফিয়াক।

অর্থঃ- আমি সুমহান আল্লাহ, মহা আরশের প্রভুর নিকট তোমার আরোগ্য প্রার্থনা করছি।

এই দুআ কোন অমুমূর্ষ রোগীর কাছে ৭বার পড়লে তার আরোগ্য হয়। *(সহীহুল জামে' ৫৬৪২, ৬২৬৩ নং)*

ব্যাধিগ্রস্ত লোক দেখলে

.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আ-ফা-নী মিম্মাবতালা-কা বিহী অফায্‌যালানী আলা কাসীরিম মিম্মান খালাক্বা তাফযীলা।

অর্থ- আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি তোমাকে যে ব্যাধি দ্বারা পরীক্ষা করেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তাদের অনেকের থেকে আমাকে যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫৩)*

বেদনা দূর করতে

দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হলে সেই স্থলে হাত রেখে ৩ বার 'বিসমিল্লাহ' বলে ৭বার নিম্নের দুআ পাঠ করলে উপশম হয়।

.

উচ্চারণঃ- আঊযু বিইয্‌যাতিল্লা-হি অকুদরাতিহী মিন শার্রি মা আজিদু অউহা-যির।

অর্থ- আমি আল্লাহর মর্যাদা ও কুদরতের অসীলায় সেই জিনিসের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি যা আমি পাচ্ছি ও ভয় করছি। *(মুসলিম ২২০২ নং, আবু দাঊদ ৪/ ১১)*

জ্বর হলে

.

উচ্চারণঃ- রাব্বানাকশিফ আন্নার রিজ্‌যা ইন্না মু'মিনূন।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট থেকে আযাব অপসারিত কর। অবশ্যই আমরা বিশ্বাসী। *(বুখারী ১০/ ১৪৭, মুসলিম ২২০৯)*

জিন বদনজর ও যাদু ইত্যাদি থেকে ঝাড়তে

সূরা ফালাক্ব ও নাস।

বিষধর জন্তুর দংশনে ঝাড়তে

সূরা ফাতিহা। *(বুখারী ৭/২২)*

জিন ও বদনজরাদি থেকে শিশুদের বাঁচাতে

উচ্চারণঃ- উঈযুকুমা বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাহ, মিন কুল্লি শায়ত্বা-নিঁউ অ হা-ম্মাহ, অমিন কুল্লি আইনিল লা-ম্মাহ।

অর্থ- আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক জন্তু হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকারক (বদ) নজর হতে আল্লাহর পানাহ দিচ্ছি। *(বুখারী ৪/১১৯)*

জিন ঝাড়তে

আয়াতুল কুরসী, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস।

জিন থেকে পানাহ চাইতে

উচ্চারণঃ- "আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন গাযাবিহী অইক্বা-বিহী অমিন শার্রি ইবা-দিহী অমিন হামাযা-তিশ শাইত্বা-নি অ আঁই য়্যাহযুরূন।"

অর্থ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের প্ররোচনা থেকে এবং তাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(তিরমিযী৫/ ৫৪১ আবু দাউদ ৪/ ১২)*

আয়াতুল কুরসী সকাল, সন্ধ্যা এবং রাত্রে শয়নকালে পাঠ করলে শয়তান নিকটবর্তী হয় না। *(সহীহ তারগীব)*

শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট হতে রক্ষা পেতে এবং শয়তান বিতাড়ণ করতে

১- .

উচ্চারণ- আউযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম।

অর্থ- আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

২- আযান শুনলেও শয়তান দূরে সরে যায়।

৩- সকাল-সন্ধ্যায় যিক্‌র, শয়নকালে যিক্‌র, ঘরে প্রবেশকালে যিক্‌র, কুরআন মাজীদ; বিশেষ করে সূরা ফালাক্ব, নাস, বাক্বারাহ, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি পাঠ করলে শয়তান পলায়ন করে। নামাযে শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝলে প্রথমোক্ত দুআ পড়ে বাম দিকে তিনবার থুথু মারলে তা দূর হয়ে যাবে। *(মুসলিম ৪/১৭২৯)*

৪-

!

উচ্চারণঃ- আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্‌ তা-ম্মা-তিল্লাতী লা য়্যুজাবিযুহুন্না বাররুঁউ অলা ফা-জিরুম মিন শার্রি মা খালাক্বা অবারাআ অযারাআ, অমিন শার্রি মা য়্যানযিলু মিনাস সামা-ই, অমিন শার্রি মা য়্যা'রুজু ফীহা, অমিন শার্রি মা যারাআ ফিল আরয্বি অমিন শার্রি মা য়্যাখরুজু মিনহা, অমিন শার্রি ফিতানিল লাইলি অন্নাহা-র, অমিন শার্রি কুল্লি ত্বা-রিক্বিন ইল্লা ত্বা-রিকাঁই য়্যাত্বরুক্বু বিখাইরিঁই ইয়া রাহমান!

অর্থ- আমি আল্লাহর সেই পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা কোন সৎ বা অসৎ ব্যক্তি অতিক্রম করতে পারে না সেই বস্তুর অনিষ্ট হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা আকাশ থেকে অবতরণ করে এবং যা তার প্রতি উত্থিত হয়। যা তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন ও যা পৃথিবী হতে নির্গত হয়। (আশ্রয় চাচ্ছি) রাত্রি ও দিবার বিভিন্ন ফিতনা হতে এবং প্রত্যেক নিশাচরের অনিষ্ট হতে যে কোন কল্যাণ ছাড়া রাত্রি কালে আসে যায়। হে করুণাময়! *(মুঃ আহমাদ ৩/ ৪১৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১২৭)*

দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি চাইতে

১- নামাযে সালাম ফিরার পূর্বে দুআয়ে মাসূরার প্রথম দুআ পঠনীয়।

২- সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্ত করলে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। *(মুসলিম ১/৫৫৫)*

মৃত্যু চাইতে

রোগ-ব্যাধিতে কারো খুব কষ্ট হলে মরণ চাইতে নেই। যদি একান্তই চাইতে হয় তাহলে নিম্নের দুআর মাধ্যমে চাওয়া উচিত ঃ-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আহয়িনী মা কা-নাতিল হায়াতু খাইরাল লী, অ তাওয়াফ্‌ফানী ইযা কা-নাতিল অফা-তু খাইরাল লী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ, যতক্ষণ আমার জন্য জীবন কল্যাণকর হয়। নচেৎ মরণ দাও, যদি মরণ আমার জন্য কল্যাণকর হয়। *(বুখারী, মুসলিম)*

জীবন থেকে নিরাশ হলে

১-

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফিরলী অরহামনী অ আলহিক্বনী বির্রাফীক্বিল আ'লা।

অর্থ- আল্লাহ গো! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান সাথীর সহিত মিলিত কর। *(বুখারী ৭/ ১০, মুসলিম ৪/ ১৮৯৩)*

২-

.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

এসব তাহলীলের অর্থ পূর্বে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। এই দুআ পড়ে কেউ মারা

গেলে সে জাহান্নাম প্রবেশ করবে না। *(সহীহ তিরমিযী ৩/১৫২, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩১৭)*

মরণাপন্নকে তালক্বীন

"লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ।" যার জীবনের শেষ কথা এই কলেমা হবে সে (কোনও দিন) জান্নাত প্রবেশ করবে। *(সহীহুল জামে' ৫/৩৪২)*

মৃত্যু ব্যক্তির চক্ষু বন্ধ করার সময়

কারো মৃত্যুর সময় কোন মন্দ দুআ করতে নেই। যেহেতু উক্ত সময়ে ফিরিশ্তাদল উপস্থিত মানুষের দুআয় 'আমীন' বলে থাকেন। তাই মৃতব্যক্তির চক্ষুদ্বয় মরণের পর খোলা থাকলে তা বন্ধ করে এই দুআ পড়তে হয় -

(....)

.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগফির লি (*মৃতের নাম নিতে হবে*) অরফা' দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়্যীন, অখলুফহু ফী আক্বিবিহি ফিল গা-বিরীন, অগফির লানা অলাহু ইয়া রাব্বাল আ-লামীন, অফ্‌তাহ লাহু ফী ক্বাবরিহী অ নাউ} রলাহু ফীহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি (অমুককে) মাফ করে দাও এবং হেদায়ত প্রাপ্তদের দলে ওর মর্যাদা উন্নত কর, অবশিষ্টদের মধ্যে ওর পশ্চাতে ওর উত্তরাধিকারী দাও। আমাদেরকে এবং ওকে মার্জনা করে দাও হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! ওর কবরকে প্রশস্ত করো এবং ওর জন্য কবরকে আলোকিত করো। *(মুসলিম ২/৬৩৪)*

মসীবতের সময়

আত্মীয়-পরিজন বা অন্য কিছুর বিয়োগ-ব্যথার মসীবতে নিম্নের দুআ পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা বিগতের চেয়ে উত্তম কিছু দান করে থাকেন।

উচ্চারণঃ- ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন, আল্লা-হুম্মা'জুরনী ফী

মুসীবাতী অখলুফলী খাইরাম মিনহা।

অর্থ- আমরা তো আল্লাহরই, এবং আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে সওয়াব দান কর এবং এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান কর। *(মুসলিম ২/৬৩২)*

জানাযার দুআ

১-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা অমাইয়িতিনা অ শা-হিদিনা অগা-য়িবিনা অস্বাগীরিনা অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনসা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলাম, অমান তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু অলা তাফতিন্না বা'দাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট-বড়, পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মরণ দিবে তাকে ঈমানের উপর মরণ দাও। হে আল্লাহ! ওর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং ওর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১/ ২৫২ আহমদ ২/৩৬৮)*

২-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লাহু অরহামহু অআ-ফিহী অ'ফু আনহু অআকরিম নুযুলাহু অঅসসি' মুদখালাহু, অগ্‌সিলহু বিলমা-ই অস্‌সালজি

অলবারাদ। অনাক্কিহী মিনাল খাত্বায়্যা কামা য়্যুনাক্কাস সাউবুল আবয়্যাযু মিনাদ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। অ আদখিলহুল জান্নাতা অ আইযহু মিন আযা-বিল ক্বাবরি অ আযা-বিন্নার।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও এবং ওকে রহম কর। ওকে নিরাপত্তা দাও এবং মার্জনা করে দাও, ওর মেহেমানী সম্মানজনক কর এবং ওর প্রবেশস্থল প্রশস্ত কর। ওকে তুমি পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং ওকে গোনাহ থেকে এমন পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। আর ওকে তুমি ওর ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, ওর পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার, ওর জুড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ী দান কর। ওকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও দোযখের আযাব থেকে রেহাই দাও। *(মুসলিম ২/৬৬৩)*

৩-

▪

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্না ফুলা-নাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা অহাবলি জিওয়ারিক, ফাক্বিহী মিন ফিতনাতিল ক্বাবরি অ আযা-বিন্নার, অ আন্তা আহলুল অফা-ই অলহাক্ক্ব, ফাগফির লাহু অরহামহু ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার আমানতে। অতএব ওকে তুমি কবর ও দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। তুমি বিশ্বাস ও ন্যায়ের পাত্র। সুতরাং ওকে তুমি মাফ করে দাও এবং ওর প্রতি দয়া কর। নিঃসন্দেহে তুমিই মহা ক্ষমাশীল অতি দয়াবান। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১/২৫১, আবু দাউদ ৩/ ২১১)*

৪-

▪

উচ্চারণঃ- "আল্লা-হুম্মা আবদুকা অবনু আমাতিকাহতা-জা ইলা রাহমাতিক, অআন্তা গানিইয়্যুন আন আযা-বিহ, ইন কা-না মুহসিনান ফাযিদ ফী হাসানা-তিহ, অইন কা-না মুসীআন ফাতাজা-অয আন্‌হ।"

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এবং তোমার বান্দীর পুত্র তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী এবং তুমি ওকে আযাব দেওয়া থেকে বেপরোয়া। যদি ও নেক হয় তবে

ওর নেকী আরো বৃদ্ধি কর আর যদি গোনাহগার হয় তবে ওকে ক্ষমা কর। *(হাকেম ১/৩৫৯)*

জানাযায় শিশুর জন্য দুআ

শিশুর জন্যেও ১নং দুআ পড়া বিধেয়। *(আহকামুল জানায়েজ, আলবানী ১২৬-১২৭)* তাছাড়া নিম্নের দুআও পড়া যায়,

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাজআলহু লানা ফারাত্বাঁউ অ সালাফাঁউ অ আজরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে আমাদের জন্য অগ্রগামী (জান্নাতে পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ ব্যবস্থাকারী) এবং সওয়াব বানাও। *(শারহুস সুন্নাহ ৫/৩৫৭, বাইহাকী, বুখারী)*

মৃতব্যক্তির পরিজনকে সান্ত্বনা দিতে

উচ্চারণঃ- ইন্না লিল্লা-হি মা আখাযা অলাহু মা আ’ত্বা, অকুল্লু শাইয়িন ইনদাহু বিআজালিম মুসাম্মা। ফাসবির অহতাসিব।

অর্থ- নিশ্চয় আল্লাহ যা নিয়েছেন তা তাঁরই এবং যা দিয়েছেন তাও তাঁরই। প্রত্যেক জিনিস তাঁর নিকট নির্ধারিত সময় বাঁধা। অতএব তুমি ধৈর্য ধর এবং সওয়াবের আশা কর। *(বুঃ ২/৮০, মুঃ ২/ ৬৩৬)*

মৃতব্যক্তির শোকাহত পরিবারকে তাদের ভাষায় এরূপ বলে সান্ত্বনা দেওয়া কর্তব্য।

কবরে লাশ প্রবিষ্ট করার সময়

উচ্চারণ- বিসমিল্লা-হি অআলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হ।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর রসূলের মতাদর্শের উপর (কবরে রাখছি)। *(আবু দাউদ ৩/৩১৪, আহমদ)*

কবর যিয়ারতের দুআ

১-

.

উচ্চারণঃ- আসসালা-মু আলাইকুম আহলাদ্দিয়া-রি মিনাল মু’মিনীনা অলমুসলিমীন, অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হিকূন, নাসআলুল্লা-হা লানা অলাকুমুল আ-ফিয়াহ।

অর্থ- তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ! আমরাও -আল্লাহ যদি চান- তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই মিলিত হব। আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম ২/৬৭১)*

২-

.

উচ্চারণঃ- আসসালা-মু আলা আহলিদ্দিয়া-রি মিনাল মু’মিনীনা অলমুসলিমীন, অ য়্যারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না অলমুস্তা’খিরীন, অইন্না ইনশা-ল্লা-হু বিকুম লালা-হিক্বূন।

অর্থ- মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। যারা আগে এসেছে এবং যারা পরে আসবে তাদের উপর আল্লাহ রহম করেন। এবং আমরাও আল্লাহ চাহেন তো অবশ্যই তোমাদের সহিত মিলিত হব। *(মুসলিম ৯৭৮)*

প্রকাশ যে, কবর যিয়ারতের সময় কবরবাসীর জন্য হাত তুলেও দুআ করা যায়। *(মুসলিম ৯৭৪)*

দুশ্চিন্তা দূর করার দুআ

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আব্দুকা অবনু আব্দিকা অবনু আমাতিক, না-সিয়াতী বিয়্যাদিক, মা-যিন ফিইয়্যা হুকমুক, আদলুন ফিইয়্যা ক্বাযা-উক, আসআলুকা বিকুল্লিস্‌মিন হুয়া লাক, সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আউ আনযালতাহু ফী কিতা-

বিক, আউ আল্লামতাহু আহাদাম মিন খালক্বিক, আবিস্তা'সারতা বিহী ফী ইলমিল গাইবি ইন্দাক; আন তাজআলাল ক্বুরআ-না রাবীআ ক্বালবী অনূরা স্বাদরী অজালা-আ হুযনী অযাহা-বা হাম্মী।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার বিচার আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি- যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। *(মুসলিম আহমদ ১/৩৯১)*

২-

.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল হাম্মি অল হুয্‌নি অল আজ্‌যি অল কাসালি অল বুখ্‌লি অল জুব্‌নি অ য্বালাইদ্ দাইনি অ গালাবাতির রিজা-ল।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের প্রতাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(বুখারী ৭/ ১৫৮)*

উপস্থিত বিপদ দূর করার দুআ

১-

.

উচ্চারণ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আযীমুল হালীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস সামা-ওয়া-তি অরাব্বুল আরয্বি অ রাব্বুল আরশিল কারীম।

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। যিনি সুমহান, সহিষ্ণু। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। যিনি সুবৃহৎ আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য আরাধ্য নেই। যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও সম্মানিত আরশের অধিপতি।

(বুঃ ৭/১৫৪, মুঃ ৪/২০৯২)

২-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আইন, অ আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহ, লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমার রহমতেরই আশা রাখি। অতএব তুমি আমাকে পলকের জন্যও আমার নিজের উপর সোপর্দ করে দিওনা এবং আমার সকল অবস্থাকে সংশোধিত করে দাও। তুমি ছাড়া কেউ সত্য মা'বুদ নেই।

৩- ﴿ ﴾

অর্থঃ- তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৬৮)*

৪- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হু আল্লা-হু রাব্বী লা উশরিকু বিহী শাইআ।

অর্থ- আল্লাহ আল্লাহ আমার প্রভু, তাঁর সহিত কিছুকে শরীক করিনা। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩৩৫)*

সংকট মুহূর্তে

.

উচ্চারণঃ- ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীস।

অর্থ- হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর! তোমার রহমতের অসীলায় আমি ফরিয়াদ করছি।

শত্রু বা অত্যাচারী শাসকের সাক্ষাতে

১- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম অনাঊযু বিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। *(আবু দাঊদ ২/৮৯, হাকেম*

২/ ১৪২, সঃ জামে ৪৫৮২)

২- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আন্তা আযুদী অ আন্তা নাস্রী, বিকা আজূলু অবিকা আসূলু অবিকা উক্বা-তিল।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল ও তুমি আমার সহায়। তোমার সাহায্যেই আমি চলাফেরা করি, তোমার সাহায্যেই আমি আক্রমণ করি এবং তোমার সাহায্যেই আমি যুদ্ধ করি। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৮৩)*

৩- ﴿ ﴾

অর্থঃ- আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। *(বুঃ ৫/ ১৭২)*

ঈমানে সন্দেহ হলে

১- ‘আউযু বিল্লাহ’ পড়ে শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং সত্বর সন্দিহান চিন্তা থেকে বিরত হবে। *(বুঃ ৬/৩৩৬, মুঃ ১/ ১২০)*

২- নিম্নের কথাটি বলবে,

. ‘আ-মানতু বিল্লা-হি অরুসুলিহ।

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ ও রসূলগণের উপর ঈমান এনেছি।

৩- ﴿ ﴾

অর্থঃ- তিনিই আদি, অন্ত, ব্যক্ত (অপরাভূত) ও অব্যক্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক্ অবহিত। *(সূরা হাদীদ ৩ আয়াত, আবু দাউদ ৪/৩২৯)*

গুপ্ত শির্ক হতে পানাহ চাইতে

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা আন উশরিকা বিকা অআনা আ’লাম, অআস্তাগ্‌ফিরুকা লিমা লা আ’লাম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জেনে শুনে তোমার সহিত শির্ক করা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যে শির্ক না জেনে করে ফেলি তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। *(সহীহ জামে’ ৩/ ২৩৩)*

অশুভ ধারণা হলে

কিছু দেখে বা শুনে অশুভ ধারণা হলে বা ক্ষতি কিংবা অসাফল্যের আশঙ্কা হলে নিম্নের দুআ পড়বে;

.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা লা ত্বাইরা ইল্লা ত্বাইরুক, অলা খাইরা ইল্লা খাইরুক, অলা ইলা-হা গাইরুক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার (সৃষ্ট) অশুভ ছাড়া অন্য কিছু অশুভ নেই, তোমার মঙ্গল ছাড়া অন্য কোন মঙ্গল নেই এবং তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। *(আহমদ ২/২২০, সিঃ সহীহাহ ১০৬৫নং)*

ঋণমুক্ত ও ধনী হতে

১- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিক, অআগনিনী বিফায্‌লিকা আম্মান সিওয়া-ক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুযী দিয়ে হারাম রুযী থেকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী কর। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৮০)*

২- ‘দুশ্চিন্তা দূর করার’ ২ নং দুআ পঠনীয়।

৩- রাত্রে শয়নকালে নিম্নের দুআ পঠনীয় ;

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তি অরাব্বাল আরযি অরাব্বাল আরশিল আযীম। রাব্বানা অরাব্বা কুল্লি শাই, ফা-লিক্বাল হাব্বি অন্নাওয়া, অমুনাযযিলাত তাউরা-তি অলইনজীলি অলফুরক্বান। আউযু বিকা মিন শার্রি কুল্লি যী শার্রিন আন্তা আ-খিযুন বিনা-সিয়াতিহ। আল্লা-হুম্মা আন্তাল আউওয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাই, অআন্তাল আ-খিরু ফালাইসা বা'দাকা শাই, অআন্তায যা-হিরু ফালাইসা ফাউক্বাকা শাই, অআন্তাল বা-ত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাই, ইক্বযি আন্নাদ্ দাইনা অআগনিনা মিনাল ফাক্বর।

অর্থ- হে আল্লাহ! হে আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী ও মহা আরশের অধিপতি। হে আমাদের ও সকল বস্তুর প্রতিপালক! হে শস্যবীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদয়কারী! হে তাওরাত, ইনজীলও ফুরকানের অবতারণকারী! আমি তোমার নিকট প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি- যার ললাটের কেশগুচ্ছ তুমি ধারণ করে আছ। হে আল্লাহ! তুমিই আদি তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই অন্ত তোমার পরে কিছু নেই। তুমিই ব্যক্ত (অপরাভূত), তোমার ঊর্ধ্বে কিছু নেই এবং তুমিই (সৃষ্টির গোচরে) অব্যক্ত, তোমার নিকট অব্যক্ত কিছু নেই। আমাদের তরফ থেকে আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছল (অভাবশূন্য) করে দাও। *(মুসলিম ৪/ ২০৮৪)*

৪- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাস্তুর আউরাতী অআ-মিন রাউআতী অক্বযি আন্নী দাইনী।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপনীয় ত্রুটিকে গোপন কর,ভয় থেকে নিরাপত্তা দাও এবং আমার তরফ থেকে আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও। *(সহীহুল জামে' ১২৬২ নং)*

হতাশাজনক কিছু ঘটলে

"আল্লাহর নিকট বলবান মুমিন দুর্বল মুমিন অপেক্ষা উত্তম এবং প্রিয়। অবশ্য উভয়েই মঙ্গল আছে। তোমাকে যে বস্তু উপকৃত করবে তার প্রতি যত্নবান হও

এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। আর হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি অপ্রিয় কিছু তোমার ঘটেই থাকে তাহলে একথা বলো না যে, 'যদি আমি এই করতাম তাহলে এই হতো না' ইত্যাদি। বরং বল ;

. (ক্বাদ্দারাল্লা-হু অমা শা-আ ফাআল।)

অর্থাৎ- আল্লাহ ভাগ্য নির্ধারিত করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তা করেছেন। যেহেতু 'যদি-যদি' করা শয়তানের কর্মদ্বার উন্মুক্ত করে।" *(মুসলিম ৪/২০৫২)* সুতরাং আক্ষেপ ও হা-হুতাশ পরিহার করে নতুনভাবে কর্ম শুরু করাই দরকার।

সন্তোষজনক কিছু ঘটলে বা দেখলে

.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী বিনি'মাতিহী তাতিম্মুস্ স্বা-লিহা-ত।

অর্থ- সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যাঁর অনুগ্রহেই সৎকর্মাদি পরিপূর্ণ হয়। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৩০৬৬নং)*

অসন্তোষজনক কিছু ঘটলে বা দেখলে

.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি আলা কুল্লি হা-ল।

অর্থ- আল্লাহর নিমিত্তে সকল প্রশংসা সর্বাবস্থায়। *(সহীহুল জামে ৪/২০১, সিঃ সহীহাহ ২৬৫নং)*

খুশী বা আশ্চর্যজনক কিছু ঘটলে বা দেখলে

(সুবহা-নাল্লা-হ) অথবা (আল্লা-হু আকবার) পড়বে।

(বুখারী ১/২১০, ৮/৪৪১, মুসলিম ৪/১৮৫৭)

কিছু দেখে নজর লাগার ভয় থাকলে বর্কতের দুআ দেবে। *(সহীহুল জামে ১/২১২)*

মনোরম কিছু দেখলে

উচ্চারণঃ- মা শা-আল্লা-হু লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।' *(কু ১৮/ ৩৯)*

আগামীতে কিছু করব বললে

. (ইনশা-আল্লা-হ) বলা বিধেয়। যেহেতু কোন কর্মই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। *(কুঃ ১৮/২৩-২৪)*

কাউকে হাসতে দেখলে

. (আয্‌হাকাল্লা-হু সিন্নাক)

অর্থাৎ- আল্লাহ আপনার দন্তকে হাস্যময় করুন। *(বুখারী ৭/৩৭, মুসলিম ২৩৯৬ নং)*

ঘাবড়ে গেলে বা ভয় পেলে

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ)। *(বুখারী ১১/৪৬৭)*

ঝড় বাতাসের সময়

ঝড় বা ঝোড়ো বাতাসকে গালি না দিয়ে নিম্নের দুআ পঠনীয়।

১- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অ আঊযু বিকা মিন শার্রিহা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এর মঙ্গল প্রার্থনা করছি এবং এর অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবু দাঊদ ৪/৩২৬, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩০৫)*

২-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অখাইরা মা ফীহা অখাইরা মা উরসিলাত বিহ, অআঊযু বিকা মিন শার্রিহা অশার্রি মা ফীহা অশার্রি মা উরসিলাত বিহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং যার সহিত এ প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর এর অনিষ্ট, এর মধ্যে যা আছে তার অনিষ্ট এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি। *(বুখারী ৪/৭৬, মুঃ ২/ ৬১৬)*

“আল্লা-হুম্মাজআলহা রিয়া-হান--” হাদীসটি বাতিল হাদীস।*(সিঃ সহীহাহ ৬/৬০২)*

মেঘ দেখলে

আকাশে মেঘ দেখলে কাজ ছেড়ে দিয়ে নিম্নের দুআ পড়তে হয়;

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শার্রিহা)

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ওর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(সহীহ আবু দাঊদ ৪২৫২নং)*

বৃষ্টি নামলে

আল্লা-হুম্মা স্বাইয়্যিবান না-ফিআ।

অর্থ- হে আল্লাহ! লাভদায়ক বৃষ্টি বর্ষণ কর। *(বুখারী ২/৫১৮)*

মেঘ গর্জন কালে

কথাবার্তা ছেড়ে এই দুআ পঠনীয়-

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাল্লাযী য়্যুসাব্বিহুর রা’দু বিহামদিহী অলমালা-ইকাতু মিন খীফাতিহ।

অর্থঃ- আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করি যাঁর ভয়ে মেঘনাদ ও ফিরিশ্তাবর্গ তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। *(মুঅত্ত্বা’ ২/৯৯২)*

এখানে ‘লা তাক্বতুলনা বিগাযাবিকা’ এর হাদীসটি যয়ীফ। *(যয়ীফ তিরমিযী ৪৪৮*

পৃঃ)

বৃষ্টির পর

উচ্চারণঃ- মুত্বিরনা বিফায্‌লিল্লা-হি অরাহমাতিহ।

অর্থ- আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণায় আমাদের মাঝে বৃষ্টি হল। *(বুঃ ১/২০৫, মুঃ ১/৮৩)*

অনাবৃষ্টি হলে

বৃষ্টি না হলে ইস্তিস্কার নামায পড়া সুন্নত। নামাযের পূর্বে খুতবায় হাত তুলে দুআ করা বিধেয়। এবং জুমআর খুতবায় হাত তুলে বৃষ্টির জন্য দুআ করা বিধিসম্মত। যেমন এই সময় অনেকানেক ইস্তেগফার করা কর্তব্য।

১-

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামীন আর রাহমা-নির রাহীম, মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু য়্যাফআলু মা য়্যুরীদ, আল্লা-হুম্মা আন্তাল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত, আন্তাল গানিইয়্যু অনাহনুল ফুক্বারা-', আনযিল আলাইনাল গাইসা অজ্‌আল মা আনযালতা লানা কুউওয়াতাঁউ অ বালা-গান ইলা-হীন।

অর্থঃ- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর নিমিত্তে। যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। যিনি অসীম করুণাময়, দয়াবান। বিচার দিবসের অধিপতি। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন সত্য আরাধ্য নেই। তুমিই অভাবমুক্ত এবং আমরা অভাবগ্রস্ত। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং যা বর্ষণ করেছ তা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত শক্তি ও যথেষ্টতার কারণ বানাও। *(আবু দাঊদ)*

২-

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাসক্বিনা গাইসাম মুগীসাম মারীআম মারীআ'ন না-ফিআন

গাইরা য়া-র্রিন আ’-জিলান গাইরা আ-জিল।

অর্থ- আল্লাহ গো! আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর, প্রয়োজন পূর্ণকারী স্বাচ্ছন্দ্য ও উর্বরতা আনয়নকারী, লাভদায়ক ও হিতকর, এবং বিলম্বে নয় অবিলম্বে বর্ষণশীল বৃষ্টি। *(আবু দাঊদ ১/ ৩০৩)*

৩- .

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা আগিসনা, আল্লা-হুম্মা আগিসনা, আল্লা-হুম্মা আগিসনা।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য পানি বর্ষণ কর। *(বুঃ ১/২২৪, মুঃ ২/৬১৩)*

৪- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাসক্বি ইবা-দাকা অবাহা-ইমাকা অনশুর রাহমাতাকা অআহয়ি বালাদাকাল মাইয়্যিত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের ও প্রাণীদের উপর পানি বর্ষণ কর এবং তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও। আর তোমার মৃত দেশকে জীবিত কর। *(আবু দাঊদ ১/৩০৫)*

অতিবৃষ্টি হলে

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লাইনা অলা আলাইনা, আল্লা-হুম্মা আলাল আ-কামি অযযিরা-বি অবুতূনিল আউদিয়াতি অমানা-বিতিশ শাজার।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশে বর্ষাও, আমাদের উপরে নয়। হে আল্লাহ! পাহাড়, টিলা, উপত্যকা এবং বৃক্ষাদির উদ্‌গত হওয়ার স্থানে বর্ষাও। *(বুঃ ১/২২৪, মুঃ ২/৬১৪)*

খাওয়ার আগে দুআ

‘বিসমিল্লাহ’ বলে ডান হাত দ্বারা নিজের দিকে এক তরফ থেকে খেতে শুরু করতে হয়। খাওয়া শুরু করার পূর্বে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে ভুলে গেলে এবং

মাঝে মনে পড়লে বলতে হয়,

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহু অ আ-খিরাহ।

অর্থ- শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম নিয়ে খাচ্ছি। *(সহীহ তিরমিযী ২/ ১৬৭)*

খাদ্যের কোন প্রকার ত্রুটি বর্ণনা করতে নেই। একত্রে (এক পাত্রে) বসে ভোজন করলে তাতে বর্কত হয়। *(সঃ জামে ১৪২নং)*

খাওয়ার পরে দুআ

১। খাওয়ার শেষে নিম্নের দুআ পঠনীয়;

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি অআত্বইমনা খাইরাম মিন্‌হ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বর্কত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম আহার দান কর।

খাবার দুধ হলে বলবে, .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-রিক-লানা ফীহি অযিদনা মিন্‌হ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বর্কত দান কর এবং আমাদেরকে এর প্রাচুর্য দাও। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫৮)*

প্রকাশ থাকে যে, এই দুআ অনেকে খাবার আগে পড়তে হয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। (হিসনুল মুসলিম দ্রঃ)

২- .

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্বআমানী হা-যা অরাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী অলা কুউওয়াহ।

অর্থ- সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এ খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়াই।

এই দুআটি পাঠ করলে পূর্বেকার গোনাহ মাফ হয়ে যায়। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫৯)*

৩-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আত্বআমতা অআসক্বাইতা অআগনাইতা অআক্বনাইতা

অহাদাইতা অআহ্‌য়্যাইত্‌। ফালাকাল হামদু আলা মা আ'ত্বাইত্‌।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি খাওয়ালে, পান করালে, অভাবমুক্ত করলে, তৃপ্ত করলে, হেদায়াত করলে এবং জীবিত করলে। সুতরাং তুমি যা কিছু দান করেছ, তার উপর তোমারই সমুদয় প্রশংসা।

৪-

.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান ত্বাইয়্যিবাম মুবা-রাকান ফীহি গায়রা মাকফিইয়্যিন অলা মুওয়াদ্দাইন অলা মুস্তাগনান আনহু রাব্বানা।

অর্থ- আল্লাহর জন্য অগণিত পবিত্র ও বর্কতপূর্ণ প্রশংসা। অকুণ্ঠ, নিরবচ্ছিন্ন, প্রয়োজন-সাপেক্ষ প্রশংসা। হে আমাদের প্রভু! *(বুঃ ৬/২১৪, তিঃ ৫/৫০৭)*

'সাক্বানা অজাআলানা মুসলিমীন'এর হাদীসটি যয়ীফ। *(যঃ তিরমিযী ৪৪৮ পৃঃ)*

অপরের নিকট পানাহার করলে তাদের জন্য দুআ

১- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা রাযাক্বতাহুম অগফিরলাহুম অরহামহুম।

অর্থ- হে আল্লাহ! ওদের তুমি যা দান করেছ তাতে ওদের জন্য বর্কত দান কর। ওদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং ওদের প্রতি রহম কর। *(মুঃ ৩/১৬১৫)*

২- .

উচ্চারণ- আকালা ত্বাআ-মাকুমুল আবরা-র, অস্বাল্লাত আলাইকুমুল মালা-ইকাহ, অ আফত্বারা ইনদাকুমুস্ব স্বা-য়িমূন।

অর্থ- সজ্জনরা আপনাদের খাবার খাক, ফিরিশ্তাবর্গ আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আপনাদের নিকট রোযাদাররা ইফতার করুক। *(মুঃ আহমাদ ৩/১৩৮, বাইহাক্বী ৭/২৮৭)*

কেউ কিছু পান করালে তার জন্য দুআ

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আত্বইম মান আত্বআমানী অসক্বি মান সাক্বা-নী।

অর্থ - হে আল্লাহ! তাকে তুমি খাওয়াও যে আমাকে খাওয়াল এবং তাকে পান করাও যে আমাকে পান করাল। *(মুঃ ৩/ ১২৬)*

রোযা ইফতারের দুআ

রোযা ইফতারের সময় দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস শুদ্ধ নয়। *(ইরওয়াউল গলীল ৯২১ নং)*

অনুরূপ এই সময় 'আল্লা-হুম্মা লাকা সুমতু অআলা রিযক্বিকা আফত্বারতু' দুআর হাদীসও যয়ীফ। *(যয়ীফ আবু দাউদ ২৩৪ পৃঃ)*

ইফতার শেষে নিম্নের দুআ পঠনীয়,

.

উচ্চারণঃ- যাহাবায যামা-উ অবতাল্লাতিল উরুক্বু অসাবাতাল আজরু ইন শা-আল্লাহ।

অর্থ- পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং আল্লাহ চাহেন তো সওয়াব সাব্যস্ত হল। *(আবু দাউদ ২/৩০৬, সঃ জামে ৪/২০৯)*

অপরের নিকট রোযা ইফতার করলে

.

উচ্চারণ- আফত্বারা ইনদাকুমুস্ব স্বা-য়িমূন, অ আকালা ত্বাআ-মাকুমুল আবরা-র, অস্বাল্লাত আলাইকুমুল মালা-ইকাহ।

অর্থঃ- আপনাদের নিকট রোযাদাররা ইফতার করুক, সজ্জনরা আপনাদের খাবার খাক এবং ফিরিশ্তাবর্গ আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। *(আবু দাউদ ৩/৩৬৭)*

রোযাদারকে দিনে কেউ খেতে ডাকলে তার জন্য দুআ করবে। *(মুঃ ২/ ১০৫৪)* কেউ গালি দিলে বলবে আমি রোযা রেখেছি। আমি রোযা রেখেছি। *(বুঃ ৪/ ১০৬, মুঃ ২/৮০৬)*

প্রথম দিনের চাঁদ দেখলে

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিলয়্যুমনি অলঈমা-নি অসসালা-মাতি অলইসলা-ম, রাব্বী অরাব্বুকাল্লা-হ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ঐ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর বর্কত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫৭, সিঃ সহীহাহ ১৮১৬নং)*

নতুন ফল-ফসল দেখলে

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফী সামারিনা, অবা-রিক লানা ফী মাদীনাতিনা, অবা-রিক লানা ফী সা-ইনা, অবা-রিক লানা ফী মুদ্দিনা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফল-ফসলে, শহরে ও পরিমাপে বর্কত দান কর। *(মুঃ ২/ ১০০০)*

হাঁচির সময়

যে হাঁচি দেবে সে সশব্দে বলবে, 'আলহামদু লিল্লা-হ'। আর যে তার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা শুনবে সে তার জন্য দুআ করবে, বলবে, 'ইয়ার হামুকাল্লা-হ' (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে রহম করে)। অতঃপর যে হাঁচি দিয়েছে সে নিজের জন্য দুআ করতে শুনলে ঐ ব্যক্তির জন্যও (কাফের হলেও) দুআ করবে, বলবে,

(য়্যাহদীকুমুল্লা-হু অয়্যুসলিহ বা-লাকুম)

অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথ দেখান এবং তোমাদের অন্তর সংশোধন করেন। *(বুঃ ৭/ ১২৫)*

৩ বারের অধিক হাঁচলে আর উত্তর দিতে হয় না। *(আবু দাউদ ৫০৩৪)*

কোন কাফের হাঁচলে তার দুআর জওয়াবে শেষোক্ত দুআটি পঠনীয়। *(সহীহ তিরমিযী ২/৩৫৪)*

নামাযে হাঁচলে বলবে,

.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহি মুবা-রাকান আলাইহি কামা য়্যুহিব্বু রাব্বুনা অ য়্যারয়্যা।

অর্থ- পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। *(আঃদাঃ, তিঃ, নাঃ, মিশকাত ৯৯২নং)*

জুমআহ, বিবাহ-বন্ধন ইত্যাদির খুতবাহ

উচ্চারণঃ- ইন্নাল হামদা লিল্লা-হি নাহমাদুহু অনাস্তাঈনুহু অনাস্তাগফিরুহু, অনাউযু বিল্লা-হি মিন শুরূরি আনফুসিনা অ সাইয়িআ-তি আ'মা-লিনা। মাঁই য়্যাহদিহিল্লা-হু ফালা মুয়িল্লা লাহু অমাঁই য়্যুয্‌লিল ফালা হা-দিয়া লাহ। অ আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।

এরপর সূরা নিসার ১ নং আয়াত, সূরা আ-লে ইমরানের ১০২ নং আয়াত, এবং সূরা আহযাবের ৭০-৭১ নং আয়াত।

অর্থঃ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য চাই এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের আত্মা এবং আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে ভ্রষ্টকারী কেউ নেই এবং তিনি যাকে ভ্রষ্ট করেন তাকে পথপ্রদর্শনকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ

নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর দাস ও রসূল।

হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন, এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা কর। আর ভয় কর জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে অবশ্যই মরো না।

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল, তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। *(আবু দাউদ ২১১৮, তি ১১০৫)*

বরকনের উদ্দেশ্যে দুআ

বরকনের জন্য প্রত্যেকেই একাকী বরকে উদ্দেশ্য করে এই দুআ বলবেঃ-

.

উচ্চারণঃ- বা-রাকাল্লা-হু লাকা অবা-রাকা আলাইকা অজামাআ বাইনাকুমা ফী খাইর।

অর্থ -আল্লাহ তোমার জন্য (এই বিবাহকে) বর্কতপূর্ণ করুন, তোমার উপর বর্কত বর্ষণ করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণে মিলিত রাখুন। *(সহীহ তিঃ ১/৩১৬)*

বাসরের দুআ

প্রথম সাক্ষাতে (দুই রাকাআত নামায পড়ে) স্ত্রীর ললাটে হাত রেখে নিম্নের দুআ পড়তে হয়।

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অখাইরা মা জাবালতাহা

আলাইহ, অআউযু বিকা মিন শার্রিহা অশার্রি মা জাবালতাহা আলাইহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং যে প্রকৃতির উপর তুমি একে সৃষ্টি করেছ তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর তোমার নিকট এর অকল্যাণ এবং যে প্রকৃতির উপর তুমি একে সৃষ্টি করেছ তার অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবু দাউদ ২/২৪৮, সহীহ ইবনে মাজাহ ১/৩২৪)*

স্ত্রী-সহবাসের পূর্বে দুআ

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না অজান্নিবিশ শায়ত্বা-না মা রাযাক্বতানা।

অর্থ- আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে (সন্তান) দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।

এই সহবাসে সন্তান জন্ম নিলে ঐ সন্তানকে শয়তান কখনো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। *(বুঃ ৬/১৪১, মুঃ ২/১০২৮)*

সন্তান ভূমিষ্ট হলে

শিশু (ছেলে অথবা মেয়ে) ভূমিষ্ট হলে তার কানে নামাযের আযান দেওয়া সুন্নত। *(তিঃ ১৫১৪, আঃদাঃ ১৫০৫)*

ইকামত দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি জাল। *(সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৩২১নং)*

ক্রোধের সময়

'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পড়লে ক্রোধ ঠান্ডা হয়ে যায়। *(বুঃ ১০/৩৮৯, মুঃ ২৬১০)*

ক্রোধ এলে যদি কেউ দাঁড়িয়ে থাকে তবে বসে যাবে এবং বসে থাকলে শুয়ে যাবে। *(আঃ দাঃ ৪৭৮২, সঃ জাঃ ৭০৭)*

মজলিস ও জালসায় দুআ

যে মজলিসে বা বৈঠকে আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণ) হয়না সে মজলিসের লোক সকল মৃত গাধার দেহের উপর সমবেত হয় এবং তাদের আক্ষেপ হবে। *(আহমদ ২/৩৮৯, হাকেম ১/৪৯২)*

১- মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে সকলকেই নিম্নের দুআ পড়া সুন্নত।

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাক্বসিম লানা মিন খাশ্‌য়্যাতিকা মা তাহূলু বিহী বাইনানা অবাইনা মাআ-সীক, অমিন ত্বা-আতিকা মা তুবাল্লিগুনা বিহী জান্নাতাক, অমিনাল ইয়াক্বীনি মা তুহাউবিনু বিহী আলাইনা মাসা-ইবাদ দুন্‌য়্যা। আল্লাহুম্মা মাত্তি'না বিআসমা-ইনা অ আবস্বা-রিনা অক্বুউওয়াতিনা মা আহয়্যাইতানা, অজআলহুল ওয়া-রিসা মিন্না। অজআল সা'রানা আলা মান যালামানা, অনসুরনা আলা মান আ-দা-না, অলা তাজআল মুসীবাতানা ফী দীনিনা। অলা তাজআলিদ্দুন্‌য়্যা আকবা-রা হাম্মিনা অলা মাবলাগা ইলমিনা, অলা তুসাল্লিত্ব আলাইনা মাল লা য়্যারহামুনা।

অর্থ - আল্লাহ গো! আমাদের জন্য তোমার ভীতি বিতরণ কর যার দ্বারা তুমি আমাদের ও তোমার অবাধ্যাচরণের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি কর। তোমার আনুগত্য বিতরণ কর যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাও। আমাদের জন্য এমন একীন (প্রত্যয়) বিতরণ কর যার দ্বারা তুমি আমাদের উপর দুনিয়ার বিপদ সমূহকে সহজ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কর্ণ, চক্ষু ও শক্তি দ্বারা যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখ ততদিন আমাদেরকে উপকৃত কর এবং তা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখ। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের নিকট আমাদের প্রতিশোধ নাও। যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না। দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ

সীমা করো না, আর যারা আমাদের উপর রহম করে না তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাসীন করোনা। *(তিঃ ৩৪৯৭নং)*

২-

উচ্চারণঃ- রাব্বিগফিরলী অতুব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্‌ তাউওয়া-বুল গাফূর।

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি তওবা গ্রহণকারী ক্ষমাশীল। *(সঃ তিঃ ৩/ ১৫৩, সঃ ইবনে মাজাহ ২/৩২১)*

কাফ্‌ফারাতুল মজলিস

কোন মজলিসে হৈ-হাল্লা বেশী করলে, বৈঠক শেষে নিম্নের দুআ পাঠ করলে ঐ মজলিসে কৃত (সগীরাহ) গোনাহর কাফফারা হয়ে যায়।

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্‌ফিরুকা অ আতূবু ইলাইক্।

অর্থ- তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি। *(সঃ তিঃ ৩/ ১৫৩)*

দুআর বদলে দুআ

কেউ যদি আপনাকে দুআ করে বলে, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।' তাহলে আপনিও তার জওয়াবে বলুন 'এবং আপনাকেও।' *(মুঃ আহমদ ৫/৮২)*

কেউ যদি আপনাকে বলে, 'আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি'। তাহলে আপনিও তার উত্তরে বলুন, 'যাঁর ওয়াস্তে আপনি আমাকে ভালোবাসেন তিনি আপনাকে ভালোবাসুন।' *(আবু দাঊদ ৪/৩৩৩)*

কারো প্রশংসা করতে হলে

কারো সার্টিফাই বা প্রশংসা করতে হলে এইরূপ বলতে হয়, 'অমুককে আমি এই মনে করি এবং আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। আর আল্লাহর তকদীর ও জ্ঞানের উপর কারো প্রশংসা করি না। যেহেতু পরিণাম ও গুপ্ত বিষয় তো আল্লাহই

জানেন, আমি ওকে এই মনে করি---।’

অতঃপর জানা বিষয়ে তার প্রশংসা করবে। *(মুঃ ৪/২২৯৬)*

কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার জন্য দুআ

▪

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নামা আনা বাশারুন ফাআইয়্যুমা রাজুলিন মিনাল মুসলিমীনা সাবাবতুহু আউ লাআ’নতুহু আউ জালাত্তুহু ফাজআলহা লাহু যাকা-তাঁউ অরাহমাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ মাত্র। তাই মুসলিমদের যাকেই আমি গালি দিয়েছি বা অভিশাপ করেছি বা চাবুক মেরেছি তার জন্য তা পবিত্রতা ও রহমত বানিয়ে দাও। *(মুঃ ২৬০১)*

কেউ অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাইলে

▪

উচ্চারণঃ- বা-রাকাল্লা-হু ফী আহলিকা অমা-লিক।

অর্থ- আল্লাহ তোমার পরিবার ও মালে বর্কত দিন। *(বুঃ ৪/৮৮)*

ঋণ পরিশোধ করলে

ঋণ পরিশোধকালে ঋণদাতার শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে নিম্নের দুআ বলতে হয়;

▪

উচ্চারণঃ- বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা অমা-লিক, ইন্নামা জাযা-উস সালাফিল হামদু অলআদা-’।

অর্থ- আল্লাহ তোমার পরিবার ও মালে বর্কত দান করুন। ঋণের প্রতিদান তো প্রশংসা ও আদায়। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৫৫)*

কেউ কোন উপহার, উপকার বা সাহায্য করলে

কেউ কোন উপহার, উপকার বা সাহায্য করলে তার জন্য নিম্নের দুআ করতে হয়;

১- . (জাযা-কাল্লা-হু খাইরা)

অর্থ- আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। *(সহীহ তিঃ ২/২৫০)*

২-

(বা-রাকাল্লা-হু ফীক) অর্থাৎ আল্লাহ আপনার মাঝে বর্কত দিন।

এর উত্তরে দাতাকেও বলা উচিত, (অফীকা বা-রাকাল্লা-হ) অর্থাৎ আপনার মাঝেও আল্লাহ বর্কত দিন। *(ইবনুস সুন্নী ২৭৮)*

কোন পশু ক্রয় করলে

তার কপালের লোমগুচ্ছ ধরে বাসরে পঠনীয় দুআ পাঠ করতে হয়।

যানবাহনে চড়লে

চড়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। চড়ে বসে বলবে, 'আলহামদু লিল্লাহ'। অতঃপর নিম্নের আয়াত পাঠ করবে,

﴾ ﴿

অর্থঃ- পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব। *(কুঃ ৪৩/১৩-১৪)*

অতঃপর 'আলহামদু লিল্লা-হ' ৩বার। 'আল্লাহু আকবার' ৩বার পড়ে নিম্নের দুআ বলবে,

.

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগ্‌ফির লী, ফাইন্নাহু লা য়্যাগ্‌ফিরুয্‌ যুনূবা ইল্লা আন্ত্‌।

অর্থঃ- তুমি পবিত্র হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি

অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও। যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ মাফ করতে পারেনা। *(আঃদাঃ ৩/৩৪, সঃতিঃ ৩/ ১৫৬)*

প্রকাশ যে, জলজাহাজে বা নৌকায় চড়ে দুআর হাদীসটি যয়ীফ।

সফরে বের হওয়ার সময়

সফরে বের হওয়ার সময় যানবাহনে চড়ে নিম্নের দুআদি পঠনীয়;

আল্লাহু আকবার ৩বার। অতঃপর পূর্বোক্ত 'সুবহানাল্লাযী----' পাঠ করে এই দুআ পড়তে হয়,

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্রা অত্তাক্বওয়া অমিনাল আমালি মা তারয়া। আল্লা-হুম্মা হাউ}ন আলাইনা সাফারানা হা-যা অত্ব} আন্না বু'দাহ। আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ স্বা-হিবু ফিস্‌সাফারি অলখালীফাতু ফিলআহল্। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন অ'সা-ইস্ সাফারি অকাআ-বাতিল মানযারি অসূইল মুনক্বালাবি ফিলমা-লি অলআহল্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আমাদের এই সফরে তোমার নিকট পুণ্য, সংযম, এবং সেই আমল প্রার্থনা করছি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দাও এবং এর দূরত্বকে সঙ্কুচিত করে দাও। আল্লাহ গো! তুমিই সফরের সাথী এবং পরিবারে প্রতিনিধিও তুমিই। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট সফরের কষ্ট, মর্মান্তিক দৃশ্য এবং মালধন ও পরিবারে মন্দ প্রত্যাবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মুঃ২/৯৯৮)*

সফরে বের হওয়ার পূর্বে ২ রাকআত নামায পড়া মুস্তাহাব। *(সিঃ সহীহাহ ১৩২৩নং)*

সফরকারীর নিজের পরিবারের জন্য দুআ

বাড়ি থেকে সফরে বের হওয়ার সময় পরিজনের উদ্দেশ্যে এই দুআ বলা বিধেয়;

উচ্চারণঃ- আস্তাউদিউকুমুল্লা-হাল্লাযী লা তাযীউ অদা-ইউহ।

অর্থঃ- আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর নিকট আমানত রাখছি যাঁর আমানত নষ্ট হয়না। *(মুঃ আহমদ ২/৪০৩, সঃ ইবনে মাজাহ ২/১৩৩)*

সফরকারীকে বিদায়কালে দুআ

কেউ সফর করলে পরিজনের উচিত বিদায়কালে তার উদ্দেশ্যে নিম্নের দুআ বলা,

১- .

উচ্চারণঃ- আস্তাউদিউল্লা-হা দীনাকা অআমা-নাতাকা অখাওয়াতীমা আমালিক।

অর্থঃ- আমি তোমার দ্বীন, আমানত এবং আমলের শেষ পরিণতিকে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখছি। *(মুঃ আহমদ ২/৭, সঃ তিঃ ২/১৫৫)*

২- .

উচ্চারণঃ- যাউওয়াদাকাল্লা-হুত্‌ তাক্বওয়া অ গাফারা যামবাকা অ য়্যাস্‌সারা লাকাল খাইরা হাইসু মা কুন্ত্‌।

অর্থঃ- আল্লাহ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দান করুন, তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং যেখানেই থাক, তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করুন। *(সঃ তিঃ ৩/১৫৫)*

৩-

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাত্বি} লাহুল বু'দা অ হাউ্বি}ন আলাইহিস সাফার।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি ওর জন্য (সফরের) দূরত্বকে সঙ্কুচিত করে দাও এবং সফরকে সহজ করে দাও। *(তিরমিযী)*

পথ চলতে

পথ চলাকালে উঁচু জায়গায় উঠতে 'আল্লাহু আকবার' এবং নিচু জায়গায় নামতে 'সুবহানাল্লাহ' বলা কর্তব্য। *(বুখারী ৬/১৩৫)*

কোন গ্রাম বা শহর প্রবেশকালে

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তিস সাব্‌ই অমা আযলালনা, অরাব্বাল আরাযীনাস সাব্‌ই অমা আক্বলালনা, অরাব্বাশ্‌ শায়া-ত্বীনি অমা আযলালনা, অরাব্বার রিয়া-হি অমা যারাইনা, আসআলুকা খাইরা হা-যিহিল ক্বারয়্যাতি অখাইরা আহলিহা অখাইরা মা ফীহা। অ আঊযু বিকা মিন শার্রিহা অশার্রি আহলিহা অশার্রি মা ফীহা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে সপ্তাকাশ ও যা কিছুকে তা ছেয়ে আছে তার প্রতিপালক! হে সপ্ত পৃথিবী ও যা কিছু তা বহন করে তার প্রতিপালক! হে শয়তানদল ও তারা যাদেরকে ভ্রষ্ট করে তাদের প্রতিপালক! হে বায়ু ও যা কিছু তা উড়িয়ে থাকে তার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই গ্রাম ও গ্রামবাসীর এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অমঙ্গল হতে পানাহ চাচ্ছি। *(হাকেম ২/১০০, ইবনুস সুন্নী ৫২৪)*

বাজার প্রবেশ করলে

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুয়া হাইয়্যুল লা য়্যামূত, বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই। তাঁরই নিমিত্তে সারা রাজত্ব ও সকল প্রশংসা। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁরই হাতে যাবতীয় মঙ্গল এবং তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।

বাজার প্রবেশ করে এই দুআটি যে পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য ১০ লক্ষ পুণ্য লিপিবদ্ধ করবেন, তার ১০ লক্ষ পাপ মোচন করে দেবেন, তাকে ১০ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং বেহেশ্তে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।” *(সঃ তিরমিযী২/১৫২, হাকেম ১/৫৩৮)*

বাজার হল গাফলতি ও ঔদাস্যের জায়গা। তাই সেখানে ঐ দুআ পাঠ করলে

এত এত সওয়াব।

যানবাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে

ঘোড়া, উট বা গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে শয়তানকে গালিমন্দ করতে নেই। কারণ এতে সে তৃপ্তি পায়। তাই এই সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয়। তাতে শয়তান ছোট হয়ে যায়। *(আবু দাউদ ৪/২৯৬)*

সফরকারীর ভোরের যিক্‌র

উচ্চারণঃ- সামিআ সা-মিউন বিহামদিল্লা-হি অহুসনি বালা-ইহী আলাইনা, রাব্বানা স্বা-হিবনা অ আফযিল আলাইনা, আ-ইযাম বিল্লা-হি মিনান্না-র।

অর্থঃ- শ্রবণকারী (আমাদের) আল্লাহর প্রশংসা ও আমাদের উপর উত্তম পরীক্ষার (শুক্‌র) শ্রবণ করেছে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের সঙ্গে থাক এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থী। *(মুসলিম ৪/২০৮৬)*

সফরে কোন অচেনা স্থানে বিশ্রামের সময়

এ স্থলে সকাল ও সন্ধ্যার ৮নং যিক্‌র পঠনীয়। ঐ দুআটি পড়লে ঐ স্থানের কোন কিছু আর অনিষ্ট করতে পারেনা। *(মুঃ ৪/২০৮০)*

সফর থেকে ফিরে এলে

সফরে বের হওয়ার সময় দুআটির সাথে নিম্নের দুআটিও যোগ করবে,

উচ্চারণঃ- -------আ-ইবূনা তা-ইবূনা আ-বিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন।

অর্থঃ- -----(আমরা সফর থেকে) প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। *(মুসলিম ২/৯৯৮)*

সফর থেকে ফিরে এসেও ২ রাকআত নামায পড়া সুন্নত।

জিহাদ বা হজ্জ থেকে ফিরে এলে

তসবীহ ও তাহলীল পরিচ্ছেদের ১নং দুআ পাঠ করে সফর থেকে ফিরে আসার উপরোক্ত (আ-ইবূনা---) দুআটি পড়বে। অতঃপর এই দুআটি যুক্ত করবে,

উচ্চারণঃ- স্বাদাক্বাল্লা-হু অ'দাহ, অনাসারা আবদাহ, অহাযামাল আহযা-বা অহদাহ।

অর্থঃ- আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার সত্য করেছেন, তিনি তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং একাই দলসমূহকে পরাস্ত করেছেন। *(বুখারী ৭/ ১৬৩, মুসলিম২/৯৮০)*

মহানবী ﷺ এর নাম শুনলে

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর যে ব্যক্তি ১ বার দরূদ পাঠ করে বিনিময়ে আল্লাহ তার উপর ১০বার রহমত বর্ষণ করে থাকেন। *(মুঃ ১/২৮৮)*

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নাম যার কানে পৌঁছে অথচ দরূদ পাঠ করে না, সেই হল আসল বখীল। *(সঃ তিরমিযী ৩/ ১৭৭)* সুতরাং তাঁর নাম শোনা বা বলা মাত্র পড়তে হয়,

। (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি অসাল্লাম)। অথবা

। (আলাইহিস স্বালা-তু অসসালা-ম।)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন।

সকাল ও সন্ধ্যায় ১০বার করে দরূদ পাঠ করলে রোজ কিয়ামতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শাফাআত নসীব হবে। *(ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ৬৫৬নং)*

মহানবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠের আরো ফযীলত এই যে, তার ফলে পাঠকারীর দুশ্চিন্তা দূর হবে, গোনাহ মাফ হবে, মহানবী ﷺ তার জবাব দেবেন, কিয়ামতের দিন কোন আফশোস হবে না, দুআ কবুল হবে, ইত্যাদি। দরূদ পাঠ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি মহব্বতের এক জ্বলন্ত নিদর্শন। *(জালাউল আফহাম, ইবনুল কাইয়েম ৩৫৯-৩৭০ দ্রষ্টব্য)*

দরূদ পাঠের স্থান হল, নামাযের তাশাহহুদে, কুনুতের শেষে, জানাযার নামাযে, খুতবায়, আযানের জওয়াব দেওয়ার পর, দুআর সময়, মসজিদে প্রবেশ করতে ও সেখান হতে বের হতে, ইল্‌মী মজলিসে, জুমআর দিনে ইত্যাদি।

প্রকাশ থাকে যে, জামাআতী দরূদ বা কিয়াম করে দরূদ এবং মনগড়া রচিত

দরূদ পাঠ করা বিদআত।

সালাম

সালাম দেওয়া শ্রেষ্ঠ ইসলামের এক নিদর্শন। যা পরস্পরের মাঝে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে; যা ঈমান পরিপূরক এক অংশ। সালাম নিম্নরূপে দেওয়া বিধেয়;

 (আসসালা-মু আলাইকুম)। এর সঙ্গে

(অরাহমাতুল্লা-হ) যোগ করা উত্তম। আবার উভয়ের শেষে (অবারাকা-তুহ) যুক্ত করা সবচেয়ে উত্তম। মোট ৩ টি বাক্যাংশে ৩০ টি নেকী লাভ হয়ে থাকে। *(আঃদাঃ ৪/৩৫০, তিঃ ৫/৫২)*

এগুলির অর্থ হল, আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক।

সালামের উত্তর

সালামের উত্তর দেওয়ার প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে অথবা ওরই অনুরূপ উত্তর দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" *(কুঃ ৪/৮৬)*

সুতরাং সালামদাতা যে মেজাজ, কণ্ঠস্বর ও বাক্যে সালাম দেবে তার চেয়ে উত্তম মেজাজ, কণ্ঠস্বর ও অধিক শব্দ দ্বারা সালামের উত্তর দেওয়া কর্তব্য। নচেৎ অনুরূপ জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব। সালাম অপেক্ষা তার উত্তর যেন নিকৃষ্টতর না হয়, নচেৎ সম্প্রীতির স্থানে বিদ্বেষ জন্ম নেবে। অতএব উত্তর হবে,

(অ আলাইকুমুস সালা-মু অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ)। অর্থাৎ, আর আপনার উপরেও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক।

কেউ পরোক্ষভাবে অন্যের মাধ্যমে সালাম পাঠালে যে সালাম পৌঁছাবে তাকে সহ সালামদাতাকে এই উত্তর দেবে,

(অ আলাইকা অ আলাইহিস সালা-ম)। অর্থাৎ, আর আপনার ও তাঁর উপরেও শান্তি বর্ষণ হোক। *(সঃ আঃদাঃ ৪৩৫৮-নং)*

কেবলমাত্র ইশারা ও ইঙ্গিতে সালাম বা তার উত্তর দেওয়া বৈধ নয়। *(সঃতিঃ ২১৬৮-নং, সিঃসঃ২১৯৪নং)* দূর থেকে সালাম দিলেও হাতের ইশারার সাথে মুখে সালাম উচ্চারণ করতে হবে। অবশ্য নামাযে রত থাকলে কেবল হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেওয়া বিধেয়। *(তিঃ, মিশকাত ৯৯১নং)*

কাফের সালাম দিলে

কাফের সালামের হকদার নয়। কোন কাফের সালাম দিলে তার উত্তরে কেবল 'অআলাইকুম' বলতে পারি। *(মুঃ ৪/১৭০৫)* একই দলে মুসলিম ও কাফের থাকলে মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করে 'আসসালা-মু আলাইকুম' বলেই সালাম দেওয়া যায়। *(বুঃ ৭/১৩২, মুঃ ৩/১৪২২)* আবার কোন কাফের যদি স্পষ্ট করেই 'আসসালা-মু আলাইকুম' বলে সালাম দেয় তবে তার জওয়াবে 'অ আলাইকুমুস সালা-ম' বলা দূষনীয় নয়। *(ফতওয়া ইবনে উসাইমীন)*

সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে সাক্ষাতে প্রথমে সালাম দিতে চেষ্টা করে। *(মিশকাত ৪৬৪৬নং)* তবুও আরোহী পদাতিককে, পদাতিক উপবিষ্টকে, অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে এবং ছোট বড়কে প্রথমে সালাম দিতে চেষ্টা করাই সুন্নত। *(বুঃ, মুঃ মিশকাত ৪৬৩২-৪৬৩৩নং)*

জামাআতের তরফ থেকে একজন মাত্র লোক সালাম বা তার উত্তর দিলেই যথেষ্ট। *(আঃদাঃ, মিশকাত৪৬৪৮-নং)* শিশু হলেও তাকে সালাম দেওয়া সুন্নত। *(মিশকাত ৪৬৩৪নং)* সাক্ষাত হলে যেমন সালাম দেবে তেমনি পৃথক বা বিদায় হলেও সালাম দেবে। তবে মুসাফাহা সাক্ষাতের সময় সুন্নত এবং বিদায়ের সময় মুস্তাহাব। *(সিঃ সহীহাহ ১/১/৫৩পৃঃ)* যেমন পৃথক হওয়ার পূর্বে সূরা আস্‌র পড়া উত্তম। *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সিঃসঃ ২৬৪৮-নং)* সালামের সময় কোন প্রকার ঝুঁকা বৈধ নয়।

মোরগের ডাক শুনলে

মোরগ ফিরিশ্তা দেখে ডাক দেয়। তাই তার ঐ ডাক শুনে আল্লাহর অনুগ্রহ এই বলে চাইতে হয়,

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফায্‌লিক।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি।

গাধার ডাক শুনলে

গাধা শয়তান দেখে চীৎকার করে। তাই তার চীৎকার শুনে শয়তান থেকে এই বলে পানাহ চাইতে হয়, (আউযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।)

অনুরূপভাবে রাত্রে কুকুরের ডাক শুনলেও ঐ দুআ পড়তে হয়। কারণ এরাও শয়তান দেখে ঐ ভাবে ডাক ছাড়ে। (কোন রূহ দেখে নয়।) *(বুঃ ৬/৩৫০, মুঃ ৪/২০৯২, আঃদাঃ ৪/৩২৭)*

আল্লাহ তাআলার আসমা-এ হুসনা

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর জন্যই যাবতীয় সুন্দর নাম। সুতরাং তোমরা সেই সব নাম ধরেই তাঁকে ডাক। *(সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)*

রসূল ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর এমন ৯৯টি নাম রয়েছে যে কেউ তা (দুআতে) গণনা করবে (বা মুখস্ত করে তার অর্থ ও দাবী অনুযায়ী আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(বুঃ, মুঃ ২৬৭৭নং)*

কুরআন মাজীদ ও সহীহ সুন্নাহ থেকে সেই নামাবলী নিম্নরূপঃ-

(আল্লা-হ)

(আল আহাদ) একক

(আল আউওয়াল) আদি

(আল আ-খির) অন্ত

(আল আ'লা) মহামহীয়ান

(আল আকরাম) দৃষ্টান্তহীন দানশীল

(আল ইলা-হ) উপাস্য

(আল বা-রী) উদ্ভাবনকর্তা

(আল বা-সিত্ব) জীবিকা সম্প্রসারণকারী

(আল বার্র) কৃপানিধি

(আল বাস্বীর) সর্বদ্রষ্টা

(আল বা-ত্বিন) নিগূঢ়, গুপ্ত

(আত্ তাউওয়া-ব) তওবা গ্রহণকারী

(আল জাব্বা-র) প্রবল

(আল জামীল) সুন্দর

(আল জাওয়া-দ) অতি দানশীল

(আল হা-ফিয) রক্ষাকর্তা

(আল হাসীব) হিসাব গ্রহণকর্তা

(আল হাফীয) রক্ষণাবেক্ষণকারী

(আল হাক্ব) সত্য

(আল হাকাম) বিচারকর্তা

(আল হাকীম) প্রজ্ঞাময়

(আল হালীম) সহিষ্ণু

(আল হামীদ) প্রশংসিত

(আল হাইয়্যু) চিরঞ্জীব

(আল হায়িয়্যু) লজ্জাশীল

(আল খা-লিক্ব) সৃজনকর্তা

(আল খাবীর) পরিজ্ঞাতা

(আল খাল্লা-ক্ব) মহাস্রষ্টা

(আর রাঊফ) অত্যন্ত দয়ার্দ্র

(আর রাব্ব) প্রভু, প্রতিপালক

(আর রাহমা-ন) পরম করুণাময়

(আর রাহীম) অতি দয়াবান

(আর রায্যা-ক্ব) মহারুযীদাতা

(আর রাফীক্ব) সঙ্গী, কৃপানিধি

(আর রাক্বীব) তত্ত্বাবধায়ক

(আস সুব্বূহ) নিরঞ্জন

(আস সিত্তীর) অতি গোপনকারী

(আস সালা-ম) শান্তি, নিরবদ্য

(আস সামী') সর্বশ্রোতা

(আস সাইয়িদ) প্রভু

(আশ্ শা-ফী) আরোগ্যদাতা

(আশ্ শা-কির) পুরস্কারদাতা

(আশ্ শাকূর) গুণগ্রাহী

(আশ্ শাহীদ) সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী

(আস্ স্বামাদ) ভরসাস্থল

(আত্ ত্বাইয়্যিব) পবিত্র

(আয-যাহির) ব্যক্ত, অপরাভূত

(আল আ-লিম) জ্ঞাতা

(আল আযীয) পরাক্রমশালী

(আল আযীম) সুমহান

(আল আফুউ) ক্ষমাশীল

(আল আলীম) সর্বজ্ঞ

(আল আলিয়্যু) সুউচ্চ

(আল গাফফা-র) অতি মার্জনাকারী

(আল গাফূর) মহাক্ষমাশীল

(আল গানিয়্যু) অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী

(আল ফাত্তা-হ) বিচারকশ্রেষ্ঠ

(আল ক্বা-বিয়্) জীবিকা সঙ্কুচনকারী

(আল ক্বা-দির) শক্তিমান

(আল ক্বা-হির) পরাক্রমশালী

(আল ক্বুদ্দূস) অতি পবিত্র

(আল ক্বাদীর) সর্বশক্তিমান

(আল ক্বারীব) নিকটবর্তী

(আল ক্বাবিইয়্যু) প্রবল ক্ষমতাবান

(আল ক্বাহহা-র) প্রবল প্রতাপশালী

(আল ক্বাইয়্যূম) অবিনশ্বর

(আল কাবীর) সুমহান

(আল কারীম) মহানুভব, সম্মানিত

(আল লাত্বীফ) সূক্ষ্মদর্শী

(আল মুআখখির) সর্বশেষ

(আল মু'মিন) নিরাপত্তাবিধায়ক, সত্যায়নকারী

(আল মুবীন) স্পষ্ট, প্রকাশক

(আল মুতাআ-লী) সর্বোচ্চ মর্যাদাবান

(আল মুতাকাব্বির) গর্বের অধিকারী

(আল মাতীন) পরাক্রান্ত

(আল মুজীব) প্রার্থনা মঞ্জুরকারী

(আল মাজীদ) মর্যাদাবান, গৌরবান্বিত

(আল মুহীত্ব) পরিবেষ্টনকারী

(আল মুস্বাউ} র) রূপদাতা

(আল মু'ত্বী) দাতা

(আল মুক্বতাদির) সর্বশক্তিমান

(আল মুক্বাদ্দিম) অগ্রবর্তী

(আল মুক্বীত) শক্তিমান, রুযীদাতা

(আল মালিক) সম্রাট

(আল মালীক) অধীশ্বর

(আলমান্না-ন)পরম অনুগ্রহশীল

(আলমাউলা) প্রভু, সাহায্যকারী

(আলমুহাইমিন) সাক্ষী, রক্ষক

(আন্ নাসীর) সহায়

(আল ওয়া-হিদ) অদ্বিতীয়

(আল ওয়া-রিস) চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী

(আল ওয়া-সি') সর্বব্যাপী, প্রাচুর্যময়

(আল ।} তর) অযুগ্ম, একক

(আল ওয়াদূদ) প্রেমময়

(আল অকীল) কর্মবিধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক

(আল অলিয়্যু) বন্ধু, অভিভাবক

(আল অহহা-ব) মহাদাতা

(জা-মিউন্না-স) মানব জাতিকে সমবেতকারী

(মা-লিকুল মুল্‌ক) সারা রাজ্যের রাজা, সার্বভৌম

(বাদীউস সামা-ওয়া-তি অলআর্‌য্‌) আকাশ- মন্ডলী ও পৃথিবীর আবিষ্কর্তা।

(নূরুস সামা-ওয়া-তি অল আর্‌য্‌) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি।

(যুল জালা-লি অল ইকরা-ম) মহিমময় ও মহানুভব।

(আরহামুর রা-হিমীন) শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(আহকামুল হা-কিমীন) শ্রেষ্ঠ বিচারক।

(আহসানুল খা-লিক্বীন) সুনিপুণ স্রষ্টা।

(খাইরুর রা-যিক্বীন) শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

প্রকাশ যে, আল্লাহর নামাবলী নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি শুদ্ধ নয়। *(আল-ক্বাওয়াইদুল মুসলা ফী সিফাতিল্লাহি অ আসমাইহিল হুসনা, ইবনে উসাইমীন ১৮-২০পৃঃ)*

প্রার্থনামূলক কুরআনী দুআ

কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক বহু প্রকার দুআ বর্ণনা করে বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনের শব্দে সে সব দুআ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। এখানে পাঠকের খিদমতে সেই সকল দুআর বরাত মূল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে পেশ করব। পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা মূল আরবী ও অর্থ সহ উল্লেখ করতে পারলাম না। আশা করি দুআগুলি কুরআন মাজীদ থেকে মুখস্ত করে নিতে প্রিয় পাঠক-পাঠিকার কোন অসুবিধা হবে না।

১- সৎপথ চাইতেঃ- সূরা ফাতিহা।

২- আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করতেঃ- কুঃ ৭নং সূরা/২৩নং আয়াত। ১১/৪৭। ৭/১৫১ 'রাব্বিগফিরলী' থেকে 'রা-হিমীন' পর্যন্ত। ২৮/১৬ 'রাব্বি' থেকে 'লী' পর্যন্ত। ২৩/১০৯ 'রাব্বানা' থেকে 'রা-হিমীন' পর্যন্ত। ২৩/১১৮ 'রাব্বি' থেকে 'রা-হিমীন' পর্যন্ত। ৩/১৬ 'রাব্বানা' থেকে 'না-র' পর্যন্ত। ৩/১৯১ এর 'রাব্বানা' থেকে ১৯৪ এর 'মীআদ' পর্যন্ত।

৩- পিতামাতার জন্য দুআ করতেঃ- ১৭/২৪ 'রাব্বি' থেকে 'সাগীরা' পর্যন্ত। ১৪/৪১। ৭১/২৮।

৪- দুআ মঞ্জুর করতে আবেদন জানাতেঃ- ২/১২৭ 'রাব্বানা' থেকে 'আলীম' পর্যন্ত।

৫- পরিজনের চরিত্র সুন্দর এবং মুসলিম হওয়া চাইতেঃ- ২/১২৮। ২৫/৭৪। ৪৬/১৫ 'রাব্বি' থেকে 'মুসলিমীন' পর্যন্ত।

৬- পরিজনকে নামাযী বানাতেঃ- ১৪/৪০।

৭- সত্যবাদিতা ও সততা চাইতেঃ- ২৬/৮৩-৮৫।

৮- সুসন্তান চাইতেঃ- ৩/৩৮ 'রাব্বি' থেকে 'দুআ' পর্যন্ত। ২১/৮৯ 'রাব্বি' থেকে 'ওয়া-রিসীন' পর্যন্ত। ৩৭/১০০।

৯- অজানা পথে চলা বা ভাসার সময় নিরাপদ ও সঠিক স্থান খুঁজতেঃ- ২৩/২৯ 'রাব্বি' থেকে 'মুনযিলীন' পর্যন্ত।

১০- আল্লাহর প্রশংসামূলক দুআঃ- ৩/২৬ 'আল্লা-হুম্মা' থেকে 'হিসাব' পর্যন্ত। ৩৯/৪৬ 'আল্লা-হুম্মা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। ৬০/৪ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১১- শত্রু বা কাফেরদের কবল থেকে মুক্তি চাইতেঃ- ৬০/৫। ১০/৮৫ এর 'রাব্বানা' থেকে ৮৬ এর শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১২- নেক আমল করতে সাহায্য চাইতেঃ- ২৭/১৯ 'রাব্বি' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৩- বিপদ বা ব্যাধিগ্রস্ত হলেঃ- ২১/৮৭ 'লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। ২১/৮৩ এর 'আন্নী' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৪- বিধর্মীর অত্যাচারেঃ- ৭/৮৯ 'রাব্বানাফতাহ' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৫- দাওয়াতের কাজে সাহায্য চাইতে এবং সুন্দর বাক্‌শক্তি চাইতেঃ- ২০/২৫-২৮।

১৬- জিহাদে ধৈর্য ও স্থিরতা চাইতেঃ- ২/২৫০ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। ৩/১৪৭ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৭- রুযী ও সৎপথ চাইতেঃ- ১৮/১০ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৮- জ্ঞান-বুদ্ধি চাইতেঃ- ২০/১১৪ 'রাব্বি' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৯- শয়তান ও জিন থেকে নিস্কৃতি চাইতেঃ- ২৩/৯৭ এর 'রাব্বি' থেকে ৯৮ এর শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২০- দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চাইতেঃ- ২/২০১ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২১- ভুলের ক্ষমা, আল্লাহর দয়া ও সাহায্যাদি চাইতেঃ- ২/২৮৬ 'রাব্বানা লা তুআ-খিযনা' থেকে শেষ সূরা পর্যন্ত।

২২- দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাকার উদ্দেশ্যে দুআঃ- ৩/৮।

২৩- জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি চাইতেঃ- ২৫/৬৫ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২৪- মৃত মুমিনদের জন্য ক্ষমা এবং মুমিনদের থেকে হৃদয়কে দ্বেষমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে দুআঃ- ৫৯/১০ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২৫- অত্যাচারীদের হাত হতে রক্ষা পেতেঃ- ৪/৭৫ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। ২৮/২১ 'রাব্বি' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২৬- দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইতেঃ- ২৯/৩০ 'রাব্বি' থেকে শেষ

আয়াত পর্যন্ত।

২৭- বিধর্মী যালেমের অত্যাচারে ধৈর্য এবং মুসলিম হয়ে মরণ চাইতেঃ- ৭/ ১২৬ ‘রাব্বানা আফরিগ’ থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২৮- অন্ধকার ও ঝড়-বাতাসের সময় আল্লাহর পানাহ চাইতেঃ- সূরা ফালাক্ব ও নাস। *(মিশকাত ২ ১৬২নং)*

** সুন্নাহতে প্রার্থনামূলক দুআ **
দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল চাইতে

১-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আসলিহ লী দীনিয়াল্লাযী হুয়া ইসমাতু আমরী, অ আসলিহ লী দুনয়্যা-য়্যাল্লাতী ফীহা মাআ-শী, অ আসলিহ লী আ-খিরাতিয়াল্লাতী ফীহা মাআ-দী। অজআলিল হায়া-তা যিয়া-দাতাল লী ফী কুল্লি খাইর্‌। অজআলিল মাউতা রা-হাতাল লী মিন কুল্লি শার্‌র্‌।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে সুন্দর কর যা আমার সকল কর্মের হেফাযতকারী। আমার পার্থিব জীবনকে সুন্দর কর যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার পরকালকে সুন্দর কর যাতে আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আমার জন্য হায়াতকে প্রত্যেক কল্যাণে বৃদ্ধি কর এবং মওতকে প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে আরামদায়ক কর। *(মুঃ ৪/২০৮৭)*

২-

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আ-ফিয়াতা ফিদ্‌দুনয়্যা অলআ-

খিরাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহ-পরকালে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। *(সঃ ইবনে মাজাহ ৩/ ১৮০)*

তাক্বওয়া, পবিত্রতা ও সচ্ছলতা চাইতে

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অত্‌তুক্বা অলআফা-ফা অলগিনা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট হেদায়াত, পরহেযগারী, অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। *(মুঃ ৪/২০৮৭)*

দ্বীন ও আনুগত্য চাইতে

১- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা মুসার্রিফাল কুলূবি স্বার্রিফ কুলূবানা আলা ত্বা আতিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর। *(মুঃ ৪/২০৪৫)*

২- .

উচ্চারণঃ- ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূবি সাব্বিত ক্বালবী আলা দীনিক।

অর্থঃ- হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। *(সঃ জামে' ৬/৩০৯)*

দুর্বলতা, অলসতা, কৃপণতা ও স্থবিরতা হতে বাঁচতে

১-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজ্‌যি অলকাসালি অলজুবনি অলবুখলি অলহারামি অ আযা-বিল ক্বাব্‌র্‌। আল্লা-হুম্মা আ-তি নাফসী তাক্বওয়া-হা অযাক্কিহা আন্তা খাইরু মান যাক্কা-হা, আন্তা অলিয়্যুহা অমাউলা-হা। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ইলমিল লা য়্যানফা', অমিন ক্বালবিল লা য়্যাখশা', অমিন নাফসিল লা তাশবা', অমিন দা'ওয়াতিল লা য়্যুস্তাজা-বু লাহা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, স্থবিরতা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ আমার আত্মায় তোমার ভীতি প্রদান কর এবং তাকে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী। তুমিই তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সেই ইলম থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কোন উপকারে আসে না। সেই হৃদয় থেকে পানাহ চাচ্ছি , যা বিনম্র হয় না। সেই আত্মা থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না এবং সেই দুআ থেকে পানাহ চাচ্ছি , যা কবুল হয় না।

২- শয়নকালে ৩৩বার 'সুবহা-নাল্লা-হ', ৩৩বার 'আলহামদু লিল্লা-হ' এবং ৩৪বার 'আল্লা-হু আকবার' পাঠ করে শয়ন করলে অলসতা ও কর্মবিমুখতা দূর হয়ে যায়।

যখন সংসারে কোন দাস-দাসীর প্রয়োজন হয় না। *(মুঃ ২৭২৭নং)*

গোনাহ থেকে ক্ষমা চাইতে

১- সাইয়্যিদুল ইস্তিগ্‌ফার।

২- .

উচ্চারণঃ- আস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যূমু অ

আতূবু ইলাইহ্‌।

অর্থঃ- আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। এবং আমি তাঁর কাছে তওবা করছি।

এই দুআ ৩ বার পড়লে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার মত পাপ হলেও মাফ হয়ে যাবে। *(সঃ তিঃ ৩/ ১৮২, আঃ দাঃ ২/৮৫)*

৩- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুউ}ন কারীমুন তুহিব্বুল আফওয়া, ফা’ফু আন্নী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল মহানুভব, ক্ষমাকে পছন্দ কর। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

এটি শবেকদরে পঠনীয়। *(সঃ তিঃ ৩/ ১৭০)*

৪-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লী খাত্বীআতী অজাহলী অইসরা-ফী ফী আমরী, অমা আন্তা আ’লামু বিহী মিন্নী। আল্লা-হুম্মাগফির লী হাযলী অজিদ্দী অখাত্বাঈ অআম্‌দী, অকুল্লা যা-লিকা ইন্দী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ, মূর্খামী, কর্মে সীমালংঘনকে এবং যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জান, তা আমার জন্য ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ গো! তুমি আমার অযথার্থ ও যথার্থ, অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃতভাবে করা পাপ এবং আমার অন্যান্য পাপ সমূহকে মার্জনা করে দাও। *(বুখারী ১১/ ১৯৬)*

আল্লাহর গযব থেকে পানাহ চাইতে

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন যাওয়া-লি নি’মাতিকা অতাহাউ}লি আ-ফিয়াতিকা অফাজআতি নিক্বমাতিকা অজামী-ই সাখাত্বিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহের অপসরণ,

নিরাপত্তার প্রত্যাবর্তন, আকস্মিক প্রতিশোধ এবং যাবতীয় ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মুঃ ২৭৩৯নং)*

অঙ্গ আদির অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইতে

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শার্রি সামঈ, অমিন শার্রি বাস্বারী, অমিন শার্রি লিসা-নী, অমিন শার্রি ক্বালবী, অমিন শার্রি মানিইয়্যী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট আমার কর্ণ, চক্ষু, রসনা, অন্তর এবংবীর্য (যৌনাঙ্গে)র অনিষ্ট থেকে শরণ চাচ্ছি। *(আঃ দাঃ ২/৯২, সঃ তিঃ ৩/১৬৬, সঃ নাসাঈ ৩/১১০৮)*

দুর্ভাগ্য ও দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা চাইতে

১-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন জাহদিল বালা-ই অদারাকিশ শাক্বা-ই অসূইল ক্বাযা-ই অশামা-তাতিল আ'দা-'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট কঠিন দুরবস্থা (অল্প ধনে জনের আধিক্য), দুর্ভাগ্যের নাগাল, মন্দ ভাগ্য এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা কামনা করছি। *(বুঃ ৭/১৫৫, মুঃ ২৭০৭নং)*

২-

.

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাহফাযনী বিল ইসলা-মি ক্বা-ইমা, অহফাযনী বিল

ইসলা-মি ক্বা-ইদা, অহফাযনী বিল ইসলা-মি রা-ক্বিদা। অলা তুশ্‌মিত বী আদুউওয়াঁউ অলা হা-সিদা। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন কুল্লি খাইরিন খাযা-ইনুহু বিয়্যাদিক, অ আঊযু বিকা মিন কুল্লি শার্রিন খাযা-ইনুহু বিয়্যাদিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ইসলামের সাথে দন্ডায়মান, উপবেশন এবং শয়নাবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ কর। আমার উপর কোন শত্রু ও হিংসুককে হাসায়ো না। আল্লাহ গো! অবশ্যই আমি তোমার নিকট প্রত্যেক সেই কল্যাণ হতে প্রার্থনা করছি যার ভান্ডার তোমার হাতে এবং প্রত্যেক সেই অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ভান্ডারও তোমারই হাতে। *(হাকেম ১/৫২৫, সঃ জামে’ ২/৩৯৮, সিঃসহীহাহ ১৫৪০নং)*

৩- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি অগালাবাতিল আদুউ} অশামা-তাতিল আ’দা-’।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ঋণ ও শত্রুর কবল এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা চাচ্ছি। *(সঃ নাসাঈ ৩/ ১১১৩)*

সৎ ও সঠিক পথ চাইতে

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অস্‌সাদা-দ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট (সকল বিষয়ে) হেদায়ত ও সঠিকতা প্রার্থনা করছি। *(মুঃ ৪/২০৯০)*

অধিক ধন ও জন চাইতে

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আকসির মা-লী অঅলাদী অবা-রিক লী ফীমা আ’ত্বাইতানী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমার ধন ও সন্তান বৃদ্ধি কর এবং যা কিছু আমাকে দিয়েছ তাতে বর্কত দান কর। *(বুঃ ৭/ ১৫৪)*

আল্লাহর সাহায্য ও দ্বীনদারী চাইতে

.

উচ্চারণঃ- রাব্বি আইন্নী অলা তুইন আলাইয়্যা, অনসুরনী অলা তানসুর আলাইয়্যা, অম্‌কুর লী অলা তাম্‌কুর আলাইয়্যা, অহদিনী অয়্যাসসিরিল হুদা ইলাইয়্যা, অন্‌সুরনী আলা মান বাগা আলাইয়্যা। রাব্বিজআলনী লাকা শা-কিরাল লাকা যা-কিরা, লাকা রাহহা-বাল লাকা মিত্বওয়া-আ, ইলাইকা মুখবিতান আউওয়া-হাম মুনীবা। রাব্বি তাক্বাব্বাল তাউবাতী, অগসিল হাউবাতী, অআজিব দা'ওয়াতী, অসাব্বিত হুজ্জাতী, অহদি ক্বালবী, অসাদ্দিদ লিসা-নী, অস্‌লুল সাখীমাতা ক্বালবী।

অর্থঃ- হে প্রভু! আমাকে সাহায্য কর এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না। আমার জন্য ছলনা কর এবং আমার বিরুদ্ধে ছলনা করো না। আমাকে হেদায়াত কর আর আমার জন্য হেদায়াতকে সহজ করে দাও। যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার কৃতজ্ঞ, তোমাকে স্মরণকারী ও ভয়কারী, তোমার একান্ত অনুগত, তোমার কাছে অনুনয়-বিনয়কারী, কোমল হৃদয় বিশিষ্ট এবং সতত তোমার প্রতি অভিমুখী বানিয়ে নাও। প্রভু গো! তুমি আমার তওবা কবুল কর, আমার গোনাহ ধৌত কর, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর, আমার হুজ্জতকে মজবুত কর, আমার হৃদয়কে পথ দেখাও, আমার ভাষাকে মার্জিত কর এবং আমার অন্তরের ময়লাকে দূর করে দাও। *(আঃদাঃ ২/৮৩, সঃ তিঃ ৩/১৭৮)*

বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে আশ্রয় চাইতে

১- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বারাসি অলজুনূনি অলজুযা-মি

অমিন সাইয়্যিইল আসক্বা-ম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ধবল, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আঃদাঃ ২/৯৩, সংতিঃ ৩/১৮৪, সংনাঃ ৩/১১১৬)*

২-

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজযি অলকাসালি অলজুবনি অলবুখলি অলহারামি অলক্বাসওয়াতি অলগাফলাতি অলআইলাতি অয্‌যিল্লাতি অলমাস্কানাহ। অ আউযু বিকা মিনাল ফাক্বরি অলকুফ্‌রি অলফুসূক্বি অশ্‌শিক্বা-ক্বি অন্‌নিফা-ক্বি অস্‌সুমআতি অররিয়া-'। অ আউযু বিকা মিনাস সামামি অলবাকামি অলজুনূনি অলজুযা-মি অলবারাসি অসাইয়্যিইল আসক্বা-ম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কার্পণ্য, স্থবিরতা, কঠোরতা, ঔদাস্য, দারিদ্র, লাঞ্ছনা এবং দীনতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। তোমার নিকট অভাব-অনটন, কুফরী, ফাসেকী, বিরোধিতা, কপটতা এবং (আমলে) সুনাম ও লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থেকে পানাহ চাচ্ছি। আর আমি তোমার নিকট বধিরতা, মূকতা, উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ, ধবল এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(সং জামে' ১/৪০৬)*

দুশ্চরিত্র ও মন্দ কর্ম থেকে পানাহ চাইতে

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-ক্বি অলআ'মা-লি অলআহওয়া-ই অলআদওয়া-'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দুশ্চরিত্র, অসৎ কর্ম, কুপ্রবৃত্তি এবং কঠিন রোগসমূহ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। *(সং তিঃ ৩/১৮৪, সং জামে' ১২৯৮-নং)*

সৎ কর্ম ও আল্লাহ-প্রেম চাইতে

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফি'লাল খাইরা-তি অতার্কাল মুনকারা-তি অহুব্বাল মাসা-কীন, অআন তাগফিরা লী অতারহামানী, অইযা আরাত্তা ফিতনাতা ক্বাউমিন ফাতাওয়াফ্‌ফানী গাইরা মাফতূন। অ আসআলুকা হুব্বাকা অহুব্বা মাঁই য়্যুহিব্বকা অহুব্বা আমালিঁই য়্যুক্বার্রিবুনী ইলা হুব্বিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট সৎকর্ম করার ও অসৎ কর্ম ত্যাগ করার প্রেরণা এবং দীন-হীনদের ভালোবাসা প্রার্থনা করছি। আর চাচ্ছি যে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। আর যখন তুমি কোন সম্প্রদায়কে ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা করবে তখন আমাকে বিনা ফিতনায় মরণ দিও। আমি তোমার নিকট তোমার ভালোবাসা ও তার ভালোবাসা যে তোমাকে ভালোবাসে এবং সেই কর্মের ভালোবাসা যা আমাকে তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে তা প্রার্থনা করছি। *(মুঃ আহমদ ৫/২৪৩, সঃ তিঃ ২৫৮২নং, হাকেম ১/৫২১)*

পথভ্রষ্টতা থেকে রেহাই পেতে

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু অবিকা আ-মানতু অ আলাইকা তাওয়াক্কালতু অইলাইকা আনাবতু অবিকা খা-সামতু, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিইয্‌যাতিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আন তুযিল্লানী, আন্তাল হাইয়্যুল্লাযী লা য়্যামূতু অলজিন্নু অলইনসু য়্যামূতূন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তোমারই উপর ভরসা রেখেছি, তোমারই প্রতি অভিমুখ

করেছি এবং তোমারই সাহায্যে বিতর্ক করেছি। হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার ইজ্জতের অসীলায় পানাহ চাচ্ছি যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করো না। তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তুমিই সেই চিরঞ্জীব যাঁর মৃত্যু নেই। আর দানব ও মানব সকলে মৃত্যুবরণ করবে। *(বুঃ ৮/১৬৭, মুঃ ২৭১৭নং)*

দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্তি পেতে

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাত্ তারাদ্দী অলহাদামি অলগারাক্বি অলহারাক্, অ আউযু বিকা আঁই য়্যাতাখাব্বাত্বানিয়াশ্ শাইত্বা-নু ইন্দাল মাউত্। অ আউযু বিকা আন আমূতা ফী সাবীলিকা মুদবিরা। অ আউযু বিকা আন আমূতা লাদীগা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পড়ে যাওয়া, ভেঙ্গে (চাপা) পড়া, ডুবে ও পুড়ে যাওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মৃত্যুকালে শয়তানের স্পর্শ থেকে, তোমার পথে (জিহাদে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে মরা থেকে এবং সর্পদষ্ট হয়ে মরা থেকেও আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। *(আঃ দাঃ ২/৯২, সঃ নাঃ ৩/১১২৩)*

আল্লাহর অনুগ্রহ ও রুযী চাইতে

১- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লী যামবী অঅসসি' লী ফী দা-রী অবা-রিক লী ফী রিযক্বী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমার গৃহ প্রশস্ত কর এবং আমার রুযীতে বর্কত দাও। *(মুঃ আহমদ ৪/৬৩, সঃ জামে' ১২৬৫)*

২- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফায্‌লিকা অরাহমাতিক, ফাইন্নাহু লা য়্যামলিকুহা ইল্লা আন্ত্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ ও করুণা

ভিক্ষা করছি। যেহেতু একমাত্র তুমিই এ সবের মালিক। *(মাঃ যাওয়াএদ ১০/১৫৯, সঃজামে' ১২৭৮নং)*

৩-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল জূ-', ফাইন্নাহু বি'সায্ য্বাজী-'। অ আউযু বিকা মিনাল খিয়ানাহ, ফাইন্নাহা বি'সাতিল বিত্বা-নাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট শয়ন-সাথী। আর আমি খেয়ানত থেকেও পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট সহচর। *(আঃদাঃ ২/৯১, সঃনাঃ ৩/১১১২)*

৪-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লী অহদিনী অরযুক্বনী অ আ-ফিনী, আউযু বিল্লা-হি মিন য্বাইক্বিল মাক্বা-মি য়্যাউমাল ক্বিয়ামাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, হেদায়াত কর, রুযী দাও এবং নিরাপত্তা দাও। আমি আল্লাহর নিকট কিয়ামতে অবস্থানক্ষেত্রের সংকীর্ণতা থেকে আশ্রয় ভিক্ষা করছি। *(সঃনাঃ ১/৩৫৬, সঃইঃমাজাহ ১/২২৬)*

৫- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাজআল আউসাআ রিযক্বিকা আলাইয়্যা ইন্দা কিবারি সিন্নী অনক্বিত্বা-ই উমুরী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমার বার্ধক্যে ও মৃত্যুর সময় তোমার অধিকতম ব্যাপক রুযী দান করো। *(হাকেম ১/৫৪২, সঃজামে' ১২৫৫নং)*

দারিদ্র্য ও অভাব থেকে পানাহ চাইতে

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল ফাক্বরি অলক্বিল্লাতি অয্‌যিল্লাহ, অ আউযু বিকা মিন আন আযলিমা আউ উযলাম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি, যাতে আমি

অত্যাচার না
করি ও অত্যাচারিত না হই। *(আঃদাঃ২/৯১, সঃনাঃ ৩/১১১১,সঃজামে’ ১২৭৮নং)*

মন্দ প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় চাইতে

১-

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন য়্যাউমিস সূ-ই অমিন লাইলাতিস সূ-ই অমিন সা-আতিস সূ-ই অমিন স্বা-হিবিস সূ-ই অমিন জা-রিস সূ-ই ফী দা-রিল মুক্বা-মাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট মন্দ দিন, মন্দ রাত, মন্দ সময়, অসৎ সঙ্গী এবং স্থায়ী আবাসস্থলে অসৎ প্রতিবেশী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মাঃ যাওয়াএদ ১০/১৪৪, সঃজামে’ ১২৯৯নং)*

২- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন জা-রিস সূ-ই ফী দা-রিল মুক্বা-মাহ, ফাইন্না জা-রাল বা-দিয়াতি য়্যাতাহাউওয়াল।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট স্থায়ী আবাসস্থলে অসৎ প্রতিবেশী থেকে পানাহ চাচ্ছি, যেহেতু অস্থায়ী আবাসস্থলের প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়ে থাকে। *(হাকেম ১/৫৩২, নাঃ ৮/২৭৪, সঃজামে’ ১২৯০নং)*

জ্ঞান ও ইল্‌ম চাইতে

১- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ফাক্বক্বিহনী ফিদ্দীন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর। *(বুঃ ১/৪৪, মুঃ ৪/১৭৯৭)*

২- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মানফা’নী বিমা আল্লামতানী অ আল্লিমনী মা য়্যানফাউনী

অযিদনী ইল্‌মা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যা কিছু আমাকে শিখিয়েছ তা দ্বারা আমাকে উপকৃত কর এবং আমাকে সেই জ্ঞান দান কর যা আমাকে উপকৃত করবে। আর আমার ইল্‌ম আরো বৃদ্ধি কর। *(সংইংমাজাহ ১/৪৭)*

৩-

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফিআ, অ আঊযু বিকা মিন ইল্‌মিল লা য়্যানফা'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট উপকারী শিক্ষা প্রার্থনা করছি এবং যে শিক্ষা কোন উপকারে আসে না, সে শিক্ষা থেকে পানাহ চাচ্ছি। *(সংইং মাজাহ ২/৩২৭)*

দোযখ ও কবরের আযাব থেকে বাঁচতে

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাব্বা জিবরা-ঈলা অ মীকা-ঈলা অরাব্বা ইসরা ফীল, আঊযু বিকা মিন হার্রিন না-রি অমিন আযা-বিল ক্বাব্‌র্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(সংনাঃ ৩/১১২১, সংজাঃ ১৩০৫নং)*

অত্যাচারীর বদলা নিতে

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা মাত্তি'নী বিসামঈ অবাস্বারী অজ্‌আলহুমাল ওয়া-রিসা মিন্নী, অনসুরনী আলা মাঁই য়্যাযলিমুনী অখুয মিনহু বিসা'রী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে আমার কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা উপকৃত কর এবং মরণ পর্যন্ত তা অবশিষ্ট রাখ। যে আমার উপর অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর এবং তার নিকট থেকে আমার জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ কর। *(সংতিঃ*

৩/ ১৮৮, সঃজাঃ ১৩১০নং)

বিনতি চাইতে

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আহয়িনী মিসকীনাঁউ অ আমিতনী মিসকীনাঁউ অহশুরনী ফী যুমরাতিল মাসা-কীন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে দীন-হীন করে জীবিত রাখ, দীন-হীন অবস্থায় মরণ দিও এবং দীন-হীনদের দলে আমার হাশর করো। *(সঃজাঃ ১২৬১নং)*

সুন্দর চরিত্র চাইতে

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা কামা হাস্‌সান্তা খালক্বী ফাহাস্‌সিন খুলুক্বী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সৃষ্টিকে যেমন সুন্দর করেছ তেমনি আমার চরিত্রকেও সুন্দর কর। *(আহমাদ, সঃ জামে' ১৩০৭নং)*

প্রকাশ যে, আয়নায় মুখ দেখার সময় উক্ত দুআটি পড়ার ব্যাপারে হাদীস সহীহ নয়। *(ইরওয়াউল গালীল ১/ ১১৫)*

সমাপ্ত